জরাসন্ধ

নাটক

বসুমতী প্রশংসিত

সর্ব্বজনপ্রিয়

বাসুকি

পৌরাণিক নাটক

নবভাবে নানারূপে

রূপায়িত—সুকল্পিত !

ঘটনার ইন্দ্রজাল !

অঙ্কে অঙ্কে তার পর কি ?

ব্যাকুল আগ্রহে পড়িবেন,

অভিনয়েও অতুলনীয় ।

মিনার্ভা থিয়েটারে

অভিনীত ।

মূল্য ১

জরাসন্ধ

নাটক

কাব্যশাস্ত্রী—

ভোলানাথ রায় প্রণীত

গণেশ অপেরা পার্টি কর্ত্তৃক অভিনীত

কলিকাতা

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং

বাণী-পীঠ—৫।১নং বিবেকানন্দ রোড

১৩৪২

মূল্য ১।৷০ মাত্র।

গ্রন্থকারের অন্যান্য নাটক

কুবলাশ্ব	১॥০
প্রিয়ব্রত	১॥০
যজ্ঞাহুতি	১॥০
কালচক্র	১॥০
পৃথিবী	১॥০
পঞ্চনদ	১॥০
জাহ্নবী	১॥০
বিন্ধ্যা-বলি	১॥০
আদিশূর	১॥০

Published by S. N. Ray, for Paul Brothers & Co.
BANI-PITH—5/1 Vivekananda Road. Calcutta.
Printed by—L. M. Roy, LALIT PRESS.
81, Simla Street, Calcutta.
1935

নরকাসুর
ধনুর্যজ্ঞ
দাক্ষিণাত্য
ছিদ্র-কলস
প্রাণে প্রাণে
জগদ্ধাত্রী
কৈকেয়ী
বাসুকি
বজ্রসৃষ্টি [নাট্যকাব্য]

প্রাপ্তিস্থান :—
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৫।১ বিবেকানন্দ রোড,
বাণী-পীঠ, কলিকাতা।

ভূমিকা

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺ভোলানাথ রায় কাব্যশাস্ত্রী আর ইহজগতে নাই। এ যাবৎ রস-পিপাসুগণ তাঁহার যে নিত্য-নূতন মধুর রস-পরিবেশনে তৃপ্ত হইতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার অভাবে তাঁহারা যে গভীর দুঃখ অনুভব করিবেন, তাহার সান্ত্বনা নাই। তিনি অবিশ্রাম অক্লান্ত-পরিশ্রমে নাট্য-সাহিত্যে তাঁহার রচিত যে রত্নোপম নাটক-গুলি দান করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি তাঁহার নামে চিরকাল অমরতা প্রদান করিবে।

তাঁহার রচিত অধিকাংশ নাটক যাত্রাদলে অভিনীত হইয়া শিক্ষিত সুধীবর্গের নিকটে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। ইদানীং তাঁহার একাধিক নাটকের থিয়েটারে অভিনয় আরম্ভ হইয়া যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিয়াছে। মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁহার রচিত "বাসুকি" নাটকের একাদিক্রমে তিন শতাধিক রজনী অভিনয়ের পরও সমভাবে দর্শক-জনতার সমাগম হইয়াছে। উক্ত রঙ্গমঞ্চে বর্ত্তমানে তাঁহার "বামনাবতার" নাটক দর্শকের বিপুল জনতার মধ্য দিয়া ধারাবাহিক ত্রিশতাধিক রজনী অভিনয় অতিক্রম করিয়াছে। নাট্যামোদী অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের পর পৌরাণিক নাট্যাভিনয়ের যে অভাব অনুভূত হইতেছিল, এবার তাহার পূরণ হইবে; কিন্তু তাঁহার অকাল-বিয়োগে তাহা বিফল হইয়া গেল।

পৌরাণিক নাটক-রচনায় তাঁহার অনন্যতা, কীর্ত্তি ও খ্যাতি অসাধারণ ছিল। নাট্যোক্ত বিষয়টি পৌরাণিক হইলেও পুরাণ-কাহিনীর কোন হানি না করিয়া সর্ব্ব-সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া এমন সকল স্বকপোল-কল্পিত ঘটনার সমাবেশে কল্পনার ইন্দ্রজাল বয়ন করিতেন যে, তাহা যেন একখানি অশ্রুতপূর্ব্ব-ঘটনাপূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক—অতীব হৃদ্য ও কৌতূহলবর্দ্ধক এবং তাহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে পৌরাণিক চরিত্রগুলিও সুমেদিত, স্ফূর্ত্ত ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিত। কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটকেও তাঁহার প্রসিদ্ধ সিদ্ধহস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নাটকগুলি কল্পনাবহুল হইলেও কখনও তিনি উদ্ভট-কল্পনা বা কৌৎসিত্যের আশ্রয় লইতেন না; চরিত্র-সৃষ্টির দিক্ দিয়া তাঁহার দার্ঢ্য, বিবেচনা ও বিচারবুদ্ধির

প্রচুর পরিচয় আছে, যাহার ফলে তাঁহার কোন চরিত্র আপ্রারম্ভপরিণতি কুত্রাপি কোন প্রকারে ব্যাহত হয় নাই ; বরং উত্তরোত্তর উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে যে প্রচুর চিত্তহর আধ্যাত্মিকতার সরসালাপসৃষ্ট সমাবেশ আছে, তাহাতে শুধু চিত্তবিনোদন নহে, তৎসহ পাঠককে চিত্তোন্নতির কোন্-এক ভাবময় অতীন্দ্রিয়ের পথে পরিচালনা করে। সেটা বড় কম কথা নহে। দর্শনের কঠোরতর তত্ত্বগুলি এরূপ প্রাঞ্জল সরস-রসিকতার সহিত প্রয়োগ করায় কাব্যশাস্ত্রী মহাশয়ের দর্শনশাস্ত্রেও প্রগাঢ় অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়।

আর একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। একদা প্রবীণ নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তদীয় বন্ধু নিমতার জমীদার-বাটীতে গণেশ-অপেরা কর্তৃক ভোলানাথ রায় রচিত "বিন্ধ্যাবলি" নাটকাভিনয় দর্শনে যাত্রা-নাটক-লেখকের এরূপ অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিমোহিত হন্ এবং তথায় উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব সূচিত হয়। তাহার কিছুদিন পরে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একদিন গণেশ-অপেরা পার্টিতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভোলানাথ বাবুকে নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করেন। এবং সেদিন আহারের পূর্ব্বে ও পরে রাত্রি দ্বিপ্রহরাতীত কাল উভয়ের মধ্যে পরিতোষজনক নাট্যালোচনায় অতিবাহিত হয়।

এ যাবৎ আভিনয়িক নাটক লিখিতে সর্ব্ববিধ দর্শকের চিত্ত-বিনোদনের জন্য নাট্যকারগণকে নাট্য-পদ্ধতির অপকর্ষকর দুই-চারিটি অবদ্য ঘটনার অবতারণা দ্বারা মাঝে মাঝে যে নিজের আসন হইতে অনেকটা নীচে নামিয়া আসিতে হইয়াছে, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই ; তাহা হইলেও নাট্যগ্রন্থের যাহা প্রগাঢ় অভিসন্ধি—ঘটনা-সংস্থানের বৈশিষ্ট্য ও ঘাত-প্রতিঘাত—কথোপকথনের সদার্ঢ্য যৌক্তিকতা, চরিত্র-বৈচিত্র্য, ভাষার সাবলীলতা প্রভৃতির পর্য্যাপ্ত সমাবেশে তাঁহার নাটকগুলি নাট্যসাহিত্যে যে একটা বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা বলিতে বাধে না। মনে হয়, একদা এমন দিন আসিবে, সেদিন এদিকে সাহিত্য-ধুরন্ধরগণের সবিচার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং সমধিক সমাদরে এই নাটকগুলি বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডারে গৃহীত হইয়া স্থায়ী আসন লাভ করিবে।

শুভ বিজয়া-দশমী
২০শে আশ্বিন, ১৩৪২

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

কুশীলবগণ

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, ভীম, অর্জ্জুন, তেজঃ, জ্যোতিঃ।

চণ্ডকৌশিক—ঋষি।

জরাসন্ধ—মগধ-সম্রাট্।

সহদেব—ঐ পুত্র।

শিশুপাল—চেদিরাজ, মগধ-অধীনস্থ।

কালযবন—যবনরাজ, মগধ-অধীনস্থ।

প্ররোচন—কালযবনের অধীনস্থ ম্লেচ্ছরাজা।

বারুণ—হৈহয়-রাজ।

দেবানীক—অযোধ্যাপতি।

অর্ণব—ঐ পুত্র।

পাগল—ঐলরাজ।

আকাশ, মলয়, প্রজাপতি, গরুড়, নহুষরাজ, জলন্ধররাজ, মুচকুন্দ, ত্রিশির, নাগদ্বয়, ঋত্বিক্‌গণ, রাজাগণ, যবনসৈন্যগণ, লুণ্ঠনকারিগণ, মগধসৈন্যগণ, বরযাত্রিগণ ও যদুগণ প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

নিয়তি, চিন্তা, মায়া, বাণী, সৃষ্টি,

অস্তি, প্রাপ্তি—জরাসন্ধের কন্যা।

ঊর্ম্মি—হৈহয়-রাণী।

স্বাতী—ঐ কন্যা।

রুক্মিণী—বিদর্ভরাজনন্দিনী।

পাগলিনী—নহুষ-রাণী।

পরিব্রাজিকাগণ—বন্দীরাজগণের রাণীগণ।

জরা—রাক্ষসী।

ফুল, প্রজাপতি, বাঁদী, পরিচারিকাগণ, যাদবীগণ, সখীগণ ইত্যাদি।

জরাসন্ধ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

অস্ত্রহীন যুদ্ধশ্রান্ত বারণ, সম্মুখে সশস্ত্র কালযবন।

বারণ। রে যবন! অস্ত্রহীন আমি,
হত্যা কর্—বন্দী কর্, যা ইচ্ছা রে তোর;
কোন কথা নাই।
উপহাস রাখ্, মিনতি আমার।

কাল-। [সপরিহাসে] ক্ষত্রিয়-গৌরব!
ক্ষত্রিয়-গৌরব! হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

বারণ। আবার—আবার সেই পরিহাস?

কাল-। হাস্যরোধ হয় না যে, বন্ধু!
জরাসন্ধ-পরাক্রমে—ক্ষত্রিয়-গৌরব!

বারণ। থুৎকার করি জরাসন্ধ-পরাক্রমে তোর।
স্বভাব-সুন্দর, নির্দ্দোষ, নিরীহ
এক শান্ত ধর্ম্মরাজ্য
নিশ্চিন্তে নীরব ছিল আপন সীমায়;
করে নাই কারও অনিষ্ট,

দেখে নাই একটী কটাক্ষপাতে
অপরের সৌভাগ্য-সম্ভার
জগতের কোন অংশে কভু।
ধিক্ তোর জরাসন্ধে—
শতধিক্ পরাক্রমে তার!
দিগ্বিজয় নেশার চমকে
নরকের অগণিত অগ্রদূত দ্বারা
সেই শান্তি-স্বচ্ছন্দতা মূলে
গর্ব্বে করে কুঠার প্রহার।
ওরে পশু! পরাক্রম নয়—
একে বলে পশুত্ব প্রচার।

কাল-। কথায় কাজ কি আর?
শূরত্ব, বীরত্ব যত, তা'ত দেখা গেল—
তিলেকের যুদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত— নতশির।
যাক্, প্রার্থনা তোমার শুনি—
কি চাও এখন?
জরাসন্ধে কর দেবে—
না সেই একই কথা– ক্ষত্রিয়-গৌরব?

বারণ। সেই এক কথা ক্ষত্রিয়-গৌরব।
শত পদাঘাত করি
তোর জরাসন্ধ-শিরে।

কাল-। স্বপ্ন দেখ এখনো যে, মূর্খ!
কাটে নি ঘুমের ঘোর?

বারণ। ঘুম কি রে?

ঘুম নয় এ, ভ্রান্ত যবন !
ক্ষত্রিয়ের এই সত্য-জাগরণ ।
এ তত্ত্ব বুঝিবি না রে,
বিক্রীত-জীবন তুই ।
হৃতবীর্য্য—হৃতরাজ্য,
মৃত্যুর তুণ্ডাগ্রে আমি,
তবু—তবু ক্ষত্রিয়-গৌরব !
যতক্ষণ কণ্ঠে ভাষা—
যতক্ষণ প্রাণের স্পন্দন,
জরাসন্ধে নাহি দিব কর ।

কাল- । প্ররোচন—

শৃঙ্খলাবদ্ধ কতিপয় রাজাসহ প্ররোচন উপস্থিত হইল ।

এই দশা হবে তোর, নির্ব্বোধ বারণ !

বারণ । অকারণ বিভীষিকা দেখাস্, যবন !
এ দশা—দুর্দ্দশা নয় ;
বশ্যতা-বন্ধন হ'তে
এ বন্ধন পুষ্পের বন্ধন ।
হস্ত প্রসারিত মোর—
যথা ইচ্ছা কর্, দুরাত্মন্ !

কাল- । বাঁধ বেয়াদবে, প্ররোচন ।

[প্ররোচন অন্যান্য রাজার সহিত বারণকে
এক শৃঙ্খলে বন্ধন করিল ।

কেমন মিটেছে সাধ ?
কোথা তব ক্ষত্রিয়-গৌরব ?

দেখিতেছ প্রতিফল তার ?
এখনও প্রকৃতিস্থ হও,
কর দাও জরাসন্ধে ;
নতুবা দেখিবে আরো
দণ্ডে দণ্ডে রঙ্গিন চেহারা তার ;
এখানেই শেষ নয় সে বস্তু দেখার

বারণ। কোথা শেষ, দুরাচার তার ?
জীবনের পরপার ?
আছে আর কিছু ?
বৃথা আশা, অনার্য্য-যবন !
ক্ষত্রিয়-নন্দন করিবে না শির অবনত
ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভয়ে।

কাল-। নিয়ে এস—প্ররোচন,
চাবুকের ঘায়ে ;
কত জান্ দেখি এ কুত্তার

[প্রস্থান ;

প্ররো-। চল—বেতমিজ্ !

বারণ। চল্—পশ্বাধম !

[সকলের প্রস্থান ;

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হৈহয়—রাজ-অন্তঃপুর

সময়—অপরাহ্ণ

ভ্রমী, স্বাতী ও পরিচারিকাগণ।

ভ্রমী। শুনিস্ না কেন কথা? তোরা পালা।

১ম পরি-। কোথায় যাব—মা, আমরা এ আশ্রয় ছেড়ে?

ভ্রমী। যেথা হোক্; আমি ত আর তোদের খাবার-পর্‌বার অভাব রাখ্‌ছি না? অন্দর খুলে দিয়েছি, যে যা পারিস্—নে, যে যেদিকে পারিস্—পালা।

২য় পরি-। না মা, আমরা পালাব না, খাবার-পর্‌বার অভাব এতটুকু নাই—মা রাজলক্ষ্মি, তোমার দয়ায়। পালাব না আমরা; সুখের সময়—স্বার্থের সময় মাটী কাম্‌ড়ে পড়েছিলুম—এ বিপদে সঙ্গ ছাড়্‌ব না।

ভ্রমী। পাগলামি করিস্ নি; তোরা ত সঙ্গ ছাড়্‌বি নি—আমি তোদের রাখ্‌ব কি ক'রে? মহারাজ বন্দী, রক্ষক বল্‌তে এক প্রাণী বেঁচে নেই; এখনই হয় ত তারা প্রাসাদ লুঠ কর্‌তে আস্‌বে। আমার অবস্থা কি—আমার গতি কোথায়? যা-ই হোক্, সে আমি স'য়ে নিতে পার্‌ব। দোহাই তোদের! তোরা আর আমার বোঝা হ'স্ নি। ঐ কোলাহল—তারা প্রবেশ কর্‌ছে—পালা তোরা। কি ভাব্‌ছিস্? ভগবান্ আছে—যা, বেঁচে থাকিস্ সব—আবার মিলিত হব।

কাল-। যুবরাজ বিস্মৃত হচ্ছেন। মহারাজ জরাসন্ধ আমায় এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই যুদ্ধে পাঠিয়েছেন ; বন্দী যা করব – তাঁর, বন্দীর লুণ্ঠিত ধনরত্ন আমার।

সহ-। সে প্রতিশ্রুতির অপলাপ আমি একটুকু করতে চাই না, যবনরাজ! লুণ্ঠন করবেন—করুন ; আগে এঁদের অন্তঃপুর হ'তে স'রে যেতে দেওয়া হ'ক্।

কাল-। এরাই যদি আমার লুণ্ঠনের সামগ্রী হয় ?

সহ-। [ক্রোধভরে] যবন—[অসিতে হাত দিয়া পরে আত্মসংযম করিয়া] যান্—যবনরাজ! যত শীঘ্র সম্ভব এ প্রাসাদ পরিত্যাগ করুন। এরূপ অকথ্য উচ্চারণ ক'রে আজ পর্য্যন্ত কেউ আমার কাছে পরিত্রাণ পায় নি। আপনি মগধের মিত্র রাজা—মহারাজ জরাসন্ধের সাহায্যে যুদ্ধে এসেছেন ; যান্—অব্যাহতি দিলাম, স্বার্থের অনুরোধে—জীবনে এই প্রথম একটা অকর্ত্তব্য করলাম।

কাল-। আচ্ছা, যুবরাজ! বিদায়। আপনার এ অনুগ্রহ চিরস্মরণীয়। এরূপ অনুগ্রহ ক'রে আমার কাছেও আজ পর্য্যন্ত কেউ অব্যাহতি পায় নি। আপনি মগধের যুবরাজ—আমার দোস্ত মহারাজ জরাসন্ধের একমাত্র পুত্র – উপায় নাই, অনুগৃহীত হতেই সুতরাং বাধ্য হ'লাম। চললাম, যুবরাজ! দোস্তির খাতিরে আমিও জীবনে এই প্রথম অনুগ্রহ নিলাম।

[প্রস্থান।

সহ-। মূর্খ স্বেচ্ছাচারী যবন মনে করেছে বোধ হয়, তারই বাহুবলের উপর মহারাজ জরাসন্ধের দিগ্বিজয় নির্ভর করছে। [ভ্রমীর প্রতি] মা! এখন আপনি কি করতে চান্? আপনার স্বামী বন্দী—হৈহয়রাজ্য আমাদের অধিকৃত, এ রাজ-প্রাসাদও আমাদের

অধীনে; আপনি মহারাজ জরাসন্ধের ধার্য্য কর দিয়ে তাঁর অধীনে এই রাজ্যেশ্বরী হ'য়ে বাস কর্‌তে চান্?

ভ্রমী। যদি না চাই?

সহ-। আপনার গমন-পথ মুক্ত; একগাছি তৃণের বাধাও নাই। যান্, অর্থ যা প্রয়োজন আপনার—নিতে পারেন, যেথা ইচ্ছা যেতে পারেন।

ভ্রমী। তোমার মঙ্গল হ'ক।

সহ-। বিদায়।

[প্রস্থান।

ভ্রমী। [চিন্তা করিতেছিলেন]

স্বাতী। কি ভাব্‌ছ, মা?

ভ্রমী। ভাব্‌ছি স্বাতি, ঐ মুক্ত গমন-পথ—না জরাসন্ধের ধার্য্য কর দিয়ে তার অধীনে এই রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী হ'য়ে বাস।

স্বাতী। মা! অবাক্ কর্‌লে যে, মা! তোমার মধ্যে এ সঙ্কল্প উঠ্‌তে পারে? আশ্চর্য্য!

ভ্রমী। তোর জন্য—স্বাতি, তোর জন্য।

স্বাতী। স্তব্ধ হও, স্নেহ-দুর্ব্বলা! আমার জন্য? আমি কে জান? জরাসন্ধের অনুগ্রহ হ'তে আত্মরক্ষা কর্‌তে সানন্দে মরণ পথের যাত্রী যিনি, আমি তাঁর—না মা, দোহাই তোমার, তুমি আমার হাত ধ'রে কাঁটার বন দিয়ে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে চল—ফুটন্ত তেলের কড়ায় ছেড়ে দাও—চলন্ত চাকার নীচে ফেলে দাও—দোহাই তোমার, তুমি আমায় ও দয়ায় রাখা সে রাজ্যেশ্বরী মূর্ত্তিটী আর দেখিয়ো না।

ভ্রমী। চ'—চ' তবে, স্বাতি! তুই আমায় টেনে নিয়ে চ' মা, তোর ঐ বন্ধুর কাঁটার বন দিয়ে রক্তাক্ত বিভীষিকাময় শান্তির আত্মরক্ষায়।

ঐ তোর রুদ্রগীতে আমার এ দুর্ব্বল হৃদয়খানা শুক্‌নো কাঠ ক'রে জেলে দে—কন্যা, কঠোরতার উগ্র-দাবানল ; পুড়ে যাক্ স্নেহ, দয়া, রমণীর কমনীয় বৃত্তি। রাজ্যেশ্বরী ? জরাসন্ধ ! তোমার কর দিয়ে তোমার অধীনে রাজ্যেশ্বরী ? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ ! মাথায় এস আমার মুক্ত গমন-পথ।

[স্বাতীসহ প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা—রাজ-প্রসাদ

দেবানীক ও অর্ণব

দেবা-। মাথা খারাপ ক'রো না, পুত্র ! প্রকৃতিস্থ হও।

অর্ণব। এর উত্তর কি, পিতা ? শত্রু দ্বারদেশে সদর্পে দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষে ডাক্‌ছে—"কর দাও, না হয় যুদ্ধ দাও।" ইক্ষাকু-বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় আপনি, রাবণ-বিজয়ী রামচন্দ্রের সিংহাসনে ; কি কর্ত্তব্য আপনার ?

দেবা-। আমার কর্ত্তব্য আমি নির্দ্ধারণ করেছি, বৎস ! তোমায় অত উদ্বিগ্ন হ'তে হবে না।

অর্ণব। না পিতা ! অন্য কর্ত্তব্যে আমি আমার চিত্তকে অগ্রসর করাতে পারব না ; আমি ইক্ষাকু-বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়—যুদ্ধ করব।

দেবা-। যুদ্ধে কোন ফল নাই, বালক ! মগধ আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বলবান্ ; পৃথিবীর পরাক্রান্ত প্রায় সমস্ত রাজন্যবৃন্দ তার পৃষ্ঠপোষক। তুমি ইক্ষাকু-বংশোদ্ভব রামচন্দ্রের আসনে অধিষ্ঠিত হ'লেও কাল-আবর্ত্তনে আজ জগতের অনেক নিম্নে। তোমা অপেক্ষা প্রতাপশালী বহুশক্তি

এই দিগ্বিজয়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে উঠেছিল; কি হ'ল তাদের দশা, দেখ্‌লে ত? কেউ হত—কেউ বন্দী।

অর্ণব। প্রণাম করি তাঁদের এ আত্মোৎসর্গের পায়ে নতশিরে। আমি যুদ্ধ করব, পিতা! আমারও ঐ দশা বাঞ্ছনীয়।

দেবা-। তাতে লাভ?

অর্ণব। ক্ষত্রিয়-গৌরব রক্ষা।

দেবা-। আমি ত তোমায় ক্ষত্রিয়-গৌরব বিসর্জ্জন দিতে বল্‌ছি না, পুত্র! আমার উপায়-নির্দ্ধারণটাই শোন।

অর্ণব। কি?

দেবা-। দেশ পরিত্যাগ।

অর্ণব। পিতা! আপনি সুস্থ, না ব্যাধিগ্রস্ত? শত্রুর আস্ফালনে চোরের ন্যায় স্বদেশ-পরিত্যাগ—দিগ্বিজয়ী ইক্ষাকুর তপ্ত-রক্ত-প্রবাহের অভ্যন্তরে এমন কাপুরুষত্বের বীজ লুকান থাকা সম্ভব?

দেবা-। অর্ণব! রসনা সংযত ক'রে কথা কও। ইক্ষাকু—ইক্ষাকু, বার বার সেই ভুবনবিজয়ী ইক্ষাকু। ইক্ষাকুর কীর্ত্তি-কাহিনী যেন আমার অজানা! বংশের সবাই ইক্ষাকু হয় না, বালক! প্রকৃতি তা হ'তে দেয় না। ছেড়ে দাও ইক্ষাকু-রামচন্দ্রের অলৌকিক উপমা—অতীত উপকথা; বর্ত্তমানে এ ছাড়া ইক্ষাকু-বংশীয়দের আত্ম-সম্মান রক্ষার অন্য উপায় নাই। সময়ে চোরও হ'তে হয়, পুত্র! তোমার রামচন্দ্রেও সে আদর্শ আছে।

অর্ণব। তা হ'তে হত বা বন্দী গৌরবের ছিল না কি, পিতা?

দেবা-। হত হওয়া আমি মূর্খতা বলি, পুত্র! ম'রে গেলেই ত সব ফুরিয়ে গেল। উত্থানের পশ্চাতে পতন আছেই যখন—দেখ্‌ব কি ক'রে তা হ'লে, এ দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমের সে হাস্যোদ্দীপক পরিণতি? তার পর

বন্দী—সে আবার জীবন্মৃত্যুর যন্ত্রণা, প্রাতঃসন্ধ্যা শত্রুর মুখ দেখ্‌তে হবে, তার দেওয়া কদন্ন খেতে হবে, তার বিদ্রূপ তিরস্কারে বুকের রক্ত আগুন হ'য়ে শতমুখে ছুটে বেরিয়ে আস্‌তে চাইবে, নিরুপায় ভেবে তাকে হাত চাপা দিয়ে হিম ক'রে নিতে হবে; তার চেয়ে এ ভাল নয়? একটা আবর্ত্তনের জন্ম অপেক্ষা? হিংসার নির্জ্জন, নিরুপদ্রব, নীরব-সাধনা?

অর্ণব। না পিতা! জগৎ তর্জ্জনী-নির্দ্দেশ করতে ছাড়বে না—"ঐ—ঐ পলায়িত ইক্ষাকু-কুলকলঙ্ক।"

দেবা-। তাকে স্তব্ধ করবার ভাষা আছে, অর্ণব! জীবন দিতে আমিও পারি, সেটা কিছু বেশী কথা নয়; কিন্তু সে ত বৃথা? কি ফল হবে তাতে? জন্মভূমি ত রাখ্‌তে পারব না? জীবন, জন্মভূমি দুটোই একসঙ্গে যায় কেন? সর্ব্বনাশের অর্দ্ধেক রক্ষা—একটা যাক্, আর একটার আশা থাকবে—পুরুষকারের পূজা চলবে।

(নেপথ্যে সৈন্যগণ।)

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ জরাসন্ধের জয়।

দেবা-। কোলাহল শুনতে পাচ্ছিস্? নগরে প্রবেশ করেছে, এই সময় পালিয়ে আয়।

অর্ণব। পিতা—

দেবা-। পাগ্‌লামি করিস্ না; এ [illegible]র আর সে উপায়ও থাকবে না। চ'লে আয় পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে।

অর্ণব। পারব না—পারব না, পিতা! পলায়ন—পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে? এইখানে দাঁড়িয়ে মরি এস।

দেবা-। হবে না—পাগল, মরা হবে না। জগৎ ছেড়ে যেতে আমি উপস্থিত একান্তই নারাজ। তার প্রান্তে থেকেও আমি আমার জন্মভূমির ধ্যান করতে পারব। হয় ত এমন দিন এলেও আসতে পারে—বিচিত্র

নয়, জন্মভূমি-বিতাড়িত আমি ঐ বিতাড়কের জন্মভূমির বুকে দাঁড়িয়ে খল খল হাস্যে রাক্ষসের তাণ্ডব-নৃত্য দেখাতে পার্‌ব।

[নেপথ্যে সৈন্যকলরব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল]

ঐ গর্জ্জন! ওঃ কী দর্প! পালিয়ে আয়।

অর্ণব। পিতা! জন্মভূমি পরিত্যাগ—বুক যে ফেটে যায়!

দেবা-। যুড়ে—যুড়ে দে, ক্ষেপা, ভবিষ্যৎ আশার আটা দিয়ে।

অর্ণব। পা যে ওঠে না, পিতা!

দেবা-। "ইচ্ছাময়! তোমারই ইচ্ছা" ব'লে একটা তুড়ীলাফ্ দে দেখি!

অর্ণব। [কাতর কণ্ঠে] জন্মভূমি! বিদায়—

দেবা-। রাক্ষসি! রক্ত দিলুম না তোর ও ছাতিফাটা তৃষ্ণায়; দুঃখ করিস্ না, অশ্রু দেব—অশ্রু দেব দরদর ধারে।

[অর্ণবসহ প্রস্থান।

অন্যদিক্ দিয়া প্ররোচনসহ কালযবন উপস্থিত হইল।

প্ররো-। [ধরিবার ভঙ্গিতে] এ-এ-এ-ও-এই যা, ফস্‌কে গেছে, জনাব! পালিয়েছে সব। ঐ যায়—ঐ যায়, হুজুর! চলুন—চলুন—কুত্তাদের এখনও নাগাল পাওয়া যায়।

কাল-। নেহি—যানে দেও।

প্ররো-। [মস্তক কণ্ডূয়ন] তাই ত, হুজুর ছেড়ে দিলেন, অমন হাতের শিকারটায়।

কাল-। শুধু একে ছাড়া কি? বন্দী করেছি যাদের—তাদের ক'টাকেও এই সঙ্গে ছেড়ে দেব না কি, ভাব্‌ছি।

প্ররো-। তা বটে—তা বটে! যুবরাজের কাজটা ভাল হয় নি। তা যাক্ গে, হুজুর, আবার কত দেশ ঘুর্‌তে হবে—কত পরী মিলে যাবে!

কাল-। চুপ্। আমি কি একটা নারীর জন্য এত আত্মহারা? আমায় রক্তচক্ষু দেখায় -অনুগ্রহ করে! আমি যেন বেতনভোগী বান্দা—হুকুম বর্দার! ওঃ—প্ররোচন, আমি এ ক'টা দিন ভাব্ছিলাম—আমার কর্ত্তব্য; কাজ কর্ছিলাম যন্ত্রচালিত। না, আমার দিল্ আর এ চায় না। বিদ্রোহটা আর কর্লুম না; কিন্তু অনুগ্রহকারীর বিজয়-উৎসবে আত্ম-সমর্পণ—না প্ররোচন, যা হবার হ'য়ে গেছে—আর না; তুমি যাও—আমার পরোয়ানা জানিয়ে সমস্ত ফৌজ দেশের দিকে কুচ করাও, আমি বন্দীগুলোর খালাস্ দিয়ে যাচ্ছি। [গমনোদ্যত]

সহসা সহদেব উপস্থিত হইল।

সহ-। যবনরাজ! আমায় মার্জ্জনা করুন।

কাল-। মার্জ্জনা! আপনাকে আমি মার্জ্জনা কর্ব কি, যুবরাজ? আমি যে আপনার অনুগৃহীত!

সহ-। মার্জ্জনা করুন, সেই আমিই আজ সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী।

কাল-। কেন—কেন যুবরাজ! এর মধ্যে এ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কেন?

সহ-। পিতার আদেশ। আমাদের যে সংঘর্ষ পিতার কাণে পৌছেছে। তিনি আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে আপনাকে শান্ত করবার জন্য আমায় আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন; এই দেখুন, তাঁর স্বহস্ত-লিখিত পত্র। [পত্র প্রদান] পিতার আদেশ—যবনরাজ পিতা। মার্জ্জনা করুন—আমি আপনার সম্মুখে নতজানু।

কাল-। প্ররোচন—

প্ররো-। হুজুর মালিক—হুজুরের মেহেরবানি। হ'য়ে যায়—হুজুর, কসুর হ'য়ে যায় বৈকি!

কাল-। যুবরাজ! মার্জ্জনা না ক'রে উপায় নাই; আমি মুগ্ধ হ'য়ে

গেছি : আমরা কঠোর, স্থিরপ্রতিজ্ঞ যবনজাতি, আমাদের রোষ নির্ব্বাণ-হীন পর্ব্বতবহ্নি ; তা হ'লেও আমরা গুণের আদর করি—গুণীর মর্য্যাদা রাখি। উঠুন, আপনি নতজানুর নন্—আপনার স্থান বক্ষে। আপনি একনিষ্ঠ পিতৃভক্ত। [তুলিয়া লইয়া আলিঙ্গন]

সহ-। পিতার আদেশ। পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা—

[কালযবন সহ প্রস্থান।

প্রবো-। কেয়াবৎ। খাসা ছেলে বাবা—খাসা ছেলে। তারিফ কর্‌তে হবে।

[অনুধাবন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নহুষ-রাজ্য

নহুষরাজকে বন্দী করিয়া যবন-সৈন্যগণ গাহিতেছিল।

যবন-সৈন্যগণ।—

গান

মিলেছে জবর শিকার হো—হো—হো নাচ্ আর হাস্।
পড়েছে লোহার খাঁচায় সিংহীর মামা ভোম্বলদাস্।
ও মামু কোথায় গেল জারি,
কোথায় তোমার গজ্‌রানি সে, কো'থায় ষাঁড়ের আড়ি,
কি হ'ল সে বজ্রথাবা,
রাখ্‌বে এখন কোন্ বাবা,
রক্তখেগো ভোঁড়্‌শেয়ালী খাব এবার তোমার মাস।

[নহুষরাজকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে পাগলিনী উপস্থিত হইল।

পাগলিনী ।—

গান

আমারেও তোরা সঙ্গে কর্ ।
ওরে ওরে যম-কিঙ্কর ।
লতায় মমতা কেন রে তোদের
কেটে চন্দন-মূল,
দেবতাই গেল, কি হবে রে জেলে
ধূপধূনা গুগ্‌গুল ;
প্রাণ ল'য়ে যাস্, মান কেবা চায় ?
শবের উলঙ্গে সরম কোথায় ?
যথায় কায়া, ছায়াও তথায়, উড়ে যাক্
ঝড়ে শূন্যঘর ।

[পশ্চাদ্ধাবনোদ্যোগ]

গীতকণ্ঠে পরিব্রাজিকাগণ উপস্থিত হইল।

পরিব্রাজিকাগণ ।—

গান

যাস্ না নহুষ-রাণী নিবারিতে প[illegible] ।
যাস্ না উষরভূমে ফেলিতে অ[illegible] ।
ফিরে আয়—ফিরে আয় অভাগিনী বোন রে,
ছেড়ে দে ও কাতরতা—ব্যাধের করুণা মাগা,
তপ্তপ্রাণের কথা শোন্ রে ;
আমরাও তোর মত ওই দশা ওই সব কিছু,
তাই নাই পাগলিনী, ছুটি নাই কারো পিছু,

করি নাই শুকহারা শারীর সে কলরব ;
আছি রে হৃদয় চেপে আগ্নেয়গিরি যত
ছাড়িব সময়ে শ্বাস, ধরা দেব রসাতল ।

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

ইলারাজ্য

গীতকণ্ঠে লুণ্ঠনকারিগণ

লুণ্ঠনকারিগণ ।—

গান

আমরা লুঠেরা দল ।
লোকের বুকের রক্ত শোষণ করি,
হাসি দেখে চোখের জল ।
আমাদের ধর্ম্মের আটক নাই,
আমরা ব্যবসাই হাত-সাফাই,
আমরা খোলা প্রাণে—দরাজ গলায়
অর্থদেবেই গাই ;
শ্যালীপতি ভাই আমাদের শকুনি সকল ।
আমরা গা-টী ঢেকে লুকিয়ে থাকি
আকাশের আড়ে,
যতই চড়ায় রই না কেন, নজর ভাগাড়ে,
পড়েছে কাৎলা চারে, চ' রে ওরে ছুটে চল্ ।

[দ্রুতপদে প্রস্থান ।

গীতকণ্ঠে পাগল উপস্থিত হইল।

পাগল।—

গান

লুটে নে—লুটে নে মোর জীবনের সঞ্চয়
আজ আমি শান্ত সুধীর।
শুষে নে অবাধে অঙ্গে আমার রুধির।
ভেঙে নে নীরব তরুশাখা সহ ফল-ফুল,
আঘাতের স্মৃতি স'য়ে রহিল জীবিত মূল,
তোল যত হাহাকার এ হৃদয়ে যে বাতুল,
শুনিব না শ্রুতিহীন আজ আমি বধির।
সব এর প্রতিশোধ যদি কভু পাই দিন,
উঠিবে সমাধি ভেঙে আজি যারা এ উদাসীন,
প্রলয় বিষাণ সেও এই স্বরে হবে লীন,
প্রলেপ দিব যে এই পাঁজর-বাহির।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মগধ—রাজসভা

বারণাদি বন্দী রাজাগণসহ কালযবন দণ্ডায়মান। শিশুপালসহ জরাসন্ধ উপস্থিত হইলেন।

জরা-। [কালযবন প্রতি] আমি তোমার বীরত্ব, সৌজন্য, প্রাণঢালা সহায়তায় আপ্যায়িত, মুগ্ধ, যবনরাজ! তুমি আমার জীবন-পথের প্রধান সহযাত্রী—মানব-জন্মের পরম বন্ধু।

কাল-। লজ্জিত কর্‌বেন না, সম্রাট্! আপনার আদেশ পালন—আপনার সন্তোষ-সাধন, বর্ত্তমান দুনিয়ায় ইষ্টপূজা, আত্মশ্লাঘা।

জরা-। বীরত্ব-মণ্ডিত হেত্ বর্ত্তমান জগৎ—আর আমি তার সে মহাব্রতের পুরোহিত। [আসন গ্রহণ করিয়া] এরাই কর দিতে অস্বীকার করেছে?

কাল-। এরাই। শুধু কর অস্বীকার নয়, সম্রাট্! সদম্ভ উক্তি—সম্রাটের পরাক্রম—পশুত্ব।

শিশু-। তোমাদের এ মতিভ্রম কেন? সসাগরা ধরণী নতশিরে যার অমিতপরাক্রমের প্রাতঃসন্ধ্যা পূজা কর্‌ছে, সে মহতী শক্তিতে পশুত্ব দোষারোপ ক'রে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তোমাদের উত্তেজিত কর্‌লে কে?

বারণ। ক্ষত্রিয়-গৌরব।

কাল-। সম্রাট্! সত্বর দুরাত্মার রসনাচ্ছেদের আদেশ হোক্; এ কাংস-বাদ্য শুনে-শুনে আমার কান ঝালাপালা হ'য়ে গেছে।

জরা-। তুমি হৈহয় কুলোদ্ভব বারণ, না? জরাসন্ধও মগধ কুলচূড়া—সিংহ, বুঝ্‌তে পেরেছ?

বারণ। কেন? বন্দী করেছ ব'লে? হত্যা কর্‌তে পার। মনেও ক'রো না, মগধ-কুলসিংহ, কাত্তবীর্য্য-বংশোদ্ভব বারণের সভক্তি নমস্কার নেবে—তাকে তোমার নরক-যাত্রার প্রভুভক্ত বাহন কর্‌বে।

শিশু-। স্তব্ধ হও, প্রলাপভাষী মুমূর্ষু!

বারণ। চুপ কর, স্বার্থান্বেষী স্তাবক!

কাল-। বেয়াদপ্—[অস্ত্র খুলিলেন]

জরা-। [ইঙ্গিতে বাধা দিয়া] বারণ! তোমার এ অস্বাভাবিক উগ্রতা নীরবে পরিপাক করা সম্রাট্-রুধির-বিরুদ্ধ; তবু আমি তোমার প্রতি ক্ষমাশীল। হিতোপদেশ দিচ্ছি—তুমি যে তেজস্বিতাটা দেখাচ্ছ, ওটা ঠিক তেজস্বিতা নয়—অজ্ঞতা। তোমরা বর্ত্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য করছ না কেন? জীবনটা কি এত তুচ্ছ? মৃত্যুই কি জগতে একমাত্র উচ্চতা? পরাক্রমের পূজা নাই? হোক্ না সে চণ্ড-পরাক্রম, রাহুরও স্তব আছে—জান? ভুল ক'রো না, কর স্বীকার কর—রাজ্যে যাও!

বারণ। রাখ তোমার হিতোপদেশ, রাজা! চণ্ড-পরাক্রমের পূজা—রাহুর স্তব, যে করে করুক; হৈহয়-কুলোদ্ভব বারণ সে পন্থী হবে না যে রাহুরও আরাধ্যদেবী ছিন্নমস্তার আরাধনা করে, সে কৃতাঞ্জলিপুটে বল্‌তে যাবে না—"সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং"। আমি কর দেব না।

জরা-। আচ্ছা—চাই না কর, তুমি যদি তাতেই সম্মান বোধ কর; একটা কথা, আমার প্রয়োজন মত তুমি সসৈন্যে আমার সাহায্য কর্‌তে রাজী আছ? আহ্বানমাত্রেই বিনা-বিচারে—মিত্রভাবে?

বারণ। তোমার কূটনীতিকে ধন্যবাদ দিই, মগধেশ্বর! তোমার প্রয়োজন মত সসৈন্যে সাহায্য কর্‌ব আমি আহ্বানমাত্রেই—বিনা বিচারে?

এ মিত্রতা না বাধ্যতা? তোমার প্রয়োজন হবে নন্দনের পারিজাত-মূল উৎপাটন ক'রে তার স্থলে কিংশুকের প্রতিষ্ঠা, আমি অমনি ছুটব কাঠুরিয়া কুঠার হস্তে আমার সমস্ত শক্তি-সমবেত ক'রে বিনা-বিচারে আহ্বান-মাত্রেই? তুমি করবে উগ্র রক্তের গাত্রজ্বালায় নরক রাজ্যের নিম্নতলে উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণ, আমায় ক'রে দিতে হবে স্বহস্তে তার দ্বার-উদ্ঘাটন? তোমার যা ইচ্ছা হবে—আমারও অমনি 'তথাস্তু'? বাঃ—এ আত্মঘাত হ'তে যে রাজকর ক'টা মুদ্রা দেওয়া লক্ষ্যগুণ সম্মানের।

জরা-। মিত্ররাজ্য—বারণ! মগধের মিত্ররাজ্য! এ সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।

বারণ। বড়ই দুর্ভাগ্য আমি, মগধেশ্বর! সৌভাগ্য সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এত সাধাসাধি করছে, আমি অন্যমনস্ক—ঊর্দ্ধনেত্র; আকাশ-লিপির রেখা দেখ্‌ছি—দুর্জ্জনের সখ্যতা হ'তে শত্রুতাই মঙ্গল।

জরা-। [স্তম্ভিত হইলেন]

শিশু-। পাগল হয়েছেন, সম্রাট্! নিয়তি যার টুঁটি চেপে ধরেছে, তার আর উদ্ধারের উপায় আছে?

কাল-। তার উদ্ধারকর্ত্তা কাল, তার তৃষ্ণার্ত্ত তরবারি।

জরা-। বারণ! তুমি বীর, তোমায় বাঁচিয়ে রাখ্‌বার আমার বড় ইচ্ছা; আমি এখনও চিন্তা করছিলাম, অন্য পন্থা আছে কি না। নাই। থাকে—এর পর আমি আরও ভেবে দেখ্‌ব। তুমি উপস্থিত এতেই সম্মত হও; বাঁচ—ম'লেই ত সব মিটে যাবে।

বারণ। সব মিটিয়েই ফেলা হ'ক্, রাজা! আর একটা ক্ষুদ্র নগণ্যের তুচ্ছ বিষয় ভেবে অমন উর্ব্বর, উচ্চ-মস্তক উত্তপ্ত করতে হবে না।

জরা-। উত্তম। [অন্যান্য রাজাদিগের প্রতি] এখন তোমরা কি বলতে চাও? করদ-রাজ্য হ'য়ে থাক্‌বে, না ঐ সুর?

সকলে। ঐ সুর।

জরা-। মিত্র-রাজ্য ?

সকলে। ঐ সুর। দুর্জ্জনের সখ্যতা হ'তে শক্রতাই মঙ্গল।

জরা-। চেদীশ্বর! সত্যই আমি পাগল হয়েছিলাম; তোমার অনুমান যথার্থ। আমি দুর্ব্বল, পরাজিত এইখানে, এই নিয়তির অব্যাহত হস্ত প্রসারণের কাছে। কাল! তোমার সিদ্ধান্ত বেদান্তের সিদ্ধান্ত; এদের উদ্ধারকর্ত্তা তুমি—তোমার তৃষ্ণার্ত্ত তরবারি। হত্যা কর এইখানেই আমার সমক্ষে, একে একে মহিষ, মেষ, ছাগ, ইক্ষু, কুষ্মাণ্ড, কদলী-বলির মত। রাজ-কর দিলে না, মিত্রতা পেলুম না; আমি ওদের খর্পর চর্ব্বণ করতে চাই। প্রথমেই বারণ—

চণ্ডকৌশিক উপস্থিত হইলেন।

চণ্ড-। ব্রাহ্মণ।

জরা-। [উঠিয়া প্রণামান্তর] প্রণাম! কি উদ্দেশ্যে আগমন ?

চণ্ড-। আমায় রক্ষা কর—অব্যাহতি দাও।

জরা-। কিসে ?

চণ্ড-। অনুতাপে।

জরা-। অনুতাপে রক্ষা করব আপনাকে—আমি ?

চণ্ড-। তুমি তোমার জন্ম-বিবরণ জান ?

জরা-। শুনেছি।

চণ্ড-। বল দেখি।

জরা-। মহারাজ বৃহদ্রথ আমার পিতা। অপুত্রক হেতু আমার জননীদের নিয়ে তিনি বনবাসী হ'য়ে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন্; তাতেও পুত্রলাভের কোন সম্ভাবনা না দেখে আত্মঘাতী হবার উপক্রম করছিলেন; এমন সময়ে এক দয়ার্দ্র অন্তর্য্যামী ঋষি অকস্মাৎ আবির্ভূত হ'য়ে আমার

পিতার হাতে একটী আম্রফল প্রদান করেন ; সেই ফল আমার জননীরা ভক্ষণ করায় সেই শক্তিতে আমার জন্ম।

চণ্ড·। সেই ঋষিই আমি, নাম চণ্ডকৌশিক। রক্ষা কর, রাজা! অব্যাহতি দাও, আমায় অনুতাপ হ'তে—ভুবনভরা দুর্নাম হ'তে। আমার সেই তপস্যালব্ধ অমৃত-ফলজাত তুমি যদি এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের বীভৎস রক্তস্রোতে জন্মটাকে ভাসিয়ে দাও, ব্রহ্মশক্তির শান্তসৃষ্ট তুমি আজ যদি জগৎজুড়ে অশান্তির আগুন—হাহাকারের উচ্চরোল—অশ্রুর বন্যা ছুটিয়ে দাও, কে না বল্‌বে—তোমার জন্মবীজ ঋষি চণ্ডকৌশিকের সেটা আম্রফল না বিষফল? সে মহারাজ বৃহদ্রথকে পুন্নাম নরক হ'তে পরিত্রাণ করেছে, না তার নূতন নরক-সৃষ্টির খনক এনে দিয়েছে? রক্ষা কর, রাজা! ব্রহ্মশক্তি দিয়েছি, শক্তির সদ্ব্যবহার কর; শক্তিকে পরাক্রমে রূপান্তরিত ক'রে প্রেতের নর্ত্তন দেখিয়ো না। জগৎ ব্রাহ্মণে বিশ্বাস হারাবে, ব্রাহ্মণের করুণায় আর কেউ হাত পাত্‌তে আস্‌বে না, আমার অনুতাপ রাখ্‌বার জায়গা থাক্‌বে না; আমায় রক্ষা কর।

জরা·। মার্জ্জনা কর্‌বেন, ঋষি! এ অনুতাপের পরিত্রাণ আমার হাতে নাই। আপনি গোড়ায় ভুল করেছেন, তপস্বী দেখে করুণা করা উচিত ছিল আপনার। রাজার হাতে ফল দিয়েছিলেন রাণীর গর্ভধারণে; ভাবেন নাই তখন কি—সে শক্তিজাত শিশু রাজত্ব কর্‌বে?

চণ্ড·। খুব ভেবেছিলাম; রাজত্ব করাটা বড় যা-তা কর্ম্ম নয়, জরাসন্ধ! ঈশ্বরের অবতারত্ব। আমি সেই ভেবেই মগধ-রাজ্য রক্ষা করতে গিয়েছিলাম, এরূপ রাজত্বের চিন্তা আমার কল্পনাতেও আসে নাই।

জরা·। কিরূপ রাজত্ব দেখ্‌লেন আমার? কি ক্রটী আমার রাজত্বে? এখানে প্রজা-পীড়ন আছে? দুর্ভিক্ষ আছে? ব্রাহ্মণ প্রণাম পান না? নারীর অসম্মান হয়েছে কোথাও? সাধু সহানুভূতিতে বঞ্চিত?

চণ্ড-। তবে এ সব কি—রাজত্বে?

জরা-। দুষ্টের দণ্ড—এও ঐ রাজত্বেরই অঙ্গ।

চণ্ড-। অঙ্গ; কিন্তু কি দুষ্টতা করেছে এরা তোমার শান্ত রাজত্বের উপর, যার দণ্ড এই আদর্শনীয় বন্ধন—এই অশ্রাব্য হত্যার আদেশ?

জরা-। রাজনীতি বুঝ্‌বেন কি, ঋষি!

চণ্ড-। খুব বুঝ্‌ব। তোমার রাজনীতি-শাস্ত্রও ত এই ঋষিদেরই প্রণীত; ঋষিরাই রাজার স্রষ্টা।

শিশু-। এরা সম্রাটের শাসন অগ্রাহ্য করেছে—রাজ-কর দিতে অস্বীকৃত।

কাল-। তার ওপর দোস্তির জন্য সম্রাট নিজে হাতে ধরেছেন বল্‌লেই হয়; তাতেও বেতমিজ্‌রা নারাজ।

চণ্ড-। অর্থাৎ এরা এদের আত্মমর্য্যাদা নিষ্কলঙ্ক রাখ্‌তে চায়, কেমন? রাজা! ছেড়ে দাও এদের। তুমি যে জন্ম নিয়ে জগতে নেমেছ, এরাও ত সেই মানুষ? যে অধিকার সর্ব্বস্ব পণে অক্ষুণ্ণ রাখা একান্ত দরকার তোমার; আশা হয় না কি, রাজা, এদেরও সেই জীবজগৎ-বাঞ্ছিত আত্ম-গৌরব রক্ষার? এদের ছেড়ে দাও।

জরা-। নাও ঋষি আমার জীবন। জন্ম দিয়েছ—ফিরিয়ে নাও; তুমিও অনুতাপে অব্যাহতি পাও, আমিও আশা-ভঙ্গের লজ্জা হ'তে লুকিয়ে পড়ি। জীবন থাকৃতে আমি এদের ছেড়ে দিতে পার্‌ব না, ঋষি! যে জন্ম নিয়ে জগতে অবতীর্ণ হয়েছি আমি, সবাই তাই? তা কি হয়, ঋষি? সিংহ যে শক্তি—যে অধিকার নিয়ে সংসারে আসে, অন্য কারও সে আশা সম্ভব? একই ত শ্বাপদ-জন্ম। এক আকাশে অবস্থিতি হ'লেও সূর্য্য ছাড়া জ্যোতির্ম্ময় আর কেউ নাই; তারই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ চন্দ্র-তারকা। আমি এদের ছাড়্‌ব না, ঋষি! ব্রহ্মশক্তি-সমন্বিত রাজ-জন্ম

পেয়েছি ; হয় আমার জীবন নাও—নয় আমায় ক'রে যেতে দাও আমার মগধকে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। সমগ্র জগৎ হবে তার প্রভায় দীপ্তিমান্—তার করুণাপ্রার্থী ; তাতে তোমারই গৌরব, তোমারই শক্তিতে আমার জন্ম। কি চাও? কীর্ত্তি না জীবন?

চণ্ড-। জীবনই চাই তা হ'লে—হতভাগ্য, এ কলঙ্কিত কুকীর্ত্তি হ'তে।

জরা-। [জানু পাতিয়া] নাও—কি ভাবে চাও?

চণ্ড-। দেবে?

জরা-। যতই অসাধ্য হ'ক্।

চণ্ড-। ইষ্ট স্মরণ কর তবে, দুরাত্মন্! [শূল উত্তোলন]

সহসা সহদেব আসিয়া পড়িলেন।

সহ। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ—[অসি নিষ্কাষণ]

জরা-। [বাধা দিয়া] পুত্র—

সহ। পিতা! ইনিই মহাত্মা চণ্ডকৌশিক?

জরা-। ইনিই সেই মহাপুরুষ, বৎস! আমার জন্মের সুপ্রসন্ন গ্রহ-দেবতা। প্রণাম কর।

চণ্ড-। স্তব্ধ হও, বিষকুম্ভপয়োমুখ! আমি তোমার বংশের প্রণাম নিতে পারি না আর।

জরা-। কেন, ভগবন্?

চণ্ড-। আশীর্ব্বাদ করব কি? একে ত মগধ-বংশ রক্ষা ক'রে অনুতপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত ছুটছি, তার ওপর আশীর্ব্বাদের ব্যর্থতায় আমায় অব্রাহ্মণ উপহাসাস্পদ ক'রো না।

সহ-। নির্ভয়, দ্বিজ! আর তোমায় আশীর্ব্বাদের সমস্যায় পড়তে হবে না। আমিও তোমায় প্রণাম করতে পারি না আর। তুমি মহারাজ

জরাসন্ধের জীবন নিয়ে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করতে এসেছ, না দত্তবস্তু পুনরপহরণ ক'রে জগতের ব্রাহ্মণ-মস্তিষ্ক স্বার্থচিন্তায় কলুষিত করতে এসেছ ?

চণ্ড-। সহদেব! বালক! সে জীবন আমি চাই নাই জরাসন্ধের। ঋষি হ'লেও বুকে আমার সেই মানুষেরই তরল লালরক্ত ত? জরাসন্ধ আমার কিরূপ জান? ঠিক তুমি তার যেরূপ, তার এতটুকুও কম নয়। আমার জীবন চাওয়ার অর্থ—তার এ কদর্য্য জীবন-গতির পরিবর্ত্তন। তুমিই ক'রে দাও, পার তুমি।

সহ। পারলেও পারব না, ঋষি! পিতৃ উদ্দেশ্যের প্রতিবাদ করে—পিতার গতি-পথে কণ্টক দিয়ে প্রকারান্তরে পিতৃঘাতী হ'তে পারব না। হোক্ না সে অসৎ উদ্দেশ্য? আমার মন্ত্র 'পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ'—

চণ্ড-। শুনছ—শুনছ, জরাসন্ধ? জীবিত আছ? মৃত্যু হয় নি তোমার? এই সহদেব তোমার যে, তুমিও আমার তাই; মহারাজ বৃহদ্রথ তোমার উপলক্ষ পিতা, তোমার প্রকৃত জন্মদাতা আমিই। পুত্র হও—পুত্রের দৃষ্টান্ত নাও; মন্ত্র বল, ঐ মন্ত্র—'পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ'।

জরা-। যাও ঋষি, আমি তোমার পুত্র নই, আমি মহারাজ বৃহদ্রথের আত্মজ। ঋষি! পুত্রের কর্ত্তব্য—পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ, পিতৃবাক্য অবিচারে অবনতশিরে পালন; পিতাদেরও কি একটা কর্ত্তব্য নাই পুত্রের প্রতি?

চণ্ড-। সেই কর্ত্তব্য বোধেই ত আমি ছুটে আসছি, পাগল, তপস্যা ফেলে—তোমায় রক্ষা করতে ভবিষ্যতের বিষদন্ত হ'তে।

জরা-। তুমি আমার পিতা নও; আমায় ভবিষ্যতের বিষদন্ত হ'তে রক্ষা? এই হীন, দুর্ব্বল, ভয় দেখানো কর্ত্তব্য নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছ মগধেশ্বর জরাসন্ধের পিতা হ'তে? মানি না আমি ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতের বিষদন্তের বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ত পতন? সে উত্থানের বন্ধু। পতনকে

বুকে জড়িয়ে নিয়ে মহান্ মহীরুহ আকাশ স্পর্শ করতে মাথা তুলে ওঠে, তৃণ মাটী ধ'রে প'ড়ে থাকে ; তার পতনও নাই—উত্থানও নাই, প্রতি মুহূর্ত্ত পদদলিত—পশুর ভক্ষ্য। সে বিচিত্রতাবিহীন পঙ্গুজীবন আমি ধরি না। জরাসন্ধ সে ধাতুর নয়। কাল! হত্যা কর।

চণ্ড-। জরাসন্ধ—

জরা-। যাও ঋষি! তোমার পিতৃত্ব দেখাবার ক্ষেত্র এ নয়। হত্যা কর, কাল!

চণ্ড-। তোমার নিয়তি অনতিদূরে।

জরা-। তোমার পিতৃত্বের পরিচয় নেব সেইখানে? সেই নিয়তির উদ্যত ত্রিশূলাগ্রে—ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে। কাল—

কাল-। তোমার ক্ষত্রিয়-গৌরব সোণালী স্বপ্নের এইখানেই ইতি, বারণ—[অস্ত্রাঘাতোদ্যত]

প্রাপ্তিসহ অস্তি চামুণ্ডা-মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইল।

অস্তি। [দূর হইতে] কে আছ—কে আছ—মগধের গৃহদ্বারে সজীব—জাগ্রত?

জরা-। কে—কে? কোথায় দেখেছি ব'লে বোধ হ'চ্ছে যে? কে তোমরা?

অস্তি। আমরা নাগিনী—বিষদাঁত-ভাঙা, মণি হারিয়ে নিস্তেজ ফণা ; চিনতে পারছ না? বাবা! আমরা তোমার অস্তি-প্রাপ্তি।

জরা-। মিথ্যাকথা! আমার আদরের অস্তি-প্রাপ্তির এ বেশ?

অস্তি। বাবা, আমরা বিধবা।

জরা-। [উদ্দেশে] কংস! কংস! হা পুত্রাধিক! [শোকাচ্ছন্ন]

অস্তি। স্থির হও, বাবা! আমরা তোমার বিলাপ শুনতে আসি নি—রোদনরোলের সান্ত্বনায় রোদন সহানুভূতি পেতে আসি নি ;

আমাদের এ গাত্রদাহ অশ্রু-নিষেকের নয়, প্রতিশোধ—প্রতিশোধ, স্বামিহত্যার প্রতিশোধ।

জরা-। স্বামিহন্তা! কি বল্‌ছিস্, অস্তি? জরাসন্ধ-জামাতা কংসের হন্তা?

অস্তি। রাম-কৃষ্ণ। বৃন্দাবনের গোপাল আমাদের স্বামিহন্তা, আমাদের হৃৎপিণ্ড মথুরার রাজা।

জরা-। [ক্রোধে দন্তে দন্ত চাপিয়া নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাঁপিতেছিলেন]

চণ্ড-। মেঘ উঠেছে, জরাসন্ধ!

জরা-। [বজ্র-গর্জ্জনে] ওরে, কে আছিস্? আমার গদা; আমি এইখান হ'তেই ছুড়ে মথুরা চুরমার কর্‌ব—বৃন্দাবনের গোপবংশ যমালয়ে পাঠাব।

চণ্ড-। তরী বাঁধ, নাবিক!

জরা। ঋষি! পিতা হবে? আমায় একটা মন্ত্র শিক্ষা দাও, আমার এ গদা-নিক্ষেপ আগে গিয়ে মথুরায় প'ড়ে, চোখের পলকে রাম কৃষ্ণের মুণ্ড দুটো উড়িয়ে এনে আমার অস্তি-প্রাপ্তির আঁচলে বেঁধে দিতে পারে।

চণ্ড-। [হতাশভাবে] নিয়তি কেন বাধ্যতে।

জরা-। [মস্তকে করাঘাত করিয়া] ওরে—আমি কী করেছি! শক্তি-প্রচারে সমগ্র জগৎ পদদলিত ক'রে চলেছি, আমার নিজ বক্ষোরক্ত-পাত আমি দেখি নাই! কী অন্ধ আমি! জলের পিপাসায় আমি সরোবর তীরে, আমার সুধাভাণ্ড অপহৃত মন্দির অভ্যন্তরে! কী ভ্রান্ত, ঘোর প্রতারিত আমি! [বন্দিগণের প্রতি] দেখ, তোমরা মুক্ত; তোমাদের আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা আমার সঙ্গে চল—এই মথুরা-ধ্বংসে।

বারণ। আবার সেই কথা?

জরা-। শুদ্ধ এই মথুরা ধ্বংসে। আর আমি জীবনে তোমাদের ডাক্‌ব না, বরং প্রতিশ্রুত রইলাম, তোমাদের প্রয়োজনে আমি স্বয়ং সেনাপতি হ'য়ে সৈন্য চালনা কর্‌ব—বিনা-বিচারে—আহ্বানমাত্রেই।

[রাজাগণ নীরব রহিলেন।]

নীরব যে? ভাব্‌ছ কি? শুদ্ধ সঙ্গে চল, অস্ত্রও ধর্‌তে হবে না। মুহূর্তে মথুরা-ধ্বংসের শক্তি জরাসন্ধের বাহুতে যথেষ্ট আছে; সেজন্য ডাকি নি, তোমাদের সঙ্গে চাই—মাত্র দেখ্‌তে চাই তোমরা আমার সমব্যথী।

বারণ। আমরা তোমার সমব্যথী, মগধেশ্বর! সঙ্গে যাব কি তোমার মথুরা-ধ্বংসে? তাতে সমব্যথা দেখান হবে না—শত্রুতা করা হবে। তোমাকেও আমরা নিষেধ করি, আমাদের যা করেছ—করেছ; আর মথুরা মুখে যেয়ো না—রাম-কৃষ্ণকে সামান্য দেখো না—এই আমাদের সমবেদনা।

জরা-। যবনরাজ! উপস্থিত এদের হত্যা করা হবে না। এরা রাম-কৃষ্ণ দেখেছে, এখনও জরাসন্ধ দেখে নাই; এদের সে ভ্রান্তি আমি এবার ভেঙে দেব। এদের কারারুদ্ধ কর। তাতেও যদি চৈতন্য না হয়—মিত্রতা অগ্রাহ্য করে, আমার রুদ্র-পূজায় এদের বলি দেব। কাল—

[কালযবন অভিবাদন করিলেন]

আর এ কারাগৃহের রক্ষী তুমি স্বয়ং—তোমার সমগ্র যবনসৈন্যসহ।

কাল-। এস বারণ! তোমার ক্ষত্রিয়-গৌরবের মন্দির দেখ্‌বে।

বারণ। জরাসন্ধ! এখনও আমরা তোমার সমব্যথী। মথুরা মুখে যেয়ো না, রাম-কৃষ্ণে সামান্য দেখো না। [রাজাগণ প্রতি] ভাইসব! কারাবরণ—কোন ভয় নাই, কোন দুঃখ নাই, শির তোল—সদম্ভে চল—সমস্বরে বল, জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ।

সকলে। জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ।

জরা- বাজুক তবে আমার রুদ্র-পূজার বোধন-বাদ্য, সর্ব্ব উল্লাস—সর্ব্ব আর্ত্তধ্বনি ডুবিয়ে দিয়ে। চেদীশ্বর!

শিশু। মথুরা আক্রমণ—কংসারি কৃষ্ণের নিধন।

জরা-। এস চেদীশ্বর! তোমায় আমি মাথায় ক'রে নিয়ে যাব—তোমায় আমি মথুরা দেব, মগধ চাও—তাও; যুদ্ধ কর—না কর, মথুরা-আক্রমণ—রাম-কৃষ্ণের নিধন, এ বিধি দেয় যে স্মৃতি, আমি তার ক্রীতদাস—আমি সে বিদ্যালয়ের বিনীত ছাত্র।

[শিশুপালসহ দ্রুত প্রস্থান।

প্রাপ্তি। দিদি! দিদি! করলে কি? মথুরা ভাসিয়ে দিয়ে এসে মগধেও আগুন জ্বাল্‌লে?

অস্তি। বড় কাঁপুনি ধরেছে—বোন্‌, বড় কাঁপুনি ধরেছে মথুরা ভাসিয়ে; একটা আগুনের তাত্‌ ভিন্ন আমি থাক্‌তে পার্‌ব না।

[প্রাপ্তির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থান।

সহ-। ঋষি! আমি তোমায় প্রণাম করি—সর্ব্বান্তঃকরণে; আশীর্ব্বাদ চাই না—অনুগ্রহ কর, আমার পিতার পিতা হও সকল অপরাধ মেখে নিয়ে—স্নেহে অন্ধ হ'য়ে। [প্রণাম]

চণ্ড-। জগৎ, তুমি আমায় উপেক্ষা ক'রো না। আমার সে আম্রফল বিফল হয় নাই; মহাত্মা ঋচীকের চরু-বিপর্য্যয়ের ক্ষত্রিয়-পুত্র জমদগ্নিতে প্রকাশ না হ'য়ে, পৌত্র পরশুরামে নেমে গিয়েছিল; আমারও সে আম্র-ফলের সুস্বাদ অংশ জরাসন্ধে না পাও, এই সহদেবে পাবে। [সহদেবের মস্তক চুম্বন]

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মথুরা—রাজসভা

যাদবগণ ও সাত্যকী।

সাত্যকী। মগধের ব্যবহার হের, যদুগণ!
আক্রমণ করেছে মোদের
অসংখ্য দানব ল'য়ে
চক্রাকারে বেষ্টিয়া মথুরা
পশুবৎ করিতে সংহার।
দেখ, যদুগণ, মগধের ব্যবহার!

যদুগণ।—

গান।

জাগ রে—জাগ রে, নিদ্রিত যদুগণ।
আর ঘুম সাজে না ত, আঁধার যা গত তা ত,
ওঠ রণ-মদে মাত, ওরে ভীম-প্রহরণ।

সাত্যকী। অপরাধ—শ্রীকৃষ্ণের 'কংসবধ'।
সে পশু যে ক্ষুদ্র এক শিশুর নিধনে
করিল চক্রান্ত কত—
পাঠালে পুতনা, পাঠালে প্রলম্ব, বক,

অসংখ্য মায়াবী দৈত্য।
আরম্ভিয়া প্রতারণাময়
ধনুর্যজ্ঞ অবশেষে,
নিয়োজিল চানুর, মুষ্টিক
দুই ষণ্ড মল্লে রামকৃষ্ণ-বধে ;
সেগুলো তামাসা যেন—
ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয় ?
হয়েছে যে তার নাশ,
নাই আমাদের
অপরাধের অবধি আর,
তার দণ্ড এই—
বেড়াপাকে যাদব-শিকার।

যদুগণ।— [পূর্ব্বগীতাংশ]

আর সে ধৈর্য্য নাই, মুখ বুজে যাব স'য়ে,
দানবের হুঙ্কার দেবকুলজাত হ'য়ে,
বেজে গেছে দুন্দুভি স্বর্গের সুর-ল'য়ে,
জ্বলেছে ঝঞ্ঝাবাতে ভস্মাবৃত হুতাশন।

সাত্যকী। যদুগণ! মরণ নিকট আমাদের।
মিনতি আমার—
যদি কারো থাকে প্রাণের মমতা,
এখন' সময় আছে—পথ আছে—
পলাও মথুরা ছেড়ে ;
কিংবা ইচ্ছা হয়—
উপস্থিত হ'য়ে জরাসন্ধ পাশে,

গললগ্নীকৃতবাসে
ক্ষমা চাও কৃতাপরাধের।
কোন দুঃখ নাই,
আমি শুদ্ধ চাই—
অত্যাচারে ধৈর্য্যহারা
আত্ম-বিসর্জ্জনে উন্মত্ত তাদের—
হোক্ না সে মুষ্টিমেয়।

যদুগণ।— [পূর্ব্বগীতাংশ]

সকল আত্মা আজি একযোগে দীপ্ত,
সবাই অত্যাচারে জ্ঞানহীন ক্ষিপ্ত,
অশ্রু-কলঙ্কিত সব আঁখি সিক্ত,
সবাই করেছে স্থির এ জীবন অকারণ।

বলরাম উপস্থিত হইলেন।

বল-। গাও—গাও—গাও, রে যাদব-বংশ!
বজ্রকণ্ঠে, রুদ্রতালে, উল্কা-রাগিণীতে
অগ্নিময় বিরতি-বিহীন গীত,
বাজাবে প্রলয়-শিঙ্গা বলভদ্ররাম।
মিলিত সে মহাসুর তাড়িত-প্রবাহে
পৃথিবীর দিক্ হ'তে দিগন্ত পর্য্যন্ত,
ছুটিবে অরোধ্য গতি অনন্ত-মূর্ত্তিতে।
ভেঙে দেবে মোহ-নিদ্রা সুপ্ত বিলাসীর।
অত্যাচার-জর্জ্জরিত নীরব দুর্ব্বলে,
অশ্রুসিন্ধু হ'তে তুলে শক্তিমন্ত্র-উপাসক
বাঁধাইবে এলায়িত কটি,

কাঁপাইবে— খসাইবে—চূর্ণিবে নিমেষে
মদোন্মত্ত অভ্রভেদী পাপের মুকুট।
গাও, রে যাদবগণ !
গাও সেই মহান্ সঙ্গীত ;
বাজুক্ রামের শিঙ্গা ভৈরব-ত্রিতালে।

যদুগণ :— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

রাগিণী প্রতিহিংসা, তাল এক ধ্বংস,
রুদ্রকণ্ঠে গীত গাও যদুবংশ,
এ জন্মের অভিনয় শুধু এই অংশ,
জরাসন্ধ-সনে মহারণ আমরণ।

বল- । সাত্যকী ! সাত্যকী !
এত কি দুর্ব্বল মোরা ?
এতই কি হেয় কাপুরুষ ?
পশুপ্রায় করিতে সংহার,
বেড়াজালে বেষ্টিয়া মথুরা
নৃত্য করে যত নৃশংস ব্যাধের দল।
ভাবিয়াছে বুঝি তারা,
এখনও আছি মোরা
চূড়া-ধড়া-পরিহিত
সতত পাঁচনি-পাণি
সেই বৃন্দাবনের গোপাল।
আছে সে যাদব যত
সুপ্ত, গুপ্ত, আত্মহত,
চোরের মতন চির-তমসায়।

জানে না সে অন্ধ মূঢ়গণ,
ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি-শিখা,
গোপ-গৃহ হ'তে
রাম-কৃষ্ণ হয়েছে প্রকাশ ;
মিলেছে যাদব-বংশে ।
বারুদের স্তূপে ঢুকেছে কঙ্কর,
সংঘাতে পৃথিবী জুড়ে আগুন ছড়াবে ।
আলিঙ্গন করি সবে এস, বন্ধুগণ !
আমাদের এ মহা-মিলন
আনুক্ ব্যথিত বিশ্বে
নব যুগ—নবীন জীবন ।

[একে একে সকলকে আলিঙ্গন]

শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন ।

শ্রীকৃষ্ণ । কিসের এ গাঢ় আলিঙ্গন, দাদা ?
বিজয়ার ?

বল- । বোধনের ।

শ্রীকৃষ্ণ । পারিবে—পারিবে, দেব ?
এই মহা বিপ্লবের মাঝে
নৃশংস পাষণ্ডদলে দলি'
পারিবে আনিতে, দেব, ষষ্ঠীর বোধন ?
বিসর্জ্জিত শান্তিঘট
সপ্ততল হ'তে উদ্ধারিয়া
পারিবে কি প্রতিষ্ঠিতে, প্রভু,
ভারতের দ্বারে পুনঃ ?

পারিবে না—পারিবে না—বৃথা আশা।
দেখ দেব,
পিতৃস্বসাসুত শিশুপাল আদি—
আত্মীয় যতেক,
আমাদেরি বধ হেতু
জরাসন্ধ-সহযাত্রী তারা ;
পারা যায় ?
[অভিমানভরে]
প্রয়োজন নাই,
চল—দেব, ফিরে যাই পুনঃ বৃন্দাবনে ;
যশোমতী, রোহিণীর অঞ্চলাগ্র ধ'রে
হ'য়ে থাকি দোঁহে সেই কানাই-বলাই।
এ হ'তে সে পরম সুখের।

বল-। কিসের এ অভিমান, কৃষ্ণ ?
শিশুপাল-আদি
আমাদেরি আত্মীয় যতেক,
আসিয়াছে আমাদেরি বধে—তাই ?
আসিবে না ?
আত্মীয়ের দত্তপূজা হ'তে
অপরের অনুগ্রহ উচ্ছিষ্ট প্রসাদ
পরম তৃপ্তির ;
প্রকৃতির রীতি এ যে !
তাদের বিষয় তুমি ভাবিয়ো না, ভাই !
সে ভার আমার ;

বশীভূত করিবে তাসবে বলরাম
আত্মীয়তা ছেড়ে
এই বজ্র-মুষ্ট্যাঘাতে।

শ্রীকৃষ্ণ। চিন্তিত—চিন্তিত আমি
সেই হেতু, দেব!
হ'য়ে আছি প্রতিশ্রুত
পিতৃস্বসা-পাশে,
শত অপরাধ ক্ষমিব শিশুর;
কিন্তু ওই অগ্নিময় কোপনেত্র তব,
বিশ্বধ্বংসী দৃঢ়মুষ্টি ওহ
রাখিবে না কোন স্মৃতি—
মানিবে না কোন বাধা।
কাজ নাই, দাদা!
যাব আমি ব্রজধাম;
কাঁদে যশোমতী শূন্যকোলে—
নন্দ অন্ধ শোকে
কি হেতু—কিসের লাগি?
কেন হই এ হেন নিষ্ঠুর?
নহি আমি যদুবংশজাত;
তারাই আমার জনক-জননী।
যদুগণ! অপরাধ ক'রো না গ্রহণ;
নেয় নি জনম কেহ
কৃষ্ণ ব'লে তোমাদের কুলে।
যদি বা জন্মিয়া থাকে—জেনো,

কংস তারে করিয়াছে বধ।
আশিস্ শ্রদ্ধেয়গণে,
প্রণম্যেরে প্রণাম। বিদায়—

[প্রস্থানোদ্যত]

গীতকণ্ঠে পাগলিনী উপস্থিত হইল।

পাগলিনী।—

গান

কে কোথায়—ওগো, কে কোথায় ?
আমার সাধের তরী ডুবে যায় দরিয়ায়।
আছ কি এ যুগে কেহ অগস্ত্য,
পরিচয় দাও—বাড়াও হস্ত,
গণ্ডূষ কর মত্ত তুফানে, কৃপা কর কাতরায়।
নীরব নিঝুম নিখিল বিশ্ব,
কেউ নাই—ওরে, সবাই নিঃস্ব,
ব্যস্ত সবাই লইয়া স্ব স্ব, বৃথা আশা হায় হায়।

[বেগে প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। পাগলিনি—পাগলিনি—

বল-। কারে পাগলিনী কহ, কৃষ্ণ ?
পাগল হয়েছ তুমি নিজে।
তোমার প্রলাপ-উক্তি, অবসান দেখে,
এসেছিল প্রাণের জ্বালায়
মূর্ত্তিমতী দুঃখের কাহিনী এক
বর্ত্তমান্ জগতের অবস্থা বর্ণিতে।
নহে পাগলিনী ;

জরাসন্ধ-অত্যাচারে—
স্পষ্ট বোঝা গেল,
স্বামীহারা, রাজ্যহারা, ধৈর্য্যহারা-বালা
উন্মাদিনী আলুথালু ছোটে যথা তথা ;
অসংযত বিশৃঙ্খলভাবে,
ডাকে যারে তারে,
"রক্ষা কর, কে কোথায়—
ওগো, কে কোথায় ?"
রক্ষা কর—কৃষ্ণ,
আর দেখা নাহি যায়।
জানি না রে হায়—
হয়েছে ভারতবর্ষে এরূপে পাগল কত !

গীতকণ্ঠে পাগলের প্রবেশ।

পাগল।—

গান

সংখ্যাতীত সংখ্যাতীত পাগলে ভরেছে দেশ।
সংজ্ঞাবিহীনা সারাটী ধরণী, নাহিক জ্ঞানের লেশ।
কত যে প্রহার হতেছে তাহার স্পন্দবিহীন বুকে,
কত নির্দ্দয় ভীম-পদাঘাত কর কত কোন্ মুখে,
ফুরায়েছে তার ভাষা—
ফুরায়েছে তার আশা,
আছে শুধু ম্লান-অধরপ্রান্তে সভয়ে শুষ্ক হাসা ;
ওগো, করুণ দৃশ্য ফুটেছে খাসা, বিধিরে বাহবা বেশ।

[উদ্‌ভ্রান্তবৎ প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। [উদাসভাবে শূন্যদৃষ্টিতে ভাবিতেছিলেন]

বল-। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কি ভাব উদাস?
বৃন্দাবন যাবে?

শ্রীকৃষ্ণ। [আবেশভরে]
নাহি—নাহি—নাহি—রে, সামর্থ্য কারো
স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে।
তরঙ্গসঙ্কুলা নদী,
তরঙ্গের পর তরঙ্গ আঘাত ;
মানবের ক্ষুদ্র শক্তি, চেষ্টা জন্মব্যাপী
ব্যর্থ, পণ্ড তার প্রতিকূলে।
নাই কর্ম্ম—নাই কর্ত্তা,
নাই— ওরে, আমিত্ব হেথায়।
স্রোত—স্রোত—
স্রোতে টেনে এনেছে আমায়
বৃন্দাবন হ'তে মথুরায় ;
স্রোত ল'য়ে যায় জরাসন্ধ-রণে ;
জানি না এ স্রোত
কতদূরে—কোথায় মিশাবে!
যেতে হবে, স্রোতের তৃণ রে আমি
যদুগণ! যুদ্ধ!
সাত্যকী! সেনানী তুমি এ সংগ্রামে।
দাদা! বিমুখিব জরাসন্ধে সুনিশ্চয় ;
একটী অভাব আমাদের
অক্ষয়-অস্ত্রের।

সমবেত প্রায় পৃথিবীর রাজন্য সমগ্র,
এ যুদ্ধ সুদীর্ঘ ;
উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব আমাদের।

গীতকণ্ঠে অস্ত্রাদিসহ দৈব আবির্ভূত হইল।

দৈব—

গান

আকাশ যোগাবে যা লাগে অস্ত্র শেল শূল করবাল।
ধরার জ্বালায় জ্বলেছে সেথায় বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশাল।
বৃত্রাসুরের অত্যাচারে বজ্র যেথায় বিনির্ম্মিত,
এ সব তথাকার প্রেরিত ;
অস্ত্রের অভাব বিস্মর,
দম্ভে ধরার ভার হর,
ধর ধর শ্রীকৃষ্ণ কৌমদকী গদা; চক্র নাম সুদর্শন,
সম্বর্ত্তক হ'ল, সৌনন্দ মুষল, ধর দেব সঙ্কর্ষণ ;
নাহিক এদের কোথাও পতন, অজেয় চিরকাল।

[কৃষ্ণ-বলরামকে অস্ত্র দিয়া অন্তর্দ্ধান।

শ্রীকৃষ্ণ। বহ রে উদ্দাম-স্রোত অনিবার্য্য গতি,
ঝঞ্ঝা-আলোড়িত দানবী-উচ্ছ্বাসে ;
ভাসিলাম আমি তোর তরঙ্গ-দোলায়।
জ্বল্ রে প্রলয়ানল দাউ—দাউ—দাউ—
সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসী-ক্ষুধায় ;
নামিলাম ভূভার-হরণে।
একাদশ স্থানে তুমি এস, বৃহস্পতি !
প্রবুদ্ধ—জাগ্রত হও, সুষুম্না আমার!

সর্ব্বদোষহরা পুণ্যা !
আবির্ভূতা হও মম মঙ্গল-যাত্রায় !
মুছাইব অনাথের অশ্রুনীর,
ঘুচাইব দর্পীর প্রভুত্ব ;
করিব জগতে সাম্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।
এস, দাদা ! এস, রে সাত্যকী ! এস, যদুগণ !

[প্রস্থান।

বল-। জরাসন্ধ ! সম্বন্ধ ফুরাল' তোর
জগতের সনে এইবার।
করেছিস্ বক্ষে তার যে তাণ্ডব-নর্ত্তন—
মিলাবার নয়, থরে থরে স্মৃতিসূত্রে
গেঁথে রেখেছিল সব মৌন সহিষ্ণুতা ;
পূর্ণ কাল আজি।
ধৈর্য্যহারা অস্থিরা প্রকৃতি,
এনেছে নিয়তিরূপে টেনে মথুরায়
মহাকাল-রামের কবলে তোরে।
আয়—ওরে পশ্বাধম ! প্রায়শ্চিত্ত তার—
এই উগ্র হল-আকর্ষণে—
এই চণ্ড মুষল-প্রহারে।
সংহার—সংহার—

[প্রস্থান।

সাত্যকী। চল—রে যাদবগণ ! ইরম্মদ-বেগে ;
অগ্নিময় স্ফুরিত কটাক্ষে
ভস্মীভূত কর শিশুপাল আদি যত

জরাসন্ধ-সহচরদলে ।
দেখাও জগতীতলে—
আত্মীয়তা ছেড়ে অধর্ম্মের পোষকতা,
আত্মঘাতী এ ভীষণ শত্রুতার
শোচনীয় পরিণাম ।

[প্রস্থান ।

যদুগণ । জয় রামকৃষ্ণ [প্রস্থানোদ্যোগ]

গীতকণ্ঠে যাদব-রমণীগণ বরণডালাসহ উপস্থিত হইলেন ।

যাদব-রমণীগণ ।—

গান

দখিন বাতাস—আজি দখিন বাতাস ;
আজি যাদব-রমণীদের জীবন-বিকাশ ।
আজি কর্ণকুহরে বাজে কী ললিত কুহরব,
হৃদয়-কাননে এ কী ফুলময় উৎসব ;
নয়নে এ কী প্রবাহ, নিবে গেল দাবদাহ,
অধরে ধরে না হাসি, দূরীভূত হা-হুতাশ ।
এস—এস—বীরগণ, মরণে বরণ করি,
তোমাদের গৌরবে আমরাও ফেটে মরি ;
আমাদের এ বলয়, কেবল শোভার নয়,
নিক্ তার পরিচয় পাতাল [illegible]কাশ ।

[বরণ করিয়া প্রস্থান ।

যদুগণ । জয় রামকৃষ্ণ !

[নিষ্ক্রান্ত ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কারাগার

বারণ ও অন্যান্য রাজগণ।

বারণ। কারাগার! কারাগার!!
ভাইসব! কারাগারে আবদ্ধ আমরা।
শাসাইয়া গেছে জরাসন্ধ—
এতেও চৈতন্য না হয় যদ্যপি,
না করি মিত্রতা সে রাক্ষস-সনে,
রুদ্রের পূজায় তার
বলি দেবে আমাদের সবে।
সুধাই সবারে, বন্ধুগণ!
হইবে কি সে চৈতন্য কারা-যাতনায়?
করিবে কি মিত্রতা স্থাপন
দস্যু জল্লাদের সহ—প্রাণভয়ে?

সকলে। কভু না—কভু না।
প্রাণদানে ক্ষত্রিয়-গৌরব রক্ষা।

বারণ। কী মূর্খ—রে বলদর্পী জরাসন্ধ তুই!
কারাদণ্ড বাধ্য ক'রে দেবে আমাদের
পাপের ইঙ্গিতে চালাতে জীবন-যাত্রা?
আগুনের তাপে
সোনা উড়ে যায় কি কখনো?

বরং খাদ যদি থাকে কোনখানে,
তাই উড়ে গিয়ে আরো খাঁটী হয়।
কারা তোর রোধিয়াছে
হস্ত-পদ আমাদের ;
কিন্তু মুক্ত মনে
কি সাধ্য সে স্পর্শ করে !
চেয়ে দেখ্, অন্ধ !
আরও সে বীতশ্রদ্ধ—আরও উধাও—
আরো উচ্চস্তরে উঠে
ঘোষে সে কঠোর কণ্ঠে,
'ক্ষত্রিয়-গৌরব রক্ষা।'

সকলে। জয় রামকৃষ্ণ !

প্ররোচন উপস্থিত হইল।

প্ররো-। বজ্জাতিটা এখানেও, বাপ্‌ধন ?

বারণ। কোথা ল'য়ে যাবি তা হ'লে—যবন,
এইবার ?

প্ররো-। শ্মশানে—মুণ্ডচ্ছেদনে।

বারণ। সে ত দেখে এসেছি আগেই
তোদের সে রাজসভাতলে।
শ্মশান তা হ'তে বিভীষিকাময় নয়,
জল্লাদের লীলাভূমি
তা হ'তে রে হয় না ভীষণ।
পারিবি না—পারিবি না, ভ্রান্ত !
যেথাই ল'য়ে যা—যে মূর্ত্তিই ধর্,

সেই এক কথা—
'ক্ষত্রিয়-গৌরব রক্ষা।'

প্রো-। জিভটা কেটে দি যদি ?

বারণ। বেঁচে যাই—রক্ষা পাই তা হ'লে রে আমি
একটা সন্দেহ হ'তে চিরতরে।
মন মোর যদিও অধীন,
কিন্তু রসনারে আমি করি অবিশ্বাস ;
কখন সে কোন্ ফাঁকে মনের আড়ালে
ব'লে ফেলে 'আমি জরাসন্ধ-দাস'।
ঘুচে যায়, দুঃখ ত নাই-ই,
অধিকন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

পুরো-। কুত্তা দিয়ে—
কুত্তা দিয়ে খাওয়াব, বাছাধন !

বারণ। সহিছে যে দিবানিশি
তোদের দংশন,
আরে রে পাদুকালেহী,
পাপের নফর !
কুকুরের ক্ষুদ্র দন্তে
কি করিবে তার ?

মিশির উপস্থিত হইল।

মিশির। [বারণের প্রতি] রোটি তৈয়ার, মহারাজ !

পুরো-। ফেলে দাও—ফেলে দাও নর্দ্দমায় ;
অনাহারে মার' পাজিদের।
একটু খাতির নাই—একটা সেলাম নাই,

খানা মৎ দেও;

অনাহারে দাঁতি লেগে মরুক ছুঁচোরা।

মিশির। নেহি, হুজুর! মানুষকা এইসা ধরম্ নেহি! দুষমন্ হোয়্ সাফ্ গর্দান লেও, কুছ্ দরদ্ নেহি; লেকিন্ দানা-পানি বন্দ, এইসা কাম পিশাচকা—মানুষ কা নেহি! আইয়ে মহারাজ, সবকোইকো লকে।

বারণ। তুমি কোন্ জাতি, ভদ্র?

মিশির। পরোয়া নেহি, হুজুর! হাম্ মিশির্ বামুন আছে—ভদ্দর্ কয়েদীকা পাচক।

বারণ। প্রণাম, ব্রাহ্মণ! [প্রণাম]

স্পকার যদিও আপনি—

বসতি যদিও এই কদর্য্য নরকপুরে,

তবু তব দয়াগুণ দেখে

ভস্মাচ্ছন্ন-বহ্নি হতেছে প্রতীয়মান।

চলুন, ব্রাহ্মণ! আপনার আজ্ঞা—

ব্রাহ্মণ-আদেশ—অবনতশির মোরা।

অগ্রসর হোন্।

মিশির। তব্ আউর একঠো বাৎ হামারা রাখিয়ে, মহারাজ! ব্রাহ্মণ-ভকত্ আপ্—

বারণ। আজ্ঞা করুন।

মিশির। হাম মহারাজ জরাসন্ধ-সাথ্ আপ্কো সঙ্গত মাঙ্গে।

বারণ। জীবন প্রার্থনা করুন, ব্রাহ্মণ;

এ আজ্ঞার বিনিময়ে,অকপটে

করিব প্রদান এইদণ্ডে এই মুণ্ড।

জরাসন্ধ-সনে মিত্রতা স্থাপন—
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিদ্রোহাচরণ,
ও আদেশ করিয়ো না, প্রভু !
হইব আচারভ্রষ্ট, ব্রাহ্মণ-অবাধ্য,
নরককুণ্ডের কৃমী।

মিশির। কাহে—মহারাজ, এত্তা গোসা? ইস্‌মে ছুঁৎ কেয়া? মুল্ল্‌কমে বহুৎ রাজা-মহারাজা সম্রাট্ জরাসন্ধকা নৌকরকা মাফিক্ হরঘড়ি ছুট্‌তা।

বারণ। আমি যে কিঙ্কর হ'তে নারিব, ব্রাহ্মণ !
জগৎ লুটায় যদি জরাসন্ধ-পদতলে,
বারণ রহিবে একা শির উচ্চ করি
জগতের সাম্যবেদ হ'তে স্বতন্ত্র নূতন।

প্রম্নো-। আর অত চালাকিটা কেন, চাঁদ ?
মানটা কিসের এত ?
এ ত শ্বশুর-আলয় নয়,
মান করা নিয়ে হুলস্থূল প'ড়ে যাবে ;
সম্বন্ধীরে আমল না দিলে
শ্বশুর হাজির হবে
হাতে ধ'রে নিয়ে যেতে।
মিতেলি পাতাও—
গণ্ডগোল মিটে যাক্ ;
কেন মর অপঘাতে
বলির কুষ্মাণ্ড হ'য়ে ?

বারণ। চুপ কর, চণ্ডাল-অধম !

পরিহাস বিদ্রূপের পাত্র নই মোরা ।
চেয়ে দেখ্—ক্ষুদ্রচক্ষু !
ক্ষত্রিয়ের অটল প্রতিজ্ঞা ।
দেখ্, ওরে নীচাশয় !
বাক্যে, কার্য্যে এক কি-না আমাদের ?
কি ভাই, পারিবে সব,
ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষিতে ?

সকলে । কেন না পারিব ? ক্ষত্রিয় আমরা ।

বারণ । যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হ'য়ে
ঘাতকের খড়্গে
নিঃসহায় পশুসম
দিতে হবে এ জীবন ।

সকলে । অবশ্য পারিব,
ক্ষত্রিয়ের সে মরণ সুখের মরণ ।

বারণ । বল তবে—জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ !

সকলে । জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ !

প্রতোদহস্তে মদ্যপান নিরত কালযবন উপস্থিত হইল ।

কাল- । হাম্রা কাহে ? হাম্রা কাহে ? এত্তা হাম্রা কাহে হিঁয়া ?

প্রতো- । দেখুন—হুজুর, কাণ্ডটা আবার !
সম্রাটের সঙ্গে মিতালির জন্য
মিশির পর্য্যন্ত সাধা-সাধি ক'রে আলা—
আমার ত লজ্জা নেই,
হাতে-ধরা—পায়ে-পড়া পর্য্যন্ত করেছি ;
কিছুতেই রাজি নয় ।

বলি হবে কুষ্মাণ্ডের মত,
তবু সম্রাটের বন্ধুত্ব স্বীকার
কিছুতেই পরিপাক হবে না ওদের ;
তা'রি হাল্লা এই।

কাল-। হুঁ ? আচ্ছা, হায় হাম্‌রা পাশ্ উস্‌কা দাওয়াই। [রাজগণ প্রতি] কি, তোমরা দোস্তি কর্‌বে না ?

সকলে। না।

কাল-। কর্‌বে না ?

সকলে। না—না—না।

কাল-। এ মিশির, পাক্‌ড়ো। [মিশিরকে প্রতোদ প্রদানোদ্যত]

মিশির। কেয়া, হুজুর ?

কাল-। চাবুক লেও, তোমারা বাত্ শুন্‌তা নেহি—কোড়া লাগাও জোর্ সে।

মিশির। আরে রাম কহো ! নেহি—হুজুর, হাম্ নেহি সকেগা।

কাল-। নেহি সকেগা ?

মিশির। উ কাম্ হামারা নেহি, হাম্ রসুই-বামুণ হ্যা।

কাল-। হাম্ তোম্‌কো পাঁচ হাজারী ফৌজ্‌কা জমাদারী দেগা— লাগাও কোড়া।

মিশির। কেয়া ? পাঁচ হাজারীকা জমাদারী দেখায়কে আপ্ হাম্‌কো জল্লাদ বনাইয়েগা ? আরে রাম কহ ! রাম কহ ! মৎ বোলো এইসা বাৎ আউর্। জমাদারী কেয়া ? এইসা কাম্ মগধকা গদ্দি দেনেভী হাম্ নেহি কর্‌নে সক্‌তা।

কাল-। নৌক্‌রি যাগা, মিশির !

মিশির। আরে, পাঁচ রূপেয়াকে নৌক্‌রি যাহা ঠারেগা, হুঁই মিল

ষাগা। ভিখ্ মাংনেসে পাঁচ রূপেয়া মিলেগা, দুনিয়ামে কোই ভুখ্সে মর্তা নেহি, উসিকো বাস্তে কেয়া পরোয়া ?

কাল-। হুঁ; এত্তা হিম্মত্ তোমারা, হারামজাদ্! তোম্কো আগাড়ি সিধা কর্‌েঙ্গে হাম্, নেমকহারাম! [প্রহারোদ্যত]

বারুণ। [বাধা দিয়া] সাবধান—উন্মত্ত যবন!

আমাদের মার্—

যতটা পারিস্ কর্ অত্যাচার;

আমাদের মাথা পাতা।

ক্ষত্রিয় আমরা ব্রাহ্মণ-পালক;

আমাদের চক্ষের সমক্ষে

ব্রাহ্মণের নির্যাতন সহিব না কভু।

সকলে। কভু না—কভু না।

কাল-। তবে রে বজ্জাত শয়তানের দল! [প্রহার]

সকলে। ওঃ—জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ!

মিশির। [কাতরভাবে] মহারাজ! মহারাজ!

কাল-। [গলাধাক্কা দিয়া] চল্—হারামজাদ্, তোম্কো হাম্ জল্লাদ দেকে কোতল্ করেগা।

মিশির। চলিয়ে শয়তানকা গোলাম! কোতল্? উ তোমারা দুব্মণি নেহি, মেহেরবানী! জান্মে মেরা কুছ্ কদর্ নেহি, য়ৈসা কাম্, য়ৈসা বদিয়াতী দেখ্নে সে কোতল—উ হামারা বহুৎ আচ্ছা হৈ। হা ভগবান্ রামচন্দর! আপ্কো দুনিয়ামে এহি প্রেতকা তামাসা আউর কেত্তা রোজ চলেগা, প্রভু ?

কাল-। চল্—চল্, উল্লুক!

[কালযবন কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া প্রস্থান।

বলি হবে কুষ্মাণ্ডের মত,
তবু সম্রাটের বন্ধুত্ব স্বীকার
কিছুতেই পরিপাক হবে না ওদের ;
তা'রি হাল্লা এই।

কাল-। হুঁ ? আচ্ছা, হায় হাম্‌রা পাশ্‌ উস্‌কা দাওয়াই। [রাজগণ প্রতি] কি, তোমরা দোস্তি কর্‌বে না ?

সকলে। না।

কাল-। কর্‌বে না ?

সকলে। না—না—না।

কাল-। এ মিশির, পাক্‌ড়ো। [মিশিরকে প্রতোদ প্রদানোদ্যত]

মিশির। কেয়া, হুজুর ?

কাল-। চাবুক লেও, তোমারা বাত্‌ শুন্‌তা নেহি—কোড়া লাগাও জোর্‌ সে।

মিশির। আরে রাম কহো ! নেহি—হুজুর, হাম্‌ নেহি সকেগা।

কাল-। নেহি সকেগা ?

মিশির। উ কাম্‌ হামারা নেহি, হাম্‌ রসুই-বামুণ হ্যায়

কাল-। হাম্‌ তোম্‌কো পাঁচ হাজারী ফৌজ্‌কা জমাদারী দেগা— লাগাও কোড়া।

মিশির। কেয়া ? পাঁচ হাজারীকা জমাদারী দেখায়কে আপ্‌ হাম্‌কো জল্লাদ বনাইয়েগা ? আরে রাম কহ ! রাম কহ ! মৎ বোলো এইসা বাৎ আউর্‌। জমাদারী কেয়া ? এইসা কাম্‌ মগধকা গদ্দি দেনেভী হাম্‌ নেহি কর্‌নে সক্‌তা।

কাল-। নৌক্‌রি যাগা, মিশির !

মিশির। আরে, পাঁচ রূপেয়াকে নৌক্‌রি যাহা ঠারেগা, হুঁই মিল

ষাগা। ভিখ্ মাংনেসে পাঁচ রূপেয়া মিলেগা, দুনিয়ামে কোই ভুখ্সে মর্তা নেহি, উসিকো বাস্তে কেয়া পরোয়া ?

কাল-। হুঁ; এত্তা হিম্মত্ তোমারা, হারামজাদ্! তোম্‌কো আগাড়ি সিধা করেঙ্গে হাম্, নেমকহারাম! [প্রহারোদ্যত]

বারণ। [বাধা দিয়া] সাবধান—উন্মত্ত যবন!

আমাদের মার্—

যতটা পারিস্ কর্ অত্যাচার;

আমাদের মাথা পাতা।

ক্ষত্রিয় আমরা ব্রাহ্মণ-পালক;

আমাদের চক্ষের সমক্ষে

ব্রাহ্মণের নির্যাতন সহিব না কভু।

সকলে। কভু না—কভু না।

কাল-। তবে রে বজ্জাত শয়তানের দল! [প্রহার]

সকলে। ওঃ—জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ!

মিশির। [কাতরভাবে] মহারাজ! মহারাজ!

কাল-। [গলাধাক্কা দিয়া] চল্—হারামজাদ্, তোম্‌কো হাম্ জল্লাদ দেকে কোতল্ করেগা।

মিশির। চলিয়ে শয়তানকা গোলাম! কোতল্? উ তোমারা তুব্‌মণি নেহি, মেহেরবানী! জান্‌মে মেরা কুছ্ কদর্ নেহি, যৈসা কাম্, যৈসা বদিয়াতী দেখ্‌নে সে কোতল—উ হামারা বহুৎ আচ্ছা হৈ। হা ভগবান্ রামচন্দর! আপ্‌কো দুনিয়ামে এহি প্রেতকা তামাসা আউর কেত্তা রোজ চলেগা, প্রভু ?

কাল-। চল্—চল্, উল্লুক!

[কালযবন কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া প্রস্থান।

প্ররো। কি চাঁদেরা, চৈতন্য হয়েছে ?
ছুটেছে কি
ক্ষত্রিয়-গৌরব রক্ষার নেশাটা?
দেখ—চাঁদসব, সলা দিয়ে যাই—
ও সব বেলেল্লাগিরি, গুলিখুরী ছেড়ে
সিধে পথে চল—মজা পাবে, বুঝেছ ?

[প্রস্থান।

বারণ। বসুন্ধরা! দ্বিধা হ'তে পার একবার ?
লুকাই তোমার তলে।
চুরি ক'রে রাখি এ অকথ্য অপমান।
ভগবন্! না—না—তুমি মিথ্যা—তুমি নাই ;
কি হবে তোমায় ডেকে ?
ভাইসব! কারাগার চূর্ণ করি এস
পদাঘাতে একজোটে।
কি ভাব' ? হবে না ?
তবে মাথা ঠুকে মরি এস—
মাথা ঠুকে মরি এস লোহার কপাটে

[মাথা ঠুকিতে উদ্যত]

সকলে। [ধরিয়া] ভাই—ভাই—
বারণ। যাক্—কাজ নাই, বুক দেখি সব।
[সকলের বুক পরীক্ষা করিয়া]
হবে—হবে,
বুক নয়—শিশির-নিষিক্ত শিলা,
অতি হিম—মহা-সহিষ্ণুতাময় !

সহ্য হবে—সব সহ্য হবে,
স'য়ে নাও—স'য়ে নাও তবে।
অত্যাচার অপমান কিছু নয়,
সলিলের রেখা—স'য়ে নাও।
দেখাও জগতে—
শত দাগা হাসিমুখে স'য়ে নিতে
এমন প্রশস্ত বুক আমাদের তুল্য
আর নাই—আর নাই—
আর কারো নাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন

ভ্রমী ও স্বাতী।

স্বাতী। মা, তুমি আমার বিবাহ দাও।

ভ্রমী। বিবাহ!

স্বাতী। হাঁ—চম্‌কে উঠ্‌লে যে? কেন, আমার কি বিবাহের সময় হয় নি?

ভ্রমী। স্বাতি! বেহায়া মেয়ে! ছিঃ—একথা তুই নিজে মুখ-ফুটে আমার সাম্‌নে বল্‌তে পার্‌লি?

স্বাতী। কেন—মা, সঙ্কোচ কিসের? বিবাহ কি একটা কদর্য্য ব্যাপার—বল্‌তে পার্‌ব না? কন্যাদানের তুল্য পুণ্য নাই যখন, তখন

তার জন্য মাতা-পিতাকে উৎসাহিত করা কন্যাজাতির কী এমন প্রগল্‌ভতা—কিসের বেহায়াপনা! না—মা, তুমি কন্যাদান কর—আমার বিবাহ দাও।

ভ্রমী। চুপ্‌—চুপ্‌! পিতা কারাগারে—মাতা বনবাসে, এর মাঝে কন্যার বিয়ের শাঁখ! চুপ্‌—লোকে শুন্‌লে বল্‌বে কি?

স্বাতী। কি বল্‌বে? বিবাহ যখন সংসারে একান্ত প্রয়োজন—বিবাহ ভিন্ন যখন নারী-জীবন সিদ্ধ নয়, কেন বৃথা সময় অতিবাহিত হয়? যে যা বলে বলুক; তুমি আমার বিবাহ দাও।

ভ্রমী। বিবাহ ব্যতীত নারী-জীবন সিদ্ধ নয় কিসে, স্বাতি? কত ত কুমারী রয়েছে?

স্বাতী। তারা জন্মের অপব্যবহার করেছে—ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে অবহেলা করেছে। আমায় তুমি তাদের দলে ফেলো না, মা! আমি নিস্পৃহ, নিষ্কাম, নিষ্প্রয়োজনীয় ব্রহ্মচারিণী হ'তে চাই না; আমায় তুমি তরঙ্গায়িত কামনা-সাগরে ছেড়ে দাও, আমার জীবন ব্যর্থ ক'রো না—আমায় কর্ম্ম দাও।

ভ্রমী। কি কর্ম্ম কর্‌বি—বালিকা, বিবাহিত জীবন পেয়ে?

স্বাতী। আমার পিতার কারাভঙ্গ, আমার মাতার বনবাস-মোচন, আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি উদ্ধার।

ভ্রমী। সে ত তুই এম্‌নি পারিস্‌—স্বাতি, এই কুমারী থেকেই; তার জন্য বিবাহ?

স্বাতী। না—মা, তা হয় না; আমি তোমাদের কন্যা যে, ও কাজ পুত্রের। পুত্রের কাজ যদি কন্যার দ্বারা হ'ত, তবে জগতে পুত্র-কন্যার প্রভেদ কেন, মা? স্ত্রীজাতি—স্ত্রীজাতি, পুরুষ—পুরুষ। উভয়ের আকৃতি প্রকৃতি যখন বিভিন্ন, কর্ম্মধারাও নিশ্চয় বিভিন্ন। স্ত্রীজাতির কর্ম্ম,

পুরুষের মত নিজের বাহু-প্রসারণে নয় ; তার কর্ম্ম, বাহু-প্রসারণে পুরুষকে সাহসী করা—তার সংসর্গে প্রসারিতবাহু পুরুষের জন্ম দেওয়া। ব্যঞ্জন বর্ণ যেমন স্বরবর্ণ ভিন্ন কোন কাজের নয়, স্ত্রীজাতির কৃতিত্বও তেম্‌নি পুরুষ ব্যতীত প্রস্ফুট নয়। মা! আমি জল্‌ব ; আমার ইন্ধন যোগাও, আমার বিবাহ দাও, কন্যার বিনিময়ে তোমরা পুত্র নাও।

ভ্রমী। [নীরবে ভাবিতেছিলেন]

স্বাতী। কি ভাবছ, মা? তোমার কন্যা আমি—তুমি কি আমায় সন্দেহ কর? আমি তোমার কাছে অসঙ্কোচে পুরুষ প্রার্থনা কর্‌ছি উপভোগের জন্য? নিশ্চিন্ত হও, মা! আমি তোমাদের পুত্র দেব ; আমার বিবাহ দাও।

ভ্রমী। না—না—আমি তোর বিবাহ দেব না—মা, আমি তোর বিবাহ দেব না। তুই আমার কুমারীই থাক্ ; বিবাহ বড় যন্ত্রণা, স্বাতি !

স্বাতী। এই যন্ত্রণাই যে নারী-জন্মের যথার্থ আস্বাদন, মা! দেখ—মা, তুমি যে এই দিবারাত্র কাঁদ, তোমার কান্না দেখে আমার দুঃখ হয় না—হিংসা হয়, তোমার মত স্বামী-বিচ্ছেদে ঐ রকম অহরহঃ আমিও কাঁদ্‌ব কবে। আমার মা হও—আমায় কাঁদাও—আমার বিবাহ দাও।

ভ্রমী। [ভাবিতে লাগিলেন]

স্বাতী। আবার কি ভাব্‌ছ, মা?

ভ্রমী। বিবাহ বল্‌লেই ত বিবাহ দিতে পার্‌ব না, স্বাতি ! বনবাসিনী হ'লেও তুই রাজকন্যা—হৈহয়-রাজ্যের ; পাত্র—

অর্ণব আসিতেছিল।

অর্ণব। [দূর হইতে] স্বাতি! স্বাতি! এই আস্‌ছি ব'লে উঠে এলে—কই—

[প্রবেশ ও ভ্রমীকে দেখিয়া অপ্রতিভভাবে প্রস্থানোদ্যোগ]

স্বাতী। পালাচ্ছ কেন? লজ্জা কিসের? ইনি আমার মা, প্রণাম কর।

[অর্ণব নীরবে ভ্রমীকে প্রণাম করিলেন]

এই পাত্র।

ভ্রমী। [অর্ণবের চিবুক ধরিয়া] কে বাবা তুমি, দেবকুমার, বনবাসে?

স্বাতী। এঁর নাম অর্ণব। অযোধ্যার অধীশ্বর মহারাজ দেবানীকের পুত্র। তুমিও যেমনি জরাসন্ধের অত্যাচারে কন্যার হাত ধ'রে আত্মসম্মান রক্ষায় কাননে, এঁর পিতাও ঠিক সেই প্লাবনেই ভেসে পুত্রসঙ্গে ক্ষত্রিয়-গৌরব রক্ষায় এই বিজনে। আমার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আছে, মা! এঁদের সঙ্গে আমাদের কুলে, শীলে, কার্য্যে, দুঃখে চমৎকার মিল; কাজেই আমি এ সুযোগ অবহেলা করতে পারি নি। আমি এঁকেই পাত্র স্থির করেছি, তুমি সম্মতি দাও।

ভ্রমী। পারবে—অর্ণব, পারবে—বাবা! এই নশ্বর, কোমল, সুধাস্নাত দেবদেহে এই উদ্যতফণা নাগ-কন্যার নিঃশ্বাস সহ্য করতে পারবে?

স্বাতী। ভাবছ কি, অর্ণব? উত্তর দাও আমার মায়ের প্রশ্নের। বল, নাগকন্যার বিষাক্ত নিঃশ্বাস তোমার নশ্বরতা নষ্ট করলেও, তোমার কোমলতার জড়তা কাটিয়ে তোমায় জগতে কার্য্যক্ষম ক'রে দেবে।

অর্ণব। পারব—মা! পারব আমি এ নিঃশ্বাস শ্বেতচন্দনের মত সর্ব্বাঙ্গে মেখে নিতে। এই রকম একটা উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের আমারও বড় আবশ্যক ছিল, দেবি! আমার রক্ত আছে—তাত্ পাই নাই, দেহ আছে—দীক্ষা হয় নাই! আমার সাধনার সমুচ্চ মন্দির সর্ব্ব-উপকরণে সুসজ্জিত; অভাব ছিল এক ছিন্নমস্তা প্রতিমার। পূর্ণ আশা—প্রসন্ন ভগবান্। পারব—মা, আমি এ নিঃশ্বাসে আত্ম-সমর্পণ করতে; তোমার নাগকন্যার বিষাক্ত নিঃশ্বাস আমার জীবন-প্রভাতের দাক্ষিণ-বাতাস।

ভ্রমী। আর আমার কথা নাই। এস—আমি তোমায় কন্যাদান করি। আয়—স্বাতি! আয়—মা! রাজকন্যা তুই—পিতার কন্যা তুই, আজ বনের মাঝে মাতৃদত্তা—উঃ—জরাসন্ধ! না—না—থাক তুমি, তোমার শুভ হোক; তোমারই অত্যাচারদত্ত আমার এ শুভ-মুহূর্ত্ত। [কন্যাদানোদ্যত]

সহসা দেবানীক উপস্থিত হইলেন।

দেবা-। থাম—যৌতুক দাও।

ভ্রমী। [ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন]

দেবা-। কি দেখ্‌ছ, কন্যাকর্ত্রি? আমি কেউ-কেটা নই, আমি বর-কর্ত্তা; ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। ফাঁকে ফাঁকে কাজ সার্‌ছ? তুমি যে চোরাচালে শুধু হাত-পা নেড়ে কন্যাদায় এড়াবে, তা হবে না; যৌতুক দাও—আমার ওজন মত; পূরোপুরি না হ'লে আমি ছেলে ছাড়্‌ছি না।

ভ্রমী। অযোধ্যা-অধীশ্বর!

দেবা-। চুপ্—চুপ্—চুপ কর, কন্যাকর্ত্রি! অযোধ্যা-অধীশ্বর? হাঃ—হাঃ—হাঃ! সে সব সেকেলে কথা ছেড়ে দাও, তার কিছু নাই; বরকর্ত্তা ব'লে সম্বোধন কর—বরকর্ত্তা।

ভ্রমী। কি দেব—বরকর্ত্তা, আপনার যোগ্য যৌতুক? হৈহয়-রাজ্যের রাণী আমি, জরাসন্ধ-অত্যাচারে স্বামিহারা, সম্পদ্‌হারা, বয়স্থা কন্যা ল'য়ে বনবাসিনী; কিছুই যে নাই আমার।

দেবা-। ও রকম মেয়ে পার কর্‌বার সময় শুধু তুমি কেন, ব্রহ্মাণ্ডের আমি কা'কেও বল্‌তে শুনি না যে, 'আমার কিছু আছে'। চল্‌বে না ওসব ফিকির-ফন্দি, ধাপ্পাবাজি, কন্যাকর্ত্রি! আমি বরকর্ত্তা, তোমার হাড়ের সত্ত্ব শুষে খাব। আমি ত বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি—দেবার মত তোমার যথেষ্ট রয়েছে, আমি যা চাই—বর্ত্তমানে আমার যাতে নেশা।

ভ্রমী। কিসে আপনার তৃপ্তি? দেবার আমার থাকে অসম্মান হবে না। বলুন—কি চান্, আপনি?

দেবা-। অশ্রু—অশ্রু। অর্থ নয়—ঐশ্বর্য্য নয়—মুক্তোর মত গোটা-গোটা গণনা করা অশ্রুর হাজার-এক ফোঁটা। কি ভাব্ছ, কন্যাকর্ত্রি? পাগ্লা ব'লে কি? অযৌক্তিক বলি নাই; দেখ—জগতে যার যাতে দখল—যে যা নিয়ে নাড়া-চাড়া করে, সে তাই-ই চায়। যে অর্থশালী সে অর্থকেই ভগবান্ দেখে, যে শক্তিশালী—তার শক্তির কাছে কেউ লাগে না, বর্ত্তমানে আমি শুধু অশ্রুশালী; যেখানে অশ্রু সেইখানে আমি—যার চোখে অশ্রু সে-ই আমার আত্মীয় বন্ধু। কুটুম্বিনী হবে আমার কন্যাকর্ত্রি! যৌতুক দাও তোমার রক্ত-নেত্রের দর-বিগলিত উত্তপ্ত অশ্রুধারা।

ভ্রমী। যথেষ্ট পাবেন—যত চান্, অঢেল্ আছে আমার। ও সম্পদের অধিকারিণী বর্ত্তমানে আমার তুল্য জগতে কেউ নেই। স্বামী—কারাগারে, স্ত্রী—বনবাসে, কন্যা—ছাঁদ্নাতলায়। আয়—আয়—অশ্রু! কণ্ঠ রোধ ক'রে বুক ফাটিয়ে সমুদ্র-উচ্ছ্বাসে ছুটে আয়। সৃষ্টি ভাসিয়ে দে—অযোধ্যা-ঈশ্বরের আপাদমস্তক ডুবিয়ে দে।

দেবা-। [মুগ্ধভাবে] ডুবে গেছি—ডুবে গেছি, কন্যাকর্ত্রি! আর না, রক্ষা কর তোমার অনন্তমুখী অশ্রুর তরঙ্গ; আমার দর্প চূর্ণ! জন্মভূমির জন্য আমার অশ্রু ঢালা হয় নাই; ও স্বচ্ছ সুরধুনী-প্রপাতের কাছে আমি এখনও কামোন্মত্ত মাতঙ্গ। কন্যাদান কর—কন্যাদান কর, তুমি আমার পূজ্য-আত্মীয়া।

ভ্রমী। এস—অর্ণব! এস, ইক্ষাকু-বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়-যুবক! গ্রহণ কর আশাশূন্যা অভাগিনীর অশ্রুসিক্ত হস্তের অধোমুখী কন্যাদান। [স্বাতীকে অর্পণ করিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে] ওগো! তোরা কে কোথায়? উলু দে—শাঁখ বাজা। [হতাশভাবে] ওঃ! কেউ নেই—কেউ নেই!

[কপালে করাঘাত করিয়া] রাজকন্যার বিবাহ আজ নির্জ্জন নীরবতায় ! শঙ্খধ্বনি কর তবে, শূন্য-শরীর আকাশ ! হুলুধ্বনি দাও তোমরা, বনচারিণী বিহঙ্গবালা !

দেবা। উৎসব কর্‌তে হবে—উৎসব কর্‌তে হবে, বৈবাহিকা ! রাজপুত্র-রাজকন্যার বিবাহ শুধু উলু দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে সার্‌লেই চল্‌বে না, উৎসব কর্‌তে হবে রীতিমত। ওরে, কে আছিস্ ? [অপ্রতিভভাবে] এই - না-না-না, না থাক্ কেউ—উৎসব চাই ; আমরা ত আছি ? বরের বাবা—ক'নের মা, আমরাই উৎসব করব। বৈবাহিকা ! তুমি গাইতে পার ? তাল-মান চাই না—আমি নৃত্য করি।

গীতকণ্ঠে পাগলিনী উপস্থিত হইল।

পাগলিনী।—

গান

আমি গাহিব এ প্রাণহীন উৎসবে
জীবন্ত সুরে এক ভাষাহীন গান।

গীতকণ্ঠে পাগল উপস্থিত হইল।

পাগল।—

আমি নাচিব তা'তে মনোময় নৃত্য
ডেকে যাবে কান্নার বান।

পাগলিনী। [নানা প্রকার করুণ সুর আলাপ]

পাগল। [নানা প্রকার সংগতের বোল আলাপ]

পাগলিনী।—ওগো এসুর পেয়েছি আমি সাবিত্রী-ধনী-পাশে,
প্রাণেশে লিখন-দোষে বখন হারান্।

পাগল।—ওরে এ নাচ শিখায় মোরে, মাজাভাঙা-অজগরে,
প্রতিশোধ চায় তবু, কণ্ঠে পরাণ।

গীতকণ্ঠে পরিব্রাজিকাগণ উপস্থিত হইল।

পরিব্রাজিকাগণ।—

গান।

আমরাও গেয়ে যাই নদীর ব্যথিত গান
অবিরাম ছন্দে।
আমরাও নেচে যাই লহরীর সেই নাচ
হতাশ-আনন্দে।
আমরাও ঐ সুরে সব গলা মিলেছি,
আমরাও ঐ তালে পা ফেলে চলেছি,
তোমাদের সে শুভদিন, আমাদেরও তাই,
তোমাদেরি ঐ আগুনে আমরাও ছাই ;
এস—এস—এক পিপাসায় ঐকো পিয়াই
ঐ এক মকরন্দে।

ভ্রমী। [পাগলিনী প্রতি] কে তুমি ? কে তুমি মলিনবর্ণা, স্বচ্ছ-হৃদয়া, আমাদের বিষাদময় আনন্দ-উৎসবে বেদনার সুরে হাসির গান গাইতে এসেছ ? তুমি কি—তুমি কি—

পাগলিনী। চুপ কর—চুপ কর, এখনই কেউ শুন্‌তে পাবে ; আমাকেও ধ'রে নিয়ে যাবে। ওগো, সে কী ধরা! ডাকাতের গল্প শুনেছ—ডাকাতের গল্প ? এক ছিল ডাকাত, তার নাম ছিল ধূমকেতু ; ওকি—তুমি কাঁদছ কেন ? যাও আর বল্‌ব না। কেউ শোনে না—গো, কেউ শোনে না, আমার গল্প কেউ শোনে না।

ভ্রমী। তুমি কে—তুমি কে ? তুমি—

পাগলিনী। আমি সে—আমি সে, ঐ যাঃ—ভুলে গেলুম, আমি—আমি—হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ!

ভ্রমী। চিনেছি—চিনেছি, তুমি আমারই মত মেঘের অন্ধকারে দিবায় মুদিতা পদ্মিনী। আমারই মত স্বামীহারা—রাজ্যহারা—সর্ব্বহারা। গলা ধরি এস—বোন্, গলা ধরি এস। একদশা দুই সখীতে সদালাপ করি, দীর্ঘশ্বাসের বিনিময়ে অশ্রুসম্ভার উপহার দিই, বুকে বুক মিলিয়ে তোমার মত লুপ্তচেতনা উন্মাদিনী হই। [কণ্ঠ-বেষ্টন]

দেবা-। [পাগলের প্রতি] তুমিও আমারই গোত্রের বন্ধু, নৃত্যভঙ্গীতেই টের পেয়েছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ধরা প'ড়ে গেছ, বন্ধু! আর যাবে কোথা? এস, আমরাও গলা-গলি করি। [গলা ধরিয়া] বন্ধু! কি নাম? কোথায় রাজ্য? কেমন ধারা তাড়া খেয়েছ বল দেখি? থাক্, চাই না আর সে পরিচয়। তুমিও যেম্নি কুকুর, আমিও তেম্নি শেয়াল। [ভ্রমীর প্রতি] বৈবাহিকা! বিবাহের ঘটা ত মন্দ হল না; আত্মীয়-কুটুম্ব এই যে বেশ জুটে গেল! আর কেন? বর-ক'নে তোল, পেট যে বাপান্ত করে। আজ তোমার পালা—কাল আমার বৌ-ভাত; কুটীরে এস, পেটে আগুন জ্ব'লে উঠেছে, আর একটু দেরি কর্‌লেই কোঁচার কাপড়ে আগুন ধ'রে যাবে! এস—আমরা আগে গিয়ে পাতা পেতে বসি গে ততক্ষণ!

[পাগলসহ দেবানীকের প্রস্থান। পরে ভ্রমী ও পাগলিনী বর-কন্যার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল, পরিব্রাজিকাগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ হুলুধ্বনি দিতে দিতে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবির

শিশুপাল ও জলন্ধর-রাজ।

শিশু-। কে আস্‌ছে লোকটা দেখ দেখি—জলন্ধর-রাজ, মথুরার দিক্ হ'তে?

জল-। তাই ত হে, কে লোকটা?

শিশু-। এইদিকেই আস্‌ছে—না?

জল-। সেই রকমই ত লাগ্‌ছে।

শিশু-। হুঁ—বুঝেছি। সে পথে কাঁটা! আচ্ছা, আস্‌তে দাও।

সাত্যকী উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিল।

কে তুমি?

সাত্যকী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দূত।

শিশু-। হুঁ—এখানে কি জন্য?

সাত্যকী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের স্মরণ করেছেন।

শিশু-। হুঁ—কেন?

সাত্যকী। আপনারা প্রত্যেকে রাজা, দোষ-গুণের বিচারক—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তিনি বিচার চান্, কোন্ অপরাধে তাঁর ক্ষুদ্র মথুরা নগরী এরূপ পৃথিবী-প্লাবী সৈন্যসজ্জায় আক্রান্ত, আর কি বিচারে ন্যায়বান্ রাজন্যবর্গ এই অন্যায়-আক্রমণের পৃষ্ঠপোষক।

শিশু-। যাও হে—যাও, তোমার শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ছেলেবেলা হ'তে জানি; ফিকির-ফন্দি, মিথ্যা, জোচ্চুরিতে তার জোড়া নেই। সে চাল্ চল্‌বে না, যাও।

জল-। না হে, ছোক্‌রার কথাটার একটা জবাব দাও; তুড়ীতে উড়িয়ে দিলে চল্‌বে কেন? রাজা তোমরা, বুঝিয়ে বিদেয় কর।

শিশু-। [শ্লেষবাক্যে] মথুরা-নগরী তোমার কৃষ্ণের কি ক'রে হ'ল, হে দূত-পুঙ্গব?

সাত্যকী। মথুরা-নগরী কার বল্‌তে চান্?

শিশু-। কংসের।

সাত্যকী। উগ্রসেনের বল্‌তে পারেন; কংস ত মথুরায় অভিষিক্ত হয় নাই, দুর্ব্বল বৃদ্ধ-পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত, কারারুদ্ধ ক'রে অবিচারে সিংহাসনে বসেছিল।

শিশু-। বসেছিল—বসেছিল। তার পিতা—তার ভাবীরাজ্য সে বুঝেছিল, সে রাজনীতি; তোমার শ্রীকৃষ্ণের তাতে কি? সে আসে এর মধ্যে কোথা হ'তে? কোন্ সর্ত্তে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ মথুরায়? কি মাথা-ব্যথায় কৃষ্ণ কংসের নিধন করতে আসে?

সাত্যকী। শ্রীকৃষ্ণ ত কংসকে নিধন কর্‌তে আসেন নাই; অনুচিত বল্‌বেন না। কংসই শ্রীকৃষ্ণের নিধন-সঙ্কল্পে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে নিধন কর্‌তে গিয়ে নিজে নিহত।

জল-। বা ছোক্‌রা—বাঃ।

সাত্যকী। জরাসন্ধের আমরা ততটা দোষ দিই না এ ক্ষেত্রে; কেননা, কংস ছিল তার জামাতা। স্বার্থে আঘাত পড়্‌লে মানুষ ন্যায়-অন্যায় মানে না; কিন্তু আপনারা এ দেশের রাজা, এই আক্রোশের সমর্থন করেন, এই অন্যায়ের পোষকতা করেন, এই অত্যাচারের সাহচর্য্য করেন কি স্বার্থে? কোন্ নীতির বশে? কোথাকার ধর্ম্ম অনুসারে?

জল-। বল্‌ছে ভাল, যা-ই বল—ছোক্‌রা বল্‌ছে ভাল।

সাত্যকী। শ্রীকৃষ্ণের কৃতাঞ্জলিপুটে অনুরোধ ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলের

কাছে, আপনারা বিচার করুন। বিচারে শ্রীকৃষ্ণ অপরাধী সাব্যস্ত হন্, তাঁর দণ্ড বিধান করুন; তিনি অবনতশিরে সে দণ্ড গ্রহণে প্রস্তুত। অন্যথা রাজধর্ম্ম অনুসারে ন্যায়পক্ষ অবলম্বন করুন, অথবা ন্যায়-অন্যায় উভয় পক্ষ পরিত্যাগ ক'রে দর্শকরূপে নিরস্ত থাকুন।

শিশু-। তা থাক্‌ব বৈ কি! আমরা নিতান্ত বোকার মত হাত-পা গুটিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকি, আর তোমার কৃষ্ণ মথুরাটা যেমন ফাঁক-তালে নিয়েছে, মগধটাকেও সেই রকম মজা ক'রে গ্রাস করুক—কেমন?

সাত্যকী। তা ত করবেনই; সেইজন্যই ত আপনাদের সাহায্য ভিক্ষা। ন্যায় যদি অন্যায়কে গ্রাস করে, ধর্ম্ম যদি পাপের ধ্বংস করে, তা'তে কারও বুক-জ্বালার কারণ থাক্‌তে পারে না।

শিশু-। দূত! তুমি যে কৃষ্ণের প্রশংসায়—কৃষ্ণের তুলনায় মগধটাকে একেবারে নরকের সঙ্গে থাপিয়ে দিতে চাও, হে! জান, এই মগধ আজ পৃথিবীর মধ্যে মহাবল-পরাক্রান্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য?

সাত্যকী। তাই বুঝি তার কারাগারে পৃথিবীর অসংখ্য নির্দ্দোষ, নিরীহ-রাজা রুদ্রপূজার বলি হ'য়ে জগৎ হ'তে বিদায় নিতে প্রতি মুহূর্ত্ত মৃত্যুর অপেক্ষা করছে? সেই ভয়েই বুঝি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট রাজন্যবর্গ আজ সদসৎ বিবেচনা বর্জ্জিত হ'য়ে তার সর্ব্বপ্লাবী পতাকা-প্রবাহের তলে এমন ভাবে একত্রিত?

জল-। সাবাস্—ছোক্‌রা, সাবাস্।

সাত্যকী। আপনারা! বৃথা বিভীষিকা দেখাচ্ছেন কেন? ফিরুন্, এই আত্মক্ষয়কারী সর্পিল আলিঙ্গন হ'তে আপনাদের মুক্ত ক'রে কর্ত্তব্যের পথে ফিরুন্, জগতের দুর্দ্দশা দেখুন্, রাজা নামের সার্থকতা করুন্। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—সাদর আহ্বান।

শিশু-। [নীরব]

জল-। কি হে, বলি—বল্লে কি এ ?

শিশু-। পাগল—পাগল ! ও—ও পাগল, ওর কৃষ্ণচন্দ্রও তথৈবচ। হুঁ—রাজাদের একত্র কর্‌বে—মগধরাজ্য ধ্বংস কর্‌বে—জরাসন্ধের শাসন কর্‌বে, মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি আর কি ! তা নিজে মর্‌ছিস্—মর্‌গে, আবার আমাদের জড়ানো কেন ? জরাসন্ধ আমাদের কি অসম্মান করেছে, তাঁকে ছেড়ে কৃষ্ণের দম্‌বাজিতে প'ড়ে গুষ্টিশুদ্ধ মর্‌তে যাব ?

জল-। এই কৃষ্ণ তোমার পিস্‌তুতো না মাস্‌তুতো ভাই হয় নয়, শুন্‌তে পাই ? কি রকম পিস্‌তুতো-মাস্‌তুতো ভাই তা' হ'লে ? চোরে চোরে ?

শিশু-। আরে তুমিও যেমন ! আমি আমার মা-বাবাকেই দেখি নি, তা মাসী-পিসী ! গোয়ালার ভাত-মারা কোথাকার পিস্‌তুতো ভাই ! আর তাই যদি হয়, তা হ'লেও আমার পক্ষে তার সাহচর্য্য একান্তই অসম্ভব। 'বরঞ্চ ঘোরে নরকে মরণং, নচ ধনগর্ব্বিত বান্ধব শরণং।' নরকে প'চে মরাও শ্রেয়ঃ, তবু ধনগর্ব্বিত আত্মীয়ের শরণ কখনই না ; এ মহাজন-বাক্য। আমায় জরাসন্ধ-পক্ষে থাক্‌তেই হবে।

জল-। থাক তবে তুমি ; আমার কিন্তু মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, ভাই ! ছোক্‌রা আমায় বিগ্‌ড়ে দিয়েছে।

শিশু-। সে কি !

জল-। আর সে কি ! আমার প্রাণে নিয়েছে, ভাই ! আমাদের তুল্য মূর্খ আর দ্বিতীয় নাই। সত্যই ত আমরা কর্‌ছি কি ? জীবন-পাতে পাপের প্রসার কর্‌ছি, পদাঘাতে ধর্ম্মের মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ কর্‌ছি। জগতে পাপিষ্ঠ অনেক রকমের আছে ; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমাদের এই আত্মঘাতীর কাছে, ছদ্মবেশী দস্যু—প্রকাশ্য মশানের জল্লাদ—সবাই-কার হার।

শিশু-। মারা যাবে—মারা যাবে, অপরিণামদর্শি! জরাসন্ধ-কোপে ধনে-প্রাণে একদম্ মারা যাবে।

জল-। মৃত্যু ত একদিন হবেই, বন্ধু! হাজার পক্ষ নিয়ে প'ড়ে থাক্‌লেও সেদিন তোমার জরাসন্ধও ঠেকাতে পার্‌বে না—তার বাবাও না। তবে আর কেন তাকে ভয় ক'রে চোরের মত যেথা-সেথা মাথা গুঁজি? না—দাদা, আমি মাথা গলালুম। জীবনটার গায়ে হাত বুলিয়ে ত খেলা গেল এতদিন, দেখা গেল বেশ তার যা দৌড়—তাতে যা লাভ; আত্মনাশ, মনস্তাপ, ভুবনভরা দুর্নাম। এইবার একবার মরণটাকে আঁকড়ে নিয়ে চলা যাক্; দেখা যাক্, তাতেই বা কি আছে। তবে যতদূর দেখা যাচ্ছে, তাতে অন্য কিছু না থাক্—পরার্থে, ধর্ম্মার্থে প্রাণ উৎসর্গ, এই উজ্জ্বল আত্মতুষ্টি স্বর্গ-সুখকেও ঝক্‌মেরে দেবে। ছোক্‌রা! তোমার বড়্‌শি আমার তেলোয় বিঁধেছে, আমি চল্‌লাম তোমার কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে নিজের ঝাঁক্ নিয়ে। তুমিই বা আর কেন? ছিপ্ গুটোও, তোমার টোপ্ আর কেউ ধর্‌বে না—মিছে চার খরচ কর্‌বে; আর যা তুমি দেখ্‌ছ, ও সব অগাধ-জলের মাছ।

[প্রস্থান।

শিশু-। ওরে, কে আছিস্—শীঘ্র সম্রাট্‌কে সংবাদ দে। শিবিরে শত্রু প্রবেশ করেছে, সব লণ্ড-ভণ্ড কর্‌লে।

সাত্যকী। সাবধান চেদীশ্বর! এখনও আপনাকে অবসর দিচ্ছি, বিশেষ বিবেচনা করুন। রাম-কৃষ্ণকে সামান্য ভাব্‌বেন না। আর্ত্তের কাতরতায়, ধর্ম্মের বিপ্লবে ভূভার-হরণে পৃথিবী-বক্ষে রাম-কৃষ্ণ অবতার। তাঁদের আহ্বান—উৎপীড়িত সমগ্র জগদ্বাসীর হ'য়ে; অবহেলা কর্‌বেন না; অনুতপ্ত হবেন অবশেষে।

শিশু-। কিসের অনুতাপ? কি কর্‌তে পার্‌বে তারা আমার?

আমি চেদীশ্বর শিশুপাল, পরাক্রান্ত জরাসন্ধের মিত্র। সে ভয় আর কাকেও দেখাও গে। যাও বল্‌ছি এখান হ'তে।

সাত্যকী। এখনও বল্‌ছি সাবধান, চেদীশ্বর—জরাসন্ধ-মিত্র!

শিশু-। কে আছিস্, এ উন্মাদটাকে গলাধাক্কা দিয়ে দূর ক'রে দে ত।

সাত্যকী। শিশুপাল! মোহান্ধ বর্ব্বর! জরাসন্ধের অন্তরালে দাঁড়িয়ে আছ ব'লে আপনাকে নিরাপদ্ পরিখাবেষ্টিত, মৃত্যুর অলক্ষ্য মনে করেছ? নিয়তি লৌহদুর্গ মানে না। যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে বিনা ইন্ধনে প্রকৃতি, তোমার পরাক্রান্ত জরাসন্ধ পতঙ্গের মত পুড়্‌বে—মর্‌বে—ছাই হ'য়ে উড়ে যাবে। আর তুমি চেদীশ্বর শিশুপাল, অতি ক্ষুদ্র—অতি-হীন—তৃণাদপি তুচ্ছ; সাবধান! সাবধান! সাবধান!

[প্রস্থান।

শিশু-। দূর হ'—দূর হ' হতভাগ্য গোপ-অনুচর! আগুন জ্বলেছে দেখাতে এসেছ? ফুৎকারে নিবে যাবে—ফুৎকারে নিবে যাবে। ও আগুনে যা দাহিকা, আমার তা জান্‌তে বাকি নাই।

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি]

কিসের শব্দ! রণভেরী! যুদ্ধ বাধ্‌লে বুঝি? ধ্বংস—ধ্বংস—মথুরা ধ্বংস! কংসবধের প্রতিশোধ! জয়—মহারাজ জরাসন্ধের জয়!

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

যুদ্ধোন্মুখ বলরাম ও জরাসন্ধ

বল-। তোর নাম জরাসন্ধ ?
তুই-ই এ শান্ত স্বচ্ছ বিশ্বাকাশে
অকস্মাৎ আবির্ভূত
অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতু ?
শ্রীধাম মধুপুরীর নিত্য শান্তিভঙ্গে
এ রাক্ষসী-আয়োজন—দানব, তোরই ?

জরা-। তুই কে—তুই কে ষণ্ড অসভ্য ইতর ?
জিহ্বায় বর্ব্বর-ভাষা,
বহুমূল্য পরিচ্ছদে
আবৃত মূর্খের মত
বাহ্যরূপে অন্তরের কদর্য্যতা ঢাকা,
সুসজ্জিত কিরাত, কে তুই ?

বল- আমি কাল, আমি রুদ্র,
আমি রে সংহারকর্ত্তা।
দুষ্কৃতি-দলনে—ধর্ম্ম-সংস্থাপনে
সম্ভবামি যুগে যুগে ;
ঈশ্বরের অবতার আমি।

এ কল্পে আমার কর্ম্মযোগ্য নাম—
সঙ্কর্ষণ, বলদেব, রাম।

জরা-। তুই রাম ?
তুই-ই কংসারি সে রাম-কৃষ্ণের রাম ?
তোর কৃষ্ণ কোথা ?
তারে চাই আমি—
ডেকে আন্ —একত্রিত হ’ দুজনে,
এক গদাঘাতে আমি
চূর্ণিব দোঁহার মুণ্ড ;
প্রতিজ্ঞা আমার—
তুলিব না এ করে দ্বিতীয় গদা
জামাতা-নিধনকারী
দুরাচার রামকৃষ্ণ-বধে।
সিংহ কভু শিকারের তরে
একটী লম্ফের অধিক দেয় না।
কোথা কৃষ্ণ ?
অবসর দিতেছি রে তোরে,
জোট্ বেঁধে দাঁড়া—ডেকে আন্ তারে।

বল-। ডাক্ দিতে হবে না, রে !
আছে কৃষ্ণ আমারি ভিতরে।
মূর্খ, অন্ধ, মায়ার সেবক !
কৃষ্ণ ব’লে নাই রে স্বতন্ত্র কেউ ;
যেই রাম, সেই কৃষ্ণ।
দেখাতে বৈষম্যময় দ্বন্দ্বের একত্ব,

এক, নিত্য, অব্যয়, অখণ্ড মোরা
অবতীর্ণ বিশ্ব-রঙ্গভূমে ;
শ্বেতবর্ণ আমি রাম, অসিত শ্রীকৃষ্ণ।
নহে ভিন্ন—এক আত্মা, এক কর্ম্ম,
এক মূল, এক কাণ্ডে দুই শাখা,
গতি পরিণতি একই দোঁহার।
পারিস্ বিচূর্ণ কর্ রামের মস্তক ;
দেখিবি কৃষ্ণও নাই—
লীন হ'য়ে গেছে এই অনন্তের সনে।

জরা-। জরাসন্ধ ! রুদ্র-উপাসক !
রুদ্রধ্যানে রুদ্রময় রুদ্রমূর্ত্তি ধর ;
সংহর' - সংহর' শত্রু।
সুদূর মগধ হ'তে উর্দ্ধশ্বাসে
এসেছ মথুরা যাদের সন্ধানে,
গ্রাস কর বুভুক্ষু-ব্যাদনে
কংসহন্তা মুণ্ড সেই ·
ওরে গদা ! অগ্নিমুখে যথা
দেবগণ করেন হবির্ভোজন,
সেইমত তুই মোর সর্ব্বগ্রাসীমুখ ;
তোর দ্বারা তৃপ্ত আমি হত্যার ক্ষুধায়।
জরাসন্ধ ! ধ্বংস দেবতায়,
তৃপ্তিদান কর।
আহুতি গ্রহণ কর—ওঁ ভূ স্বাহা !

[গদাঘাত]

বল-। [গদা ব্যর্থ করিয়া]
অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ
পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।
জরাসন্ধ, ধ্বংসের দেবতা!
কই তোর রুদ্রমূর্ত্তি নিখিল-সংহারী?
এই গদা তোর সর্ব্বগ্রাসীমুখ
হোমাগ্নির তুলনায়,
সে মুখে যে প'ড়ে গেল ছাই!
কোথা তোর প্রতিজ্ঞা, বর্ব্বর!
এক গদাঘাতে
চূর্ণিবি মস্তক দুজনার—
করিবি না দ্বিতীয় প্রহার;
কোথা সেই সিংহের শিকার?
আচ্ছা—আচ্ছা—মাথা তোল্;
নতমুখে কেন? পুনঃ চেষ্টা কর্।
তুই ত প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট;
আমি তোরে সাধ ক'রে দিতেছি সম্মতি—
ধর্ রে দ্বিতীয় গদা।

জরা-। আরে—আরে—কদাচারী, কুমতি-চালিত!
কি কৌশলে নিবারিলি জরাসন্ধ-গদা
না পারি বুঝিতে;
এ যেন ভৌতিক ক্রিয়া!
হয়েছিল হস্ত মোর নিশ্চয় শিথিল
দয়া-পরবশে শিশু হেরি তোরে।

নাই—নাই—নাই ওরে এবার নিস্তার,
অনিবার্য্য এ প্রহার ;
তোর সনে মেদিনী পশিবে রসাতলে।

[গদাঘাতোদ্যত।

বল-। [ব্যর্থ করিয়া] আবার যে তাই ?
এবার' কি শিশু হেরি
স্নেহের সাগর তোর উথলিয়াছিল ?
ভাল—ভাল !
একবার গেল—দুইবার গেল,
পুনরায় দিতেছি সম্মতি—
বারের বিচার নাই,
যতবার ইচ্ছা তোর
কর্ রে উপর্য্যুপরি ও গদা-চালনা ;
আমি উপস্থিত ব্যর্থ ক'রে যাই।
আশা মিটে গেলে তোর,
পশ্চাতে দেখাব—
কে আমি শিশুর বেশে।

জরা-। দয়া নাই – মায়া নাই—
নীতি নাই—গণ্ডী নাই,
কিছু নাই তা' হ'লে এবার।
জ্বলিল, রে জরাসন্ধ !
রুদ্র-ললাটস্থ উগ্র কালবহ্নি।
বহিল, রে জরাসন্ধ !
বিশ্ব একাকারে প্রলয়-প্রচণ্ড-ঝঞ্ঝা।

নামিল, রে জরাসন্ধ!
সৃষ্টির শিয়রে উন্মত্ত কড়কা-বৃষ্টি।
দৃষ্টিহীন, শ্রবণবিহীন, নির্ব্বাক্-বদন!

বল-। আয় দুরাত্মন্!

[যুধ্যমান উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুতপদে চণ্ডকৌশিক উপস্থিত হইলেন।

চণ্ড-। [চমকিত হইয়া] একি! এ আমি কোথায়? এ যে ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মভূমি রণস্থল! আমি ব্রাহ্মণ না? আমি মহর্ষি গৌতমের পুত্র চণ্ডকৌশিক না? আমার কটিতে কৌপীন, করে কমণ্ডলু, হৃদয় কাম-কলুষহীন ব্রহ্মের পবিত্র মন্দির না? আমি কেন এখানে? এই ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মভূমে? কে? কে তুই আমায় মন্ত্রমুগ্ধ—আত্মহারা ক'রে আমার অজ্ঞাতে এই কদর্য্যতায় টেনে আন্‌লি? মায়া? কিসের মায়া? জরাসন্ধকে আমি সৃষ্টি করেছি—এই মায়া? ধ্বংস হোক্ জরাসন্ধ। সে এই জগৎজুড়ে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, হাহাকারের বন্যা এনেছে; সে পাপিষ্ঠ আমার উপদেশ, আমার আন্তরিকতা অম্লানবদনে অগ্রাহ্য করেছে—তার মায়া? ধ্বংস হোক্ সে। আর এখানে দাঁড়ান হবে না; তার জন্য আমি নিজস্ব হারাব না। সাবধান—মায়া! আমি ব্রাহ্মণ, সর্ব্বমায়াতীত :

গীতকণ্ঠে মায়া আবির্ভূতা হইলেন।

মায়া।—

গান

মায়ার অতীত কেউ নাই—মিছে বড়াই ক'রো না জীব।
মায়ার অধীন বিশ্ব-জগৎ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব।

চণ্ড-। হাঃ—হাঃ—হাঃ! আবার মূর্ত্তিমতী হ'য়ে এলি, সর্ব্বনাশি! বলিস্ কি? মায়ার অতীত কেউ নাই? এত দর্প তোর? বিশ্ব-জগৎ

মায়ায় বদ্ধ ? বিশ্ব-জগতের কতটুকু দেখেছিস্ তুই, অদূরদর্শিনি ? দেখ্‌বি কি ? তার সবটা দেখার তোর দৃষ্টিই নাই। তোর আধিপত্য ত বিশ্ব-জগতের অতি নিম্নে, কামিনী-কাঞ্চন-ভোগাসক্তির উপর ; ব্রহ্মের মন্দিরে উঠ্‌তে পেরেছিস্ ? কি ক্ষমতা ? সেই ব্রাহ্মণ আমি। হাস্‌ছিস্ কি ? দেখ্‌তে চাস্ ? ভাল, যুদ্ধস্থলে এসে পড়া গেল যখন, শুধু ফিরি কেন ? আমিও যুধ্যমান। জরাসন্ধের সঙ্গে যাদবের যুদ্ধ, আমার যুদ্ধ বিশ্ব-বদ্ধকারিণী মায়া— তোর সঙ্গে। এই আমি চল্‌লুম ; আট্‌কা।

[প্রস্থান।

মায়া।—

[পূর্ব্ব গীতাংশ]

যেই হও তুমি, যেথাকারই হও, যতই কর-না যারই পূজা,
যেদিকেই যাও, নিস্তার নাই, দশদিকে আমি দশভুজা ;
ছাড়্‌রে পাগল সমর-বাসনা,
দাঁড়াও—ফের, আর হাসায়ো না,
কতটা শোণিত তোমার বল-না, দেখনি আমার জিভ।

[অন্তর্দ্ধান।

শ্রীকৃষ্ণ ও সহদেব উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। সহদেব ! শোনা ছিল—তুমি পিতার যোগ্য পুত্র নও, তুমি এক অপার্থিব প্রীতির সৃষ্টি ; কিন্তু একি ! এ যুদ্ধে তুমি ?

সহ-। এতে আমার সে অপার্থিব প্রীতির সৃষ্টির কি এমন বৈপরীত্য দেখান হচ্ছে, যদুপতি ?

শ্রীকৃষ্ণ। হয় নাই ? হাহাকারের খরস্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিচ্ছ—ধ্বংসের তাণ্ডব-লীলার নৃত্যোৎসবে অম্লানে যোগদান করেছ—পাপের সাহায্যে বদ্ধপরিকর, অস্ত্র ধ'রে এসেছ, হয় নাই প্রীতির সৃষ্টির বৈপরীত্য ?

সহ-। পিতা—যদুপতি! পিতা। পাপ নাই—পুণ্য নাই—পিতা।

শ্রীকৃষ্ণ। সহদেব! প্রহ্লাদ-চরিত্র পড়েছ?

সহ-। পড়েছি।

শ্রীকৃষ্ণ। কি বুঝেছ তাতে?

সহ-। বলদর্পী যথেচ্ছাচারী পিতার আজ্ঞা অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আত্মসমর্পণ করাই আত্মোন্নতির নীতি।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে?

সহ-। পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

এ শ্লোকটা কি তা হ'লে দুর্নীতি?

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্নীতি নয়—পিতা-বিশেষ আছে।

সহ-। কই, এ শ্লোকের মধ্যে পিতা শব্দের পূর্ব্বে ত কোন বিশেষণ দেওয়া নাই; শুধুই ত পিতা। যাও যদুপতি! তোমার সে প্রীতির সৃষ্টির বৈপরীত্য হ'লেও আমার ঐ মন্ত্র "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ"; আমি তোমার প্রহ্লাদের নীতি নেব না।

শ্রীকৃষ্ণ। নিতেই হবে তোমায় প্রহ্লাদের নীতি, সহদেব! সে নীতি সর্ব্বনীতির সার।

সহ-। নেব না। যে নীতি পুত্রকে নরসিংহ-কবলে জন্মদাতা পিতার বিভীবিকাময় মৃত্যু স্থিরভাবে দেখায়, সে নীতি সর্ব্বনীতির সার—সে প্রহ্লাদের পক্ষে, সহদেব তা স্বীকার করবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। করতেই হবে স্বীকার, সহদেব! গায়ের জোর খাটবে না। প্রকৃতি তোমায় এমন স্থলে নিয়ে গিয়ে ফেলবে, তোমাকেও দেখতে হবে, জরাসন্ধের শোচনীয় মৃত্যু ঠিক ঐরূপ স্থির ভাবেই, দ্বিতীয় প্রহ্লাদটী হ'য়ে; সত্যের বিকাশ স্বতঃসিদ্ধ।

সহ-। দেখ্‌ব তাই, তোমার লীলাময়ী মহাপ্রকৃতি আমায় কোন্‌ স্থলে কোন্‌ দিক্‌ দিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার 'পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ' আজন্মের ধারণা মিথ্যা ক'রে দেয়—আমায় প্রহ্লাদ-চরিত্রের পক্ষপাতী করায়। দেখ্‌ব সে অসম্ভব-সম্ভব-ঘটনাস্থল, সে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রকৃতি। কারো মুখের কথায় নয়—কোন পুরাণ-প্রসঙ্গে নয়, প্রত্যক্ষ—চোখের ওপর।

শ্রীকৃষ্ণ। মুখের কথা, কি পুরাণ-প্রসঙ্গ, কোনটাই ভ্রান্ত নয়, সহদেব! যাক্‌, প্রত্যক্ষ দেখ্‌বে তা।

সহ-। তা হ'লে উপস্থিত?

শ্রীকৃষ্ণ। যুদ্ধই।

সহ-। তা হ'লে এ যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-সহদেবে নয়, এ যুদ্ধ "প্রহ্লাদের নীতি" আর "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" এই দুই নীতিতে।

[যুধ্যমান উভয়ের প্রস্থান।

যুধ্যমান শিশুপাল ও সাত্যকী উপস্থিত হইল।

সাত্যকী। বেছে—বেছে তুমি শেষটায় আমার ভাগেই পড়্‌লে, চেদীশ্বর? ঈশ্বরের কী অপূর্ব্ব যোজনা! বলিহারি! তখন আমায় বড় অর্দ্ধভোজনে উঠিয়ে দিয়েছ, এখন? আজ যে তোমার মুণ্ড পাঁচ কুটুম্ব মিলে পরম সুখে চর্ব্বণ করব; সাবধান হ'লে না?

শিশু-। কিসের জন্য? মূর্খ! এখনো ভ্রূকুটী কর্‌তে লজ্জা হচ্ছে না? দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য সৈন্য-সমাবেশ?

সাত্যকী। মেষপালের বেষ্টনে সিংহগণের কি কর্‌বে, শিশুপাল? কর্‌বে—কেবল তাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি। ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়ো না, বার বার অনুরোধ কর্‌ছি, তুমি যদুবংশের আত্মীয় ব'লে। সাবধান হও—ফের।

শিশু-। কানে আঙুল দিতে হ'ল, দেখ্‌ছি আমায়। বার বার

সেই কথা, সেই ফের—সেই আমরা তোমার আত্মীয়। দেখ্—সাত্যকী, সাফ্ কথা—আমার আত্মপর নাই, যেখানে স্বার্থ সেই আমার আত্মীয়। জরাসন্ধ আমায় মথুরা দিতে প্রতিশ্রুত; দিবি তোরা ছেড়ে?

সাত্যকী। ওরে ধূর্ত্ত পর-বিবাদ-প্রবর্ত্তক, মাংসলোভী শৃগাল! তুমি মথুরার লোভে জরাসন্ধকে উত্তেজিত ক'রে এনেছ? বল্‌তে হয় তা এতক্ষণ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—আমি করেছি কি? বোঝাতে গেছি কাকে? জগৎ! তোমার বুকে এরূপ দুরভিসন্ধিভরা গুপ্তপাপী আর কতগুলি আছে? তুমি এক কাজ করতে পার? নিয়তির তপস্যা ক'রে তাদের সব ক'টাকে এক নৌকায় চড়িয়ে দাও, আমি একটা ঝঞ্ঝা তুলে এক সংঘাতে ডুবিয়ে দিই। তা না হ'লে যে, তোমার উদ্ধারের অনেক দেরি। শিশুপাল! না—আর আমি তোকে নিঃশ্বাস ফেল্‌তে দেব না, ও বিষাক্ত বীজাণু আর এ বায়ুতে মেশে কেন? অস্ত্র ধর্‌বি, না মল্লযুদ্ধ কর্‌বি? আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে তোরে টুটি চেপে মারি।

শিশু। [অস্ত্র খুলিয়া] সাবধান!

সাত্যকী। মা রক্তবীজ-বিনাশিনী মহাকালি! সেই রকম লোল-জিহ্বা আর একবার প্রসারিত ক'রে এস, মা! এ পাপ-রক্ত পুণ্য-মৃত্তিকায় যেন না পড়ে।

[যুধ্যমান উভয়ের প্রস্থান।

চণ্ডকৌশিক পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

চণ্ড। না—যুদ্ধটা দেখে যেতে হ'ল। যে-সে যুদ্ধ নয়, রাম-জরাসন্ধে যুদ্ধ—দেখ্‌বার। এতক্ষণ জরাসন্ধ রামকে আক্রমণ ক'রে এসেছে, রাম শুদ্ধ সে আক্রমণ ব্যর্থ ক'রে যাচ্ছে—অন্যদিকে হাত বাড়ায় নি; কিন্তু আর ত মান্‌বে না? তার অকৃতকার্য্যতা কতক্ষণ সহ্য কর্‌বে? এইবার যে রাম জরাসন্ধকে আক্রমণ কর্‌বে, তখন? না—এসে পড়েছি যখন,

দেখে যেতে হ'ল যুদ্ধটা শেষ পর্য্যন্ত। জরাসন্ধ! জরাসন্ধ! কর্‌ছ কি? চণ্ডকৌশিকের সৃষ্টি তুমি, ব্রহ্মতেজের পূর্ণমূর্ত্তি তুমি; বলরাম তোমার গদা ব্যর্থ করে? নিরুৎসাহ হ'য়ো না, আরও জোরে—আরও ক্ষিপ্রকরে, নির্ভয়; আমি এখানে দাঁড়িয়ে।

মায়া পুনরাবির্ভূতা হইলেন।

মায়া। [করতালিসহ] আট্‌কেছি—আট্‌কেছি—আট্‌কেছি।

চণ্ড। [চমকিয়া] ওঃ—করেছি কি! তাই ত! ভুল করেছি—ভুল করেছি, যাদুকরি! তোর যুদ্ধে আমি পরাস্ত হই নি, ভুল করেছি; ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। এই আমি চল্‌লাম, করুক্ গে রাম জরাসন্ধকে আক্রমণ; আমার কি? আমি সর্ব্বমায়াতীত ব্রাহ্মণ।

[প্রস্থান।

মায়া। ঐটেই ভুল—ঐটেই ভুল—

গান

জাগন্তে দেখ যে স্বপন।
ও ভুল চিরস্থায়ী যাবৎ জীবন।
জ্বলিও না বৃথা আর, হবে শুধু নিজে ছাই,
কি শকতি মায়া জয়ে, এ তেজের শেষ নাই,
কেন মর ছাতিফেটে মরীচিকা-প্রতারিত,
মায়াতীত ভুয়ো কথা কর রে গোপন।

[অন্তর্দ্ধান।

বলরাম ও জরাসন্ধ পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

বল। এবার আমার পালা।
তোর যা বাহুর তেজ—তোর যা কৌশল,
তা' ত দেখা গেল সব।

এসেছিলি মস্তক চূর্ণিতে ;
কেশপাতে হ'ল না সামর্থ্য
শত চেষ্টাতেও।
আর সহিব না,
আঘাত করিলে প্রতিঘাত আছে তার ;
আক্রমণ আমার এবার।
শক্তি দেখি তোর,
ব্যর্থ কর্ রামের বিক্রম।
প্রথম আঘাত—

[আঘাত করিলেন]

জরা-। [ব্যর্থ করিয়া]
ব্যর্থ—ব্যর্থ—ব্যর্থ রে বিক্রম তোর,
ছন্নমতি-রাম !
পৃথিবী শাসনক্ষম
জরাসন্ধ ধরে নাই গদা
শিথিল—নিস্তেজ—দুর্ব্বল বাহুতে।

বল-। ধর্ রে দ্বিতীয়—

[গদাঘাত]

জরা-। [ব্যর্থ করিয়া] ব্যর্থ—ব্যর্থ !
ব্যঙ্গ আর কি করিব তোরে ?
গোপশিশু তুই, আজন্ম পাঁচনি-পাণি ;
গদাযুদ্ধ জরাসন্ধ-সনে ?
ব্যর্থ তোর দ্বিতীয় আঘাত !

বল-। [সমুচ্চ শক্তিতে] তৃতীয়—সমাপ্ত রণ।

[আঘাত ও জরাসন্ধের গদাচ্যুতি]

জরাসন্ধ। হাস্‌ব, না কাঁদ্‌ব? কি কর্‌ব বল্‌ দেখি? হাসি আস্‌ছে; এই শক্তি—এই প্রতাপ নিয়ে তুই গোটা পৃথিবীজুড়ে বসেছিলি মহাবল-পরাক্রান্ত নাম ফলিয়ে? কান্না আস্‌ছে; তোর সে কৌশলজাল ছিন্ন—তোর সকল আশা-ভরসার অবসান। জগৎ! তুমি কি ভাবে জরাসন্ধ-বধ চাও? তোমার রক্ত-শোষক নৃশংস শার্দ্দূল জালে পড়েছে, তোমার বক্ষ-পঞ্জর-চূর্ণকারী তাণ্ডব-নৃত্যশীল প্রেত, কালের কটাক্ষে স্থির; তোমার অশ্রু-অর্ঘ্যের প্রসন্ন দেবতা—বলরাম মুক্তকণ্ঠ, বরং বৃণু। কি ভাবে তুমি জরাসন্ধ-বধ চাও? কোন্‌ পৈশাচিক বীভৎস প্রণালীতে তার সংহার হ'লে তোমার তৃপ্তি?

শিশুপাল উপস্থিত হইল।

শিশু-। দুর্ম্মতি! দুর্ম্মতি! কে কোথায়—ছুটে এস, মহারাজের অপমান—প্রাণপাত কর। দুর্ব্বৃত্ত গোপাধম! [আক্রমণোদ্যত]

তেজের বিকাশ।

তেজ।—

গান

সাবধান সম্বর' প্রসারিত কর।
সাবধান পন্নগ প্রবেশ' বিবর।
সাবধান এ অনলে এসো না পতঙ্গ,
দেখিবে কি ক্ষীণ আঁখি বজ্রের রঙ্গ,
জলাশয় নয় এ যে সাগর-তরঙ্গ;
সন্তরণ সাধ পাশর' পামর।

শিশু- একি! একি! তেজ বিভীষণ!
সহস্র মার্ত্তণ্ড যেন
এককালে উঠিল জ্বলিয়া!

আক্রমণে কাহার শকতি ?
অগ্রসর হই কি প্রকারে ?
নয়ন মেলিতে নারি।
গেল সব বুঝি,
মহাতেজ কে আঁটিবে ওরে ?

বল-। বল—জগৎ! নীরব কেন? নির্ভয় মুক্তকণ্ঠে বল, কি ভাবে তুমি জরাসন্ধ-বধ চাও? যতই নিষ্ঠুরতা হ'ক্, রাম সে প্রার্থনা পূর্ণ করবে।

সহদেব উপস্থিত হইল।

সহ-। আগে আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, রাম! জরাসন্ধ-বধ দেখাবে জগৎকে, আগে জরাসন্ধের আত্মজকে দৃঢ়হস্তের পরীক্ষা দাও।

[আক্রমণোদ্যত]

জ্যোতির বিকাশ

জ্যোতিঃ।—

গান

ধীরে ধীরে বিকাশ' আঁখিরে।
দেখ কোথা উপনীত কী তটিনী-তীরে।
দেখ রে দুকূল ছেয়ে কী মহিমা স্রোত বয়,
তরঙ্গে তরঙ্গে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
অনন্ত এ প্রবাহ, অবিচল জ্ঞানময় ;
নমঃ মায়ামুক্ত অবনত শিরে।

সহ-। একি! একি জ্যোতিঃ অপরূপ!
একযোগে যেন
শত সুধাংশু সমুদ্ভাসিত! •
উথলে লাবণ্যধারা ঝলকে ঝলকে,

নয়ন পলকহীন—স্পন্দহীন হৃদি,
জীবন আনন্দময় জ্যোতির পুলকে।
কী এ জ্যোতিঃ! কিসের এ জ্যোতিঃ!
এই জ্যোতিঃ হবে জগতের প্রাণ;
এই জ্যোতিঃ বুঝি ভগবান্।
এসেছি রে কার আক্রমণে?
কাহার উদ্ধারে?
কোথা পিতা? কোথা রাম?
কোথা গেল সে বিশ্ব নিখিল?
সব লীন ঐ দিব্য জ্যোতিঃ-পারাবারে,
সব জ্যোতির্ম্ময় ওই জ্যোতির পরশে।
কী সুন্দর—কী সুন্দর—কী মহিমময়!

বল-। জগৎ! আমি একটা সিদ্ধান্ত করেছি, শুন্‌বে? সম্মতি থাকে—সায় দাও। অহমিকান্ধ জরাসন্ধ-বধ আর কি প্রকারে? এই-রুদ্র-হল-আকর্ষণে—এই চণ্ড মুষল-প্রহারে।

শূলহস্তে পুনরায় চণ্ডকৌশিক উপস্থিত হইল।

চণ্ড-। কে রে? কার রুদ্রহল, ভীষণ মুষল? এ ব্রহ্ম-শূল নিবারণ করবে কে?

শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণু-চক্র।

মায়া পুনরায় আবির্ভূতা হইলেন।

মায়া। হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ—লেগে যাও—লেগে যাও। তুমি না মায়াতীত ব্রাহ্মণ? কেমন? রণ করবে মায়ার সঙ্গে? মিটেছে সাধ? তুমি ত সামান্য, ব্রাহ্মণ! তোমার এই ক্ষুদ্রসৃষ্টি জরাসন্ধের মায়ায় শূল

ধর্‌বে, তার আর আশ্চর্য্য কি? তোমাদের আদি পুরুষ ব্রহ্মা—সেও তার এই বিশাল বিশ্বসৃষ্টির মায়ায় প্রতিমুহূর্ত্ত ক্ষেত্রবিশেষে কোথাও কেঁদে—কোথাও কমণ্ডলু তুলে বেড়াচ্ছে। ভাব্‌ছ কি তবে? লেগে যাও ব্রহ্ম-শূল বিষ্ণু-চক্রে; আমি হাসি—হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ—

[অন্তর্দ্ধান।

চণ্ড-। রাক্ষসি! রাক্ষসি! যাস্‌ না—দাঁড়া; দেখে যা—ব্রহ্ম-শূলের গতি বিপরীত দিকে। সে বিষ্ণু-চক্র ভেদ না ক'রে, কুহকিনি! তোর ঐ কুটিল চক্রভেদে ধাবিত। বধ কর—বধ কর—রাম, দুরাত্মা জরাসন্ধে, বধ কর—যথেচ্ছাচারী দুর্ব্বৃত্ত অসুরে, বধ কর—পিতৃ-অবাধ্য কুলাঙ্গার আত্মজে চণ্ডকৌশিকের চক্ষের সমক্ষে। আমি আর ক্রুদ্ধ হব না, ক্রোধের উৎপত্তিস্থল আট্‌কাব। অশ্রু আসে—নাম্‌তে দেব না, বাষ্পা-কারে উড়িয়ে দেব। দীর্ঘশ্বাস পড়ে—নির্ভয়, উত্তাপ পাবে না তাতে, সহিষ্ণুতার শৈত্যে হিম করা থাক্‌বে। বধ কর—বধ কর; ওর নিধন—ও হলাকর্ষণ, মুষল-প্রহারে হবে না, রাম! ও চণ্ডকৌশিকের সৃষ্ট; ওর বধোপায় একমাত্র—না—না, না—না—বধ কর—বধ কর যে প্রকারে পার, যত সত্বর সম্ভব।

বল-। সায় দাও না যে?
মৌনং সম্মতি লক্ষণম্‌।
জরাসন্ধ—

[গদা উত্তোলন]

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও, প্রভু!
সম্বর' ও প্রলয়-মূরতি;
ক্ষমা কর জরাসন্ধে।

বল-। ক্ষমা—জরাসন্ধে?

শ্রীকৃষ্ণ। সম্মুখে ব্রাহ্মণ কাঁদে,
মুখে বলে 'বধ কর' কর্ত্তব্যানুরোধে ;
হৃদে তার অবিরামগতি,
অন্তঃশীলা ফল্গুস্রোত অনন্ত মায়ার ;
অন্তর্য্যামী ! শান্ত হও ;
জরাসন্ধে ভিক্ষা দাও
কাতর ব্রাহ্মণে।

বল-। ব্রাহ্মণ নরকে যাক্।
জরাসন্ধে ভিক্ষা ?
কী বল ? কে তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণ। [বলরামের পদতলে পড়িয়া]
আমি দাস—আমি শিষ্য,
প্রভু তুমি—গুরু তুমি ;
আমি তব লীলা-সহচর যুগে যুগে।

বল-। কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !
তুমি বল জরাসন্ধে ক্ষমা ?
ওঠ—ওঠ—ওঠ, রে রামের আত্মা !

[শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া তুলিলেন]

ক্ষমিলে কি হবে তারে, কৃষ্ণ ?
স্মরণে কি রাখিবে সে ?
অর্দ্ধমৃত বায়ুভুক্ সর্প শক্তি পাবে—
আবার তুলিবে ফণা ;
নব সেনা সংগৃহীত হ'লে
আবার আসিবে।

শ্রীকৃষ্ণ । আসাই ত বাঞ্ছনীয়, দেব !
বার বার আসুক অসুর
নব ভাবে, নব-নব সেনা সজ্জা ক'রে,
আমরাও এইমত নব-নবোৎসাহে
ক'রে যাই নিত্য-নব অসুর সংহার !
ভূভার-হরণে—দেব, অবতার তুমি ;
আজ যদি জরাসন্ধে বধ'
আশা পূরিবে না,—
ভূভার থাকিয়া যাবে !
কে আনিবে আর
অন্যান্য অসুরগণে উৎসাহিত করি—
এইমত অগ্নি-ভক্ষণের লোভে
পতঙ্গের প্রায়
পুড়িবারে ওই ভীম দাবানলে ?
কে যোগাবে আর
ও যূপকাষ্ঠের বলি ?
জরাসন্ধ নহে বিঘ্ন, দেব !
ভূভার-হরণে তোমার সাহায্যকারী ।
থাকুক্ সে আরো কিছুদিন ;
দেখুক্ কোথা কে আছে নারকী পামর,
আসুক্—যোগাক্ পর পর—
একটীও বাদ নাহি যাবে ।
ভূভার-হরণ—দেব, ভূভার-হরণ—
ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন !

শেষ হ'য়ে গেলে তারা সব, তার পর

শাখা-প্রশাখার পর মূল-উৎপাটন।

বল-। থাক্ তবে, জরাত্মন্!

আবার আসিস্।

বিদায় এখন।

[কৃষ্ণসহ প্রস্থান এবং তেজ ও জ্যোতির বিলয়।

চণ্ড-। এস, জরাসন্ধ!

জরা-। তোমার শূল কই, ঋষি? তোমার ব্রহ্ম-শূল আমার বক্ষে হান; জন্ম দিয়েছ, আজ আমি মৃত্যুর ভিখারী তব পাশে।

চণ্ড-। গৃহে এস।

[জরাসন্ধের হস্ত ধরিয়া লইয়া গেলেন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মগধ-তোরণ

উন্মত্তবৎ অস্তি বাহিরে আসিতেছিল, প্রাপ্তি তাহাকে ধরিল।

প্রাপ্তি। কোথা যাচ্ছ—দিদি, কোথা যাচ্ছ ?

অস্তি। একটু এগিয়ে যাচ্ছি, বোন্! মগধ-সেনা ফিরে আস্‌ছে—দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? আমি একটু এগিয়ে যাচ্ছি তাই।

প্রাপ্তি। তার জন্য তোমার এগিয়ে গিয়ে কি হবে? তারা ত আস্‌ছে—আস্‌বেই।

অস্তি। কি বলিস্, প্রাপ্তি? মগধ-সেনা রাম-কৃষ্ণের ধ্বংস ক'রে ফিরে আস্‌ছে, আমি এগিয়ে যাব না তাদের উৎসব ক'রে আন্‌তে তারা আস্‌বেই বলে? তুই এক কাজ কর, প্রাপ্তি! আমি এখানে রইলুম, ওদের অভ্যর্থনায়। তুই অন্দরে যা, এয়োদের সব ডাক্, তারা উলু দিক্—শাঁখ বাজাক্। রাম-কৃষ্ণ ধ্বংস—আমার স্বামী-পীঠ মথুরা উদ্ধার!

প্রাপ্তি। আগে সংবাদটাই কি শোন, তার পরে নাচ্‌বে। রাম-কৃষ্ণের ধ্বংস ত নাও হ'তে পারে। মথুরা ভাসিয়ে এসেছিলে, সে উদ্ধার হ'ল, কি তলিয়ে গেল, তার ঠিক কি?

অস্তি। দেখ্ প্রাপ্তি! আমি তোর গলায় পা দিয়ে মার্‌ব। অমঙ্গল চোখে দেখা যায়, কিন্তু অমঙ্গলে কথা যে বলে, সে কখনও সহোদরা নয়—সে ঠিকই সতীন।

প্রাপ্তি। দোহাই তোমার, দিদি! আর যা বলবে বল, সতীনের প্রসঙ্গ আর তুলো না। সতীন ছিলাম যা নিয়ে, সে হাতের নোয়া ত ধুয়ে-মুছে গেছে, আর কেন সে স্বপ্নের স্মৃতি? এখন আমরা ত আবার বাল্যে ফিরে এসেছি—সেই বাপের কোলে—সেই বাপের মেয়ে; এখন আমরা আবার সেই দুই বোন।

অস্তি। আয়—আয়- তবে, বোন্! অমন ধারা এলো-মেলো ছুটেছিস্ কেন? আমার গলা ধ'রে দাঁড়া, এক নাড়ীর উৎপত্তি আমরা এক গতি হ'। আমি আমার বুকফাটা বিরহ-সঙ্গীতে ভৈরব রাগের যোজনা করি, তুই তোর নোয়াখোলা সাদা হাতে সমে সমে তাল দে। আমি মাজা-ভাঙা ভুজঙ্গিনী বৃথা রোষে ফোঁস্ ধ'রে থাকি, তুইও তোর ছিদ্র ডমরু তালি দিয়ে যা-হ'ক্ ক'রে বাজিয়ে যা। প্রাপ্তি! দুঃখ ত আছেই; জীবনটা ত ধরতে হবে? সুখ না পাই, খানিক সুখের স্বপ্নই দেখি আয়। অমঙ্গল কথা ছাড়্, বল—রাম-কৃষ্ণ হত। মিথ্যা হ'ক্; আমি অন্ততঃ সে মুহূর্ত্তটাও আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি ক'রে নিই।

বিশৃঙ্খল অব্যবস্থভাবে জরাসন্ধ উপস্থিত হইলেন।

জরা-। কে তোরা? কে তোরা দুটোতে এখানে দাঁড়িয়ে? এটা কি মগধ-তোরণ নয়?

অস্তি। তুমি কে? তুমি কে, অন্ধ-অব্যবস্থ-প্রেতমূর্ত্তি?

জরা-। চোপ্‌রাও। আমি অন্ধ? এই ত আমার চোখ জ্বলজ্বল্ করছে। আমি অব্যবস্থ? এই, আমি ত আপনাকে গুছিয়ে নিয়ে চলেছি। প্রেতমূর্ত্তি আমার? আয়না চাই, চোখে না দেখ্‌লে বিশ্বাস করব না। চোপ্‌রাও। যা জিজ্ঞাসা করছি, উত্তর দে; এটা মগধ-তোরণ কি না?

অস্তি। দেখ্‌তে পাচ্ছ না? আবার অন্ধ কা'কে বলে?

জরা-। হুঁ—বটে, মগধ-তোরণ! আচ্ছা, এখানে দুটো রাক্ষসী বাস করে জানিস্? অনেকটা তোদেরই মত, নাম অস্তি-প্রাপ্তি! তারা এখন এখানে আছে, না চর্‌তে গেছে অন্য কোথাও তাদের রূপোর কাটী ছুঁইয়ে নগরটায় ঘুম পাড়িয়ে দিতে? তাদের ডেকে আন্‌তে পারিস্ একবার এইখানে? কোন রকমে ভুলিয়ে? তোদেরই ত জাত; আস্‌বে না? আমি একবার তাদের দেখে নি, ছাইয়ের উপর রেখে টিপে মারি।

প্রাপ্তি। কেন, তারা তোমার করেছে কি?

জরা-। সর্ব্বনাশ করেছে—রে, আমার সর্ব্বনাশ করেছে! তারা দুটোতে আমার মেয়ে সেজে এসে—রাক্ষসী কি না, সব রকম বেশ ধর্‌তে পারে যে! নাকিসুরে কান্না সুরু ক'রে দিলে—"বাবা, আমাদের বিধবা করেছে—আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, প্রতিশোধ দাও—প্রতিশোধ"। কি করি, আমি মানুষ ত, তাদের মায়া ভেদ করতে পারি? সোনার কাটী ছুঁইয়ে দিয়েছে যে! ছুট্‌তে হ'ল ঊর্দ্ধশ্বাসে। সর্ব্বনাশ হয়েছে রে, রাক্ষসীদের মায়ায় প'ড়ে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বস্ব গেছে; আমার মান গেছে—আমার সম্ভ্রম গেছে—আমার শক্তির গৌরব গেছে—আমার জরাসন্ধ নাম ডুবে গেছে!

প্রাপ্তি। বাবা? বাবা—বাবা—

জরা-। [ক্ষিপ্তবৎ] পেয়েছি—পেয়েছি—পেয়েছি—

[প্রাপ্তির গলা টিপিতে উদ্যত।

অস্তি। [বাধা দিয়া] কি কর—বাবা, কি কর?

জরা-। [প্রাপ্তিকে ছাড়িয়া অস্তির প্রতি] ওরে, এই যে রে আর একটা—

সহদেব উপস্থিত হইল।

সহ-। একি পিতা? এত বিভ্রান্ত? কাদের গায়ে হাত?

জরা-। মার্‌ব না? আচ্ছা—থাক্, যা-ই করুক্—শিবের জীব। তবে তুই এক কাজ কর্, সহদেব! এদের দুটোকে খাঁচায় ভ'রে বনে ছেড়ে দিয়ে আয় গণ্ডী দিয়ে; যেখানকার জীব ওরা সেইখানে থাকুক গে! দেখ্‌ছিস্ কি? রাখিস্ না ঘরে তোর ভিটে-মাটী থাক্‌বে না।

অস্তি। সহদেব! এ সব দেখ্‌ছি কি? যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছ বুঝি?

সহ। হাঁ দিদি।

অস্তি। রাম-কৃষ্ণ-বধ হয় নাই?

সহ-। হয় নাই।

অস্তি মথুরা উদ্ধার?

সহ-। সুদূরপরাহত।

অস্তি। [অভিমানভরে] আয়, প্রাপ্তি! আর এখানে কেন? রাক্ষসী আমরা, রাক্ষসীর দেশে চ'লে যাই। ভাব্‌ছিস্ কি? এখনও তুই সেই খুকীটীই রইলি? সংসার বুঝ্‌লি না? বাল্যে ফিরে আসা আর আমাদের চলে না। বাপের কোল—ভাইয়ের আদর উদগ্রীব-অগ্রসর থাকে ততদিন, যতদিন কন্যা-ভগ্নীদের হাতের নোয়ার জোর থাকে; বৎসরান্তে তিনটী দিনের কড়ারে সাধা-সাধনা ক'রে বাড়ীতে আন্‌তে হয়; হাতের নোয়া হারিয়ে গলগ্রহ হ'য়ে আপনা হ'তে এসে পড়্‌তে গেলে আর সে ভাব থাকে না; তখন রাক্ষসী, যাদুকরী, সর্ব্বনাশী, বহুবিধ আখ্যা! পালিয়ে আয়—প্রাপ্তি, পালিয়ে আয়; আর উমা-আনয়নে গিরিরাজ-অন্তঃপুরে সে আগমনী গান উঠ্‌বে না—এখন আমরা ছিন্নমস্তা। [গমনোদ্যতা]

জরা-। দাঁড়া—রে ছিন্নমস্তা, দাঁড়িয়ে যা একবার।

অস্তি। ভিটে-মাটী যাবে—ভিটে-মাটী যাবে; আমাদের পায়ের

তলায় ভূমিকম্প ঘুর্‌ছে, মগধ-প্রাসাদ থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে দুড়্ দুড়্ ক'রে প'ড়ে যাবে—আমাদের আট্‌কায় ? আয়, প্রাপ্তি !

জরা-। ওঃ, অভিমানটা সেই সাড়েষোল আনা।

অস্তি অভিমান ! অভিমান আবার কার ওপর ? বাপের ওপর মেয়ের অভিমান খাটে মাঝে মা থাকে যদি। আয়—প্রাপ্তি, আমাদের মা যখন নাই—বাপও তাই ; আমাদের আবার অভিমান ! আমাদের আবার জোর !

জরা-। জিভ্ কেটে দেব—জিভ্ কেটে দেব মিথ্যা বল্‌লে ? আমি তোদের মায়ের অভাব জান্‌তে দিয়েছি ?

অস্তি। আয়—প্রাপ্তি, পা উঠ্‌ছে না কেন ? ভাব্‌ছিস্ কিসের ? কংসের বিধবা ব'লে দাঁড়ালে, রাম-কৃষ্ণ যতই পাষণ্ড হ'ক্, তাদের মথুরা-নগরে একখানা পাতার চালা আর ঠাকুরবাড়ীর ভোগ হ'তে দুজনার দুমুঠো প্রসাদের বন্দোবস্ত না ক'রে দিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। চ'লে আয়।

জরা-। সহদেব ! সহদেব ! এদের পা ভেঙে দে ত—পা ভেঙে দে ; রাম-কৃষ্ণের কাছে—গোপের কাছে ভিক্ষায় যায় জরাসন্ধের কন্যা ! দে—পা ভেঙে দে।

অস্তি। সহদেব ! সুখে থাক তোমরা শ্রীবৃদ্ধি হ'ক্ তোমার মগধের। আমাদের ক্রটি ধ'রো না, ভাই ! আমরা স্বামীহারা হ'য়ে বাপ-ভাইয়ের বুকে প'ড়ে কাঁদ্‌তে এসেছিলাম—দুটো সান্ত্বনা পেতে এসেছিলাম ; সংসারের সবাই এই রকম আসে, তাই। আমরা বুঝ্‌তে পারি নি, আমাদের অশ্রু তোমাদের শেল না হ'য়ে বিভীষিকা হ'য়ে দাঁড়াবে। আমাদের দোষ ধ'রো না, আমরা তোমায় আশীর্ব্বাদ করি। আয় প্রাপ্তি—[গমনোদ্যোগ]

জরা-। আবার—আবার ?

শিশুপাল উপস্থিত হইল।

শিশু-। সম্রাট্!

জরা-। চেদীশ্বর! চেদীশ্বর! একটা পরামর্শ চাচ্ছি—আর যুদ্ধে যাওয়া চলে ? এই ধূলোপায়েই ? সৈন্য সংগ্রহ সম্ভব ?

শিশু-। আমি সেই সংবাদ নিয়েই এসেছি, সম্রাট্! সম্ভব কি—যা সৈন্য ক্ষয় হয়েছে, তার দ্বিগুণ সৈন্য সংগৃহীত।

জরা-। সত্য ?

শিশু-। আমি সান্ত্বনা দিতে আসি নাই, মগধেশ্বর! আমি আপনা হ'তেও মর্ম্মাহত! সত্য, সম্রাট্! সমস্ত রাজন্যবর্গ একবাক্যে স্বীকৃত হ'য়ে সৈন্য সংগ্রহে গেছেন, আপনাকে অগ্রসর হবার জন্য অনুনয় ক'রে গেছেন।

জরা-। চেদীশ্বর!

শিশু-। বিস্মিত হচ্ছেন কি, সম্রাট্? এ পরাজয় ত আপনার হয় নাই, এ পরাজয় আমাদের সমস্ত রাজার। গোপনন্দন নরাধম আমাদের সমবেত ক্ষাত্রতেজ উপেক্ষা করেছে। ওঃ—অসহ্য! যতক্ষণ না তাদের শির—ওঃ—চলুন সম্রাট্, এই ধূলোপায়েই; সৈন্য সংগৃহীত।

জরা-। চেদীশ্বর! তুমি কি চাও? মথুরা দিলে ত তোমার এ সহানুভূতির মূল্য হবে না? তুমি এক বর নাও, আমি পরজন্মে তোমার জামাতা হব—কংসের মত ধনুর্যজ্ঞে নিহত হব, আর এই রকম ধ্বংসের বিকট আনন্দে অহোরাত্র তোমায় মাতিয়ে রাখ্‌ব। ওরে রাক্ষসীরা! থাক্, যাবি কোথা তোরা? তোদের রক্ত-পিপাসা কতখানি—শেষ পর্য্যন্ত না দেখে ছাড়্‌ব না। সহদেব! তোমার আর যুদ্ধে যাবার প্রয়োজন

নাই, রাজ্য রক্ষা কর; আজ হ'তে মগধ তোমার। আমার ফেরা অনিশ্চিত; যদি জয় হয়, নতুবা এরূপ ফেরা আর জরাসন্ধ ফির্‌বে না, কখনও না—কিছুতেই না। [প্রস্থানোদ্যত]

চণ্ডকৌশিক উপস্থিত হইলেন।

চণ্ড-। আবার ?

জরা-। হাঁ ঋষি, আবার

চণ্ড-। কার সাহসে আবার ?

জরা। জন্মের সাহসে আবার।

চণ্ড-। আমি সে ব্রহ্ম-শূল হারিয়ে ফেলেছি, জরাসন্ধ! যেয়ো না।

জরা। আমার এ বক্ষঃশূল যে সংহারী মূর্ত্তি ধ'রে উঠেছে, ঋষি! ব'লো না।

চণ্ড-। ফের।

জরা-। আদেশ প্রত্যাহার কর।

চণ্ড-। কালের ওপর অবজ্ঞা ক'রো না, জরাসন্ধ, জন্মের উত্তেজনায়। জন্ম কিছুতেই তোমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না; সে যে ব্রহ্মশক্তিরই জন্ম হ'ক্—যতই মমতা থাক্ তোমার প্রতি। কাল তাকে কোন ফাঁকে এখন এলিয়ে দেবে, তার শক্তি—তার মমতা—তার উত্তেজনায় কেউ আর গা তুল্‌তে পার্‌বে না; তার জল্‌জ্বলে স্থির দৃষ্টির তলে তুমি দাঁড়িয়ে জ'লে-পুড়ে মর্‌বে।

জরা-। এই কথা? ঋষি! কাল আমায় যাবজ্জীবন মাথায় ছাতা ধ'রে বাঁচিয়ে রাখ্‌বে, আমি অবজ্ঞা না ক'রে যদি তার পূজা দিই? তা রাখ্‌বে না, সুযোগ পেলেই অবজ্ঞাই কর—চাই পূজাই দাও; তবে আমি কেন আগে হ'তে শিথিল হই? আপনা হ'তে ছুটে গিয়ে তার জালে পড়ি; একবার পরাস্ত হয়েছি—দ্বিতীয়বার না দেখি?

চণ্ড-। দেখাই আছে, জরাসন্ধ! আর নূতন ক'রে দেখ্‌তে হবে না তা তোমায়। বিশ্বশ্রবা-নন্দন রাবণ সে দেখার বাকী রেখে যায় নি।

জরা-। বিশ্বশ্রবা-নন্দন রাবণ হ'তে চণ্ডকৌশিক-সৃষ্ট জরাসন্ধ আপনাকে কোন দিকে কম দেখে না, ঋষি!

চণ্ড-। [মুগ্ধভাবে] জরাসন্ধ!

জরা। পিতা!

চণ্ড-। বর নে—বর নে, পুত্র! বর নে—তুই রাবণ হ'তেও দুর্দ্ধর্ষ রাজনীতিবিদ্ দিগ্বিজয়ী রাজা হ', চণ্ডকৌশিককে বিশ্বশ্রবার উচ্চাসনে—না-না-না—মায়ান্ধ ছিলাম; এ আবার কি? আমি ব্রাহ্মণ, অহমিকাশূন্য—অভিমান-বর্জ্জিত—সমদর্শী—শান্ত। যেয়ো না—যেয়ো না, জরাসন্ধ! নিষেধ কর্‌ছি, যেয়ো না। মুগ্ধ হয়েছিলাম; আমি বর ফিরিয়ে নিচ্ছি।

জরা-। আমি তোমার সে বর ফেরতের সঙ্গে অভিশাপ মিশিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি পুত্র দেখেছ—কন্যার মুখ দেখ; সে কন্যা বিধবা হ'ক্, আর সে বিধবা—এই রকম নীচ কুলোদ্ভব গোপাধমদের চক্রান্তে। বুঝ্‌তে পার্‌বে তোমার মর্ম্মবেদনা—ফিরিয়ে নেবে না দেওয়া বর।

[শম্ভুপালসহ প্রস্থান।

চণ্ড-। [অস্তির প্রতি] ধর্—ধর্; ওরে. কর্‌ছিস্ কি তোরা? উন্মাদকে ধর্।

অস্তি। প্রাপ্তি! মগধ জ্বল্‌ল—মগধ জ্বল্‌ল; আয়, দেখা যাক্—কে পোড়ে—রাম-কৃষ্ণ, না আমাদের জ্বালা-আগুনে আমরাই?

[প্রাপ্তিসহ প্রস্থান।

চণ্ড-। তোরাই পুড়্‌বি—তোরাই পুড়্‌বি—সর্ব্বনাশি, তোদের লঙ্কা কাণ্ডের বেড়া আগুনে; আর পুড়্‌বে তোদের সঙ্গে সৃষ্টি-পাগল এই চণ্ডকৌশিক। রাম-কৃষ্ণ অদাহ্য—অক্ষয়—অব্যয়। জরাসন্ধ—জরাসন্ধ!

দৃঢ় হও, গদগদ-ভাষা! বিলীন হও অন্তরের উদ্গত বাষ্প! দূর হও, সর্ব্ব-শিথিলকারী স্নেহ! চণ্ডকৌশিক—চণ্ডকৌশিক!

সহ-। ঋষি!

চণ্ড-। সহদেব! তুমি যে এখনও দাঁড়িয়ে? যুদ্ধে যাবে না?

সহ-। না ঋষি! অন্য ভার প্রাপ্ত হয়েছি—মগধ রক্ষার।

চণ্ড-। [ভাবিয়া] ভালই হয়েছে তা হ'লে। এস, সহদেব! তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে আমার, গোপনে—খুব নিভৃতে। জটিল পরামর্শ—বুঝ্‌তে পেরেছ? আমার উদ্দেশ্য—মগধ-রাজবংশ রক্ষা। তুমি রয়েছ, তোমার সঙ্গে আমার মিল্‌ছেও বেশ। জরাসন্ধকে আমি শাসন কর্‌ব এই সুযোগে। এস—এস—পরামর্শ খুব গোপনে।

[সহদেবের হাত ধরিলেন]

সহ-। ঋষি—ঋষি!

চণ্ড-। পরামর্শ সহদেব! অন্য কিছু না; নির্ভয়।

[সহদেবকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুটীর-পার্শ্বস্থ নদীতীর

মলয় ও ফুল

গান

ফুল।— ধীরে বও বঁধু—ধীরে বও বঁধু—একটুকু ধীরে বও।

মলয়।— সও সও ধনি—সও সও ধনি—একটুখানি সও।

ফুল।— আমার এ কচি-কাঁকাল

সন্ধ্যা-সকাল এত বেগ কি সয়,

মলয়।— ওলো ছিঁড়বে না তোর টাট্‌কা বোঁটা—

কমবে না রস একটি ফোঁটা—

কিসের এত ভয়,

বিনা ঘর্ষণে চন্দনেও যে হয় না গন্ধোদয়।

ফুল।— ওহে মলয়, এমন প্রলয়রূপী হ'লে কি বেয়ে

মলয়।— ওলো তোদেরই ওই মুখটী ঢাকা স্বভাবে [illegible]মে।

ফুল।— আমরা পাতার আড়েই থাকি ভালো—খোলে আলো—

বঁধুতে বাড়ে আকর্ষণ,

মলয়।— আমি রাখ্‌ব না ও লুকোচুরি, কোন কুঁড়ীর

উড়িয়ে দেব সকল আবরণ।

ফুল।— ছি-ছি-ছি—লাজে মরি, হাতে ধরি, কি যে কথা কও?

মলয়।— আর কথা নয় নামছি কাজে,

লাজ পাও, চোখটী বুজে রও।

[উভয়ের প্রস্থান।

স্বাতী কলসকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল; অর্ণব ধীরে ধীরে আসিয়া পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাহার অঞ্চল ধরিল।

স্বাতী। কে?

অর্ণব। ভ্রমর; ভয় নাই।

স্বাতী। তুমি আবার এখানে?

অর্ণব। এতে এমন অশাস্ত্রীয় কি হয়েছে, স্বাতি? স্থান—নির্জ্জন নদীতীর, কাল—বসন্ত-সন্ধ্যা, তার মাঝে জলকলস কক্ষে মরাল-গমনে চারুনিতম্বিনী তুমি তরুণী; আমি ত অন্যায় আসি নি?

স্বাতী। আমি তোমার বিবাহিতা জান?

অর্ণব। বিবাহিতের কি নদীতীরের নির্জ্জনতার মুক্ত সন্ধ্যা উপভোগ কর্‌বার অধিকার নাই, স্বাতি? বিবাহের বাধা দেখাচ্ছ! বিবাহ যে অবাধ, অবাধের জন্যই যে বিবাহের পদ্ধতি। [হাত ধরিয়া] এস—কলস রাখ।

স্বাতী। কি কর—কি কর? পথ এযে? এখনই কেউ এসে পড়্‌বে।

অর্ণব। এলোই বা? আমি ত কারও জীবন-উদ্যানের বেড়া গ'লে নিঃশব্দপদসঞ্চারে গোলাপ তুল্‌তে যাই নি? তুমিও ঐন্দ্রজালিক বিলোল-কটাক্ষে কারও কণ্ঠ হ'তে রত্নহার উড়িয়ে নাও নি; যে আসে আসুক্ না। আমরা উভয়ে উভয়ের—বিধাতার বিধানযোজিত—সংসার-সমাজের মুক্তকণ্ঠ সম্মত; এতে ত কারও চক্ষুঃশূলের কারণ নাই, স্বাতি! এস, চাতুরী-ছলা ছাড়।

স্বাতী। ছাড়, অর্ণব! কেন বার বার জ্বালাতন কর? আমি তোমায় নিষেধ ক'রে দিয়েছি—এসো না এ পথে, আমায় পাবে না; কেন মান্‌ছ না?

অর্ণব। মান্‌বার উপায় ছিল যতদিন, মাথা হেঁট ক'রে মেনে এসেছি তোমার সে নিষেধ-বাক্য গুরুবাক্যের মত। আজ আর বাধা দিয়ো না, স্বাতি! আজ আর তোমার নিষেধ, নীতি, তর্ক, যুক্তি, কিছু টিক্‌বে না। আজ এই নির্জ্জন প্রান্তরে—নীরব সন্ধ্যায় আমি কিশোর—তুমি কিশোরী, আর কিছু না। [ধারণোদ্যত]

স্বাতী। সাবধান!

অর্ণব। [বিস্ময়ে] স্বাতি!

স্বাতী। সাবধান!

অর্ণব। কি বল্‌ছ, স্বাতি!

স্বাতী। সাবধান!

অর্ণব। আমি তোমার স্বামী না?

স্বাতী। ব্যবহারে দেখ্‌ছি—না।

অর্ণব। কি দুর্ব্ব্যবহারটা দেখ্‌লে আমার?

স্বাতী। দুর্ব্ব্যবহার না হ'লেও, আমি স্বামী-পরিগ্রহ করেছিলাম, আমার পিতার কারাভঙ্গে, আমার মাতার বনবাস-মোচনে, আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি উদ্ধারে, কারও বিলাসের সামগ্রী হ'তে নয়।

অর্ণব। [স্থির নির্ব্বাক্‌]

স্বাতী। তুমিও আমায় বিবাহ করেছিলে কি জন্য মনে পড়ে? তোমার হিমরক্তে উত্তাপ দিতে—তোমার বধির কর্ণে বীজমন্ত্র শোনাতে—তোমার সর্ব্ব-অনুষ্ঠানপূর্ণ সাধনা-মন্দিরে ছিন্নমস্তা প্রতিমার অভাব পূর্ণ করতে; কাম-পিপাসা চরিতার্থে ত নয়।

অর্ণব। স্বাতি! স্বাতি!

স্বাতী। কই—অর্ণব, তোমার রক্তবিন্দু, আমি উত্তাপ দিই কিসে? কই তোমার শ্রবণ, বধিরতা নষ্ট ক'রে আমার বীজমন্ত্র শোনাই কা'কে?

কই তোমার অনুষ্ঠানপূর্ণ সাধনার মন্দির, আমি ছিন্নমস্তা হ'য়ে দাঁড়াই কোথায় ?

অর্ণব। রক্ষা কর—স্বাতি, রক্ষা কর।

স্বাতী। করেছ কি, অর্ণব? কোথায় এসেছ কোথা যেতে? চলেছিলে একদা তুমি মৌনব্রতাবলম্বী একনিষ্ঠ বীর-সাধক জন্মভূমি উদ্ধারের অনন্ত পুণ্যপথে, আর আজ কি-না উপনীত নির্জ্জন নদীতীরে নিতম্বিনী এক নারীর পশ্চাতে! স্বর্গের প্রতিষ্ঠান হ'তে নরকের দাসত্বে! দিগ্‌ভ্রম হয়েছে তোমার, সাধক! চক্ষু মর্দ্দন কর—বস্ত্র পরিবর্ত্তন ক'রে পর, স্মরণ কর—কে তুমি, কে আমি, কোথায় বসতি, কি জন্য এখানে? ওঃ—অর্ণব! যাদের বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য শত-দীপালোক সজ্জিত প্রমোদোদ্যান প্রস্তুত থাক্‌বার কথা, তাদের সংযোগস্থল কি-না সন্ধ্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীতীরের এই নির্জ্জন তরুতল! কাম জাগে—এই নৈরাশ্যময় মরুভূমে? এই অত্যাচার-জর্জ্জরিত শুষ্ক জীবনে? কী নির্লজ্জ সে পুরুষের কামবৃত্তি! স'রে যাও—স'রে যাও, কামুক! আমরা স্বতঃ-অভিমানিনী নারীজাতি; এরূপ কদর্য্য কামক্রীড়ায় কাপুরুষের জন্ম দিয়ে অধঃপতিত জগৎকে আরও অধঃপাতে দেব না।

অর্ণব। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, রুষ্টা দেবি! অপরাধ করেছি, অনুতাপ অশ্রু উপহার দিচ্ছি; প্রসন্না হও। দেখ, আমার সে জমাট রক্তধারা পুনঃ প্রবাহিত—বিলুপ্ত শ্রবণ পুনর্বিকশিত—চূর্ণ সাধনা-মন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠিত; উত্তাপ দাও—বীজমন্ত্র শোনাও—ছিন্নমস্তা হ'য়ে দাঁড়াও। তর্জ্জনী নির্দ্দেশে দেখাও, কোথায়—কতদূরে আমার গন্তব্য সে পরিত্যক্ত পূর্ব্বপথ।

স্বাতী। অতি নিকট—অতি নিকট, গিয়ে ত পড়েছ; আর একটী লম্ফ দাও বীর-বিক্রমে, কামিনী-কাঞ্চনের মোহ ছাড়িয়ে, আপনি উঠে

পড়্‌বে তোমার সে গন্তব্য জন্মভূমি-উদ্ধার-পথে ; দিক্‌-ভুল হবে না আর। সে পথে মাঝে মাঝে এক-একখানি শিলালিপি পাবে লক্ষ্য ক'রে যেয়ো ; তাতে রক্তাক্ষরে লেখা আছে, "জীবন-পণ—জীবন-পণ—জীবন-পণ।"

অর্ণব। জরাসন্ধ! জরাসন্ধ! কোথা তুমি? কেমন আনন্দে আছ আমাদের সর্ব্বস্বান্ত ক'রে? ক'রে নাও—ক'রে নাও—সুখের শেষ ক'রে নাও ; শনি নির্গত তোমার ছায়া ধ'রে রন্ধ্রপথে। স্বাতি! স্বাতি! আর আমি দাঁড়াতে পার্‌ছি না—অসহ্যদাহন! আমার পিতাকে প্রবোধ দিয়ো, তোমার মাতাকে প্রণাম জানিয়ো, আর তুমি—তুমি আমার [চুম্বনোদ্যত ও সহসা বিরত হইয়া] না—না—না—তোমার অযোগ্য আমি. এ জন্মে সে আশা করি না ; আমার বিনীত প্রার্থনা—যেন পরজন্মে তোমায় পাই। বিদায়!

[প্রস্থান।

স্বাতী। আমিও তোমার জন্য সাতজন্ম প্রতীক্ষায় রইলাম, অর্ণব! আমি তপস্যা ক'রে যাব শুদ্ধ এই কামনা নিয়ে, আমার আজিকার এ প্রত্যাখ্যাত যৌবন একদিন যেন তোমার পায়ে পূজা-অর্ঘ দিয়ে সার্থক কর্‌তে পারি।

ব্যাকুলভাবে ভ্রমী উপস্থিত হইল।

ভ্রমী। কি কর্‌লি—কি কর্‌লি, হতভাগা মেয়ে? কর্‌লি কি অত্যাচারের উত্তেজনায়?

স্বাতী। কাঁদ্‌বার পথ কর্‌লাম, মা! কাঁদ্‌বার পথ কর্‌লাম তোমার মত অহোরাত্র।

ভ্রমী। পার্‌বি না—পার্‌বি না, বালিকা! এ কান্না কেঁদে যেতে তোর শক্তিতে কুলোবে না। এ দহন অব্যক্ত, ভাষা পাবি না খুঁজে— সইতে নার্‌বি কচিবুকে—ফেটে যাবি ; ফেরা অর্ণবকে।

স্বাতী। আর তার উপায় নাই, মা! আমি তার রক্তে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি—কানে দামামা বাজিয়ে ফেলেছি—প্রাণে জন্মভূমি-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেছি।

ভ্রমী। সর্ব্বনাশ করেছিস্—হতভাগি! বালিকা-বুদ্ধিতে সর্ব্বনাশ করেছিস্। আমি শেলের আঘাতে জরজর, আমার বুকে আবার পাহাড়ের ভার চাপিয়েছিস্! এ বেদনা যে আমার জানা! সে যন্ত্রণা আমি দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য ক'রে আস্‌ছি তোর মুখ চেয়ে—তোর সুখ-শান্তির আশায়। হতভাগি! তুইও হবি তাই? হবে না—হবে না, অর্ণব—অর্ণব—বাবা—[গমনোদ্যতা]

দেবানীক উপস্থিত হইলেন।

দেবা-। অর্ণবের পরিবর্ত্তে অর্ণবের পিতার আবির্ভাব; জামাতার বদলে বৈবাহিক—একই শ্রেণীর কুটুম্ব। ভোজনের আয়োজন জবর রকম আছে না কি, বৈবাহিকা? অত দরাজ গলা!

ভ্রমী। সর্ব্বনাশ হয়েছে, অযোধ্যা-ঈশ্বর! হতভাগা মেয়েটা কি বলেছে, অর্ণব রাগ ক'রে চ'লে গেছে।

দেবা-। রাগ ক'রে যায় নাই, বৈবাহিকা, প্রাণাধিক জামাতা তোমার। তার সঙ্গে পথে আমার দেখা হয়েছে; বেশ একটু অনুরাগ নিয়েই গেছে সে যুবক জন্মভূমির প্রতি।

ভ্রমী। অ্যাঁ! আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন?

দেবা-। দিলাম। বুঝে দেখ্‌লাম—বৈবাহিকা, আমার পথটা ততটা প্রশস্ত নয়; দু'বেলা নিয়মিতভাবে গোগ্রাসে ভোজন আর অবসর মত জন্মভূমির জন্য নির্জ্জনে অশ্রু-বিসর্জ্জন, এতে বিশেষ ফল হবার সম্ভাবনা নাই। কাজ চাই; ঐ রাজ্য—বৈবাহিকা, রাজ্য! নিতান্ত চোখের জলের নয়, অভিশাপের ভয়ে কেউ রাজ্য-জিনিষ বিলিয়ে

দিয়ে বানপ্রস্থ নেবে না ; রক্ত ঢাল্‌তে হবে। আমিও যাচ্ছিলাম তার সঙ্গে, তবে তোমার একটা সু-খবর আছে—দিতে আস্‌তে হ'ল, শুন্‌বে কি ? আমি মগধ হ'তে আস্‌ছি।

ভ্রমী। মগধের সংবাদ কি, অযোধ্যা-ঈশ্বর ? কারাগারের অবস্থা ? তিনি শারীরিক কুশলে আছেন ত ?

দেবা-। হাঁ আছেন এখনও ; তবে তোমার হাতের নোয়া খস্‌তে আর বেশী দেরীও নাই, বৈবাহিকা !

ভ্রমী। য়্যাঁ !

দেবা-। চম্‌কে উঠো না, শোন আগে—আমি ত তাদের কাণ্ড শুনে কাঁদ্‌ব, না দুহাত তুলে নাচ্‌ব, ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না। স্থির হও শোন। তাঁরা কারাগারে শত-অত্যাচারেও একটু শিথিল হন্‌ নি, দৃঢ় প্রশান্ত হৃদয়ে মৃত্যুব্রত নিয়েছেন ক্ষত্রিয়-গৌরব রক্ষায়—জরাসন্ধের রুদ্র-পূজায় বলির জন্য প্রস্তুত হ'য়ে।

ভ্রমী। বলি ! রুদ্রপূজা ! ওঃ—[কপালে করাঘাত করিয়া] অযোধ্যা-ঈশ্বর ! মগধ কোন্‌দিকে—কতদূর এখান হ'তে আমায় নিয়ে চলুন, আমি একবার দেখে আসি নিজের চোখে ; যাঁকে প্রতি দণ্ডে, প্রতি মুহূর্ত্তে দেব-সজ্জায় রেখেও আমার তৃপ্তি হয় নি, তিনি আজ কারাগারে বলির সজ্জায় কি অবস্থায় আছেন ?

দেবা-। বৈবাহিকা ! তুমি আমার এই মৃত্যুব্রতাবলম্বী, ক্ষত্রিয়-গৌরবরক্ষী, অমিততেজস্বী বৈবাহিকের সমধর্ম্মিণী।

ভ্রমী। আমায় প্রবোধ দিতে আস্‌বেন না, অযোধ্যা-ঈশ্বর ! আমি খুব সহ্য করেছি, মানুষে যা পারে না ; আর ঘা সইবে না এ বুকে। আমার ধৈর্য্যের বাঁধন ছুটে গেছে—আমার সকল গণ্ডী কেটে গেছে—আমার ইহ-পরকালের অবলম্বন, বলি—রুদ্র-পূজায় ! আমি আর

সহধর্ম্মিণী দেখাতে চাই না। ভগবান্! তুমিই আমার ভরসা। আমি মগধ যাব, আমায় পাখী ক'রে দাও—আমায় পথ দেখাও। [গমনোদ্যত]

গীতকণ্ঠে পাগলিনী উপস্থিত হইল।

পাগলিনী।— গান

এস—দিদি, এস—আমিও যাব।
যদিও আমিও একরূপই কানা, তবুও কানায় পথ দেখাব।
এ পথে আমার হবে নাক ভুল,
মরমের ঝড়ে উড়ে যাব দিদি, টেনে নিয়ে যাবে বুকের শূল,
আমারও প্রাণের পাপিয়াটীও ভরা আছে সে খাঁচায়,
কত যে আদর করেছি আমিও দিদিগো আমারও জীবন কাঁচায়;
এস—দিদি, এস—ছুটে যাই, তাদের যদি না জীবিত পাই,
আজ নিঃশেষ ক'রে নিঃশ্বাস ছেড়ে অত্যাচারের যুগ উড়াব।

ভ্রমী। চল—বোন্, চল; থেম না—ঐ রকম চেঁচাতে চেঁচাতে চল। আমাদের মত আর যারা আছে, তারাও ছুটে আসুক্—গলায় গলা মেশাক্—ঐ আকাশ খ'সে শ্মশানভূমি চাপা দিক্।

[পাগলিনীসহ দ্রুত প্রস্থান।

স্বাতী। দাঁড়াও—মা, আমিও যাব তোমার সমব্যথী কন্যা হ'য়ে। আমিও আজ তোমারই তুল্য ধৈর্য্যহারা, আমিও আজ তোমারই লক্ষ্যের অনুগামিনী; তবে বিভিন্ন পথে। তোমার স্বামী—আমার পিতা, তোমার অশ্রু—আমার হিংসা। [প্রস্থান।

দেবানীক। [সুরে] "ওমা দিগম্বরী নাচ গো শ্যামা রণমাঝে।" আচ্ছা, এমন মজার গানখানার এই এক চরণ ভিন্ন পাওয়া যায় না কেন? আর কি রচনা হয় নাই? হবে! এর ছাঁদ, এর চলতি, এর পরমায়ু দেখে বোধ হচ্ছে, এর ওস্তাদ্ একজন মহা ভাবুক নিশ্চয়। ঐ পর্য্যন্ত করেই ভাবে পাগল হ'য়ে উঠেছে, আর ভাষা যোগায় নি। আচ্ছা,

এমন হয় না! এমন কবি বর্ত্তমান বাজারে কেউ নাই—এই সুর, এইভাব, এই ছন্দবজায় রেখে গানখানা পূর্ণ ক'রে দিতে পারে? ভারী মজা হয় এখন তা হ'লে। [একটু চিন্তা করিয়া] আচ্ছা, আমিই লেগে পড়্‌ব—এ সব বিষয়ে আমারও ত একটু-আধটু দখল আছে লোকে বলে। তা মন্দ কি! লেগে পড়া যাক্ দুগ্যা ব'লে। তবে আমি তো গাইতে পারব না, গলার তেমন জোর নাই; একজন গায়ক যে চাই—গানখানা জোরগলায় সবাইকে শোনাতে; কাকে পাই! [চিন্তিত হইলেন]

গীতকণ্ঠে পাগলের প্রবেশ।

পাগল।— গান

আমি আছি—ওহে, আমি আছি,
হেথা গানের বিভাগে আমি আছি।
আমি হৃদয়-তন্ত্রী বাঁধিয়া তারায়
বহুদিন গলা সাধিয়াছি।

দেবা-। কে বন্ধু! হাঃ-হাঃ-হাঃ—কী যোজনা! বলিহারী! পার্‌বে তুমি? তুমি পার্‌লেও পার্‌তে পার, আওয়াজ আছে। দেখ, বন্ধু! তোমার সঙ্গে আমার বাক্যে, কার্য্যে, পাগলামিতে, বাতিকে, খিলে খিলে তাবিজের মিল। তবে আর কি! লেগে পড়া যাক্ দুগ্যা ব'লে। ঐ গাছতলাটায় চল, তুমি তোমার [সুরে] সা রে গা মা পা ধা নি সা সব সুর, সব রাগিণীগুলোর বেশ ক'রে নাড়াচাড়া দিয়ে গলাটা ছাড়িয়ে রাখ, আমিও আমার বরফজমা মাথাটা তুঁষের আঁচে গালিয়ে একটানা ভাবতে সুরু করি। [সুরে] "ওমা দিগম্বরী নাচ গো শ্যামা রণমাঝে!"

[গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল এবং পাগল ঐ গানের স্বরলিপি আলাপ করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কারাগার

ভগ্নস্বাস্থ্য বারণ ও অন্যান্য রাজগণ।

বারণ। এই মথুরা যুদ্ধটায় খুব নাকাল হয়েছে তা হ'লে বাছাধন, কেমন?

১ম রাজা। আপনি উত্তেজিত হবেন না, দুশ্চিন্তায় আপনার শরীর ভগ্ন।

বারণ। বলদেবের গদার নীচে দুর্ব্বৃত্ত না-কি অধোবদনে দাঁড়িয়ে ছিল। গর্ব্বিতমুখে একটা কথা ফোটে নাই, শিশুপাল, সহদেব, চণ্ড-কৌশিক, কেউ ঠেকাতে পারে নি; শেষ কৃষ্ণচন্দ্র নাকি অনুগ্রহ ক'রে অব্যাহতি দিয়েছেন। বল—বল, বন্ধুগণ! ঘটনাটা আর একবার বল; আমি হরিনাম সংকীর্ত্তনের মত হাঁ ক'রে শুনতে থাকি।

২য় রাজা। স্থির হোন্—উত্তেজিত হবেন না।

বারণ। দেখ, বন্ধুগণ! আমার মনে হচ্ছে, ঘটনাটা যেন এই মাত্র আমার দৃষ্টির সমক্ষে ঘ'টে গেল; আমি যেন সে গদা চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি। সে কী সুন্দর, কী ভীষণ, কী শান্ত-রুদ্র অমোঘ-সৃষ্টি! যেমন জরাসন্ধ—ঠিক তদুপযুক্তই বিধাতার বজ্রকটাক্ষ সে! বন্ধুগণ! কেউ চিত্রাঙ্কন করতে জান? চোখে দেখতে পাবে না কিছু, আমি ভাবটা মাত্র ব'লে যাব—সেই সূত্র ধ'রে। আমি মানস-চক্ষে দেখছি, বড় ইচ্ছা চর্ম্মচক্ষে দেখি সে দৃশ্যটা এই ছবি দিয়ে।

১ম রাজা। প্রকৃতিস্থ হোন্—ছেড়ে দিন্ ও উত্তেজক প্রসঙ্গ।

বারণ। কিসের ভয় করছ তোমরা? আপনা-আপনি ফেটে যাব? যাই না; মর্‌বার জন্য ত সেজেই আছি, মরি ত মরি—আনন্দেই মরি না কেন? না—হাঁ, তবে আর এক-আধ দিন বাঁচ্‌তে পার্‌লে ভাল হয়; শুনে যেতে পাই এ দ্বিতীয়-যুদ্ধের ফলটাও। বুঝে যেতে পাই বিশুদ্ধ, নির্ভুলভাবে জরাসন্ধের আর দেরী কত? ব্যথিত বিশ্বের মুক্তির দিন কত কাছে?

কাল-। প্রলাপ বক্‌ছিস্—মূর্খ, মর্‌বার সময়?

বারণ। প্রলাপ কি, রে পিশাচ! এমন উজ্জ্বল সত্যের আবিষ্কার উপনিষদেও হয় নি। চাপা দিতে এসেছিস্ কি? তোদের বল-বীরত্ব বিশ্বতলে ছড়িয়ে পড়েছে, তার সব উল্টে গেছে; কাল যে সব কণ্ঠে জরাসন্ধের স্তবগান উঠেছে, আজ তারা মেতেছে সমতালে, সমস্বরে রাম-কৃষ্ণের জয়-ধ্বনিতে। ভ্রান্ত! চাপা চলে? প্রকৃতির ওপর পতনের ঢাক?

কাল-। থাম্—থাম্, এখন হ'তে অত ফুলে উঠিস্ নি, তোদের রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে একবার আমার সাক্ষাতের অপেক্ষা কর্।

বারণ। অপেক্ষা আবার করতে হয়, মূর্খ? পূর্ব্বাকাশে লালিমা দেখে কে না বোঝে সূর্য্য উঠেছে—অন্ধকারের লেশমাত্র থাকবে না আর?

কাল-। হাঁ, এতদূর সূর্য্য উঠেছে; সে সূর্য্য আমি তোদের দিয়েই ঢাকাব—ঐ রাম-কৃষ্ণের মাথার ওপর তোদের দিয়েই অস্ত্র ধরাব।

বারণ। কি ক'রে? সেই বেত্রাঘাত ক'রে? ব্যর্থ চেষ্টা, বর্ব্বর! সে ত আমাদের সওয়া।

কাল-। এবার আর সে চাবুক নয়, কুত্তা!

বারণ। যা খুশি কর্, যে দাঁত বসাবি বসা; বুক পাতা। জগতে

আজ পর্য্যন্ত এমন কোন যন্ত্রণার আবিষ্কার হয় নাই, যার ভয়ে ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে।

কাল-। আচ্ছা, ভাব্‌তে দাও, দেখি—আছে কি না দাওয়াই।

প্ররোচন উপস্থিত হইল।

প্ররো-। হুজুর! ভারী মজা! একটা আওরৎ এসে ঝামেলা লাগিয়েছে ফটকে। সে বলে, "খসমের সাথ্ ভেট্ করব—আমি হৈহয়ের রাণী!"

বারণ। [সচকিতে] হৈহয়ের রাণী! সর্ব্বনাশি! এখানে কি জন্য এ সময়ে? এ অসময়ে?

কাল-। কি বারণ! সম্রাটের সঙ্গে দোস্তি করবে না?

বারণ। হৈহয়ের রাণী? সে একা এসেছে, না সঙ্গে আর কেউ আছে?

প্ররো-। কে জানে, একটা ছুঁড়ী ত রয়েছে সাথে।

বারণ। ভ্রমীর সঙ্গে স্বাতী—স্ত্রীর সঙ্গে কন্যা। স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! মমতা দেখাতে এসেছে, না আমার মাথা খেতে এসেছে!

কাল-। উত্তর দাও, বারণ! চুপ ক'রে থাক্‌লে ছাড়্‌ব না; দোস্তি কর্‌বে কি না?

বারণ। [ইতস্ততঃ করিয়া] না—না—কিছুতেই না; আমি ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কাল-। আচ্ছা, এইবার কত হিম্মত তোর দেখি। প্ররোচন—

[প্ররোচনের কানে কানে কি বলিল, তাহার মুখে একটা দুরভিসন্ধির ছায়া ফুটিয়া উঠিল]

বারণ। ভাইসব! বুঝ্‌তে পেরেছ দুরভিসন্ধিটা? স্ত্রী-কন্যার অসম্মান চোখের ওপর, যবন কর্‌বেও তাই; সেটা আর দেখে কাজ নাই। আমি যাই এই সময়—তাদের আন্‌বার আগেই। তোমরা

রইলে ; সাবধান ! আমার শেষ উপদেশ, মাথা নত ক'রো না—ক্ষত্রিয়-গৌরব ছেড়ো না, শত-বিবর্ত্তনেও সেই 'জয় রাম-কৃষ্ণ'। [বুক ধরিয়া] ওঃ—আমি যাই—আমি যাই—আমি—যা—ই—[উত্তেজনার আধিক্যে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ালোপ]

সকলে। ভাই ! ভাই ! নাই—নাই—শেষ।

সহসা সহদেব উপস্থিত হইল।

সহ-। শেষ !

তৎক্ষণাৎ চণ্ডকৌশিক উপস্থিত হইল।

চণ্ড-। বেশ—বেশ।

সহ-। ঋষি !

চণ্ড-। আমার পরামর্শ নেবে না—আর ঋষি ! ঋষি কি করবে তা হ'লে ? ভাল চাও ত এখনও আমার পরামর্শ নাও, মগধ-সিংহাসনে বোস—জগতে শান্তি স্থাপনা কর ; ঋষি নিজে তোমার মাথার ছাতা খাড়া রাখ্‌বে ভাব্‌ছ কি এখনও ?

সহ-। পিতা—ঋষি ! পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ—

চণ্ড-। তবে মর ; দেখ এই অন্যায় অপমৃত্যু চোখের উপর—বুকের উপর, প্রতি নিয়ত—প্রতি মুহূর্ত্ত। ঋষিকে ডাকা কেন ?

সহ-। একটা উপায় আছে—ঋষি, যদি তুমি সম্মত হও।

চণ্ড-। কি ?

সহ-। মগধ-সিংহাসন তুমি নাও ; আমার হাতে আছে, দিচ্ছি।

চণ্ড-। [চিন্তা করিয়া] নেমে আস্‌তে হবে দেখ্‌ছি অনেক দূর ; হোক্, আমি ঋষি—আবার উঠে পড়্‌ব। এ ভিন্ন আর শাসনের উপায় নাই জরাসন্ধকে। আমি সম্মত, সহদেব ! কিন্তু তোমার "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ ?"

সহ-। সে বিষয়ের সিদ্ধান্ত আমি ইতিপূর্ব্বেই করেছি, ঋষি! মহারাজ জরাসন্ধ আর যা-ই হোন্, তিনি কর্ম্মের পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তুমি মগধের রাজ-বংশ রক্ষা করেছ, তোমার পুরস্কার যে মগধ-রাজ্য, এ তিনি অযৌক্তিক ভাব্‌বেন না; বরং ক্ষুণ্ণ হবেন এর ক্ষুদ্রত্বে। এর জন্য তিনি আমায় পুত্রের স্থান হ'তে পতিত কর্‌বেন না, বরং প্রীতই হবেন, আমার সাহস।

চণ্ড-। উত্তম; আমি মগধ-সিংহাসন নিলাম, সহদেব! রাজগণ! নির্ভয়; মগধ-রাজ্য আমার—আমি ঋষি। উপস্থিত এক কাজ কর, হৈহয়-রাজের শব কারাগার পার ক'রে দাও, আমি নিজে মশানে নিয়ে যাব।

সহ-। এঁর আত্মীয়—

চণ্ড-। চুপ্—কাউকেও জান্‌তে দিয়ো না এঁর মৃত্যু। যদি কেউ এঁর আত্মীয় এসে পড়ে, কথা চেপে রেখে দেবে। এঁর অগ্নিক্রিয়া এখন হবে না; আমি একটু শব-সাধনা কর্‌ব এঁকে নিয়ে। রাজা হ'লাম, রাজার শক্তি সংগ্রহ কর্‌তে হবে। রাজার শব পেয়েছি সম্মুখে—ছাড়্‌ব না। এস—রাজগণ, এই গুপ্তদ্বার দিয়ে।

[সহদেব ব্যতীত মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

সহ-। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিশু-শ্মশান

অর্ণব।

অর্ণব। স্থান—শিশু-শ্মশান, কাল—রজনী দ্বিপ্রহর, আসীন—জরাসন্ধ-মৃত্যুকামী মর্ম্মাহত উদ্‌ভ্রান্ত এক ক্ষত্রিয়-যুবা, হস্তে—রক্ত-মাংসপূর্ণ নর-কপাল, উদ্দেশ্য—জরা-রাক্ষসীর সাধনা। জরা! রাক্ষসি! না—না—তুমি দেবী, তুমি আজ আমার চক্ষে মহাদেবী! এস, জরা! এস, রাক্ষসি! এস, মর্ম্মাহত ক্ষত্রিয়-যুবার পরমারাধ্যা মহাদেবি! দর্শন দাও। পূজা গ্রহণ কর, উত্তপ্ত শোণিত, সুস্বাদু মাংস—[উপবেশন] প্রসীদ—প্রসীদ।

গীতকণ্ঠে জরা উপস্থিত হইল।

জরা।—

গান

ঝিলি মিলি কিলি কিলি হৈ হৈ রৈ রৈ হিস্ হিস্।
কে ডাকিস্—ওরে, কে ডাকিস্।
নিশি দুপুর পার—
আমাবস্থে শনিবার—
ঘুট্‌ঘুটে আঁধার,
শ্মশান-ঘাটায়, গলা ফাটায়, বুকের পাটা কার;
জরা জরা আগাগোড়া,
কেন ডাকিস্, কে রে ছোঁড়া,
কি এনেছিস্ পেট্‌টা ভরা, তার পর মাগিস্ বে আশিস্।

জরা। কে রে? কে ডাকিস্ রে, হামায়? কি এনেছিস্, দে দেখি। বড়া ভুখা লেগেছে—বড়া তিয়াস্, দে—দে আগে।

অর্ণব। তুমিই জরা-রাক্ষসী?

জরা। হামিই—হামিই।

অর্ণব। তুমিই জরাসন্ধকে সংযুক্ত ক'রে জীবিত করেছ?

জরা। আরে, কি এনেছিস্ আগে দিয়ে কথা ক'।

অর্ণব। ধর দেবি! [রক্ত মাংসপূর্ণ নর-কপাল দিল]

জরা। [খাইতে খাইতে] আঃ—আঃ—কেন ডাকিস্, রে বাচ্ছা? কি চাস্ হামার পাশে?

অর্ণব। তৃপ্তা হয়েছ, দেবি?

জরা। খুব-খুব খুশী হয়েছে, এমন পূজো হামার কেউ করে নাই। হামিই জরাসন্ধকে জোট্ লাগিয়ে জীইয়ে দিয়েছি, রে! তুই কি চাস্ বল্? যা চাইবি—হামি দেবে; বল্—কি চাস্?

অর্ণব। ঐ জরাসন্ধের মৃত্যু।

জরা। কেঁউ, রে বাচ্ছা? চুপ্ যাও—চুপ্ যাও; উ হবার যোটী নাই—দোস্‌রা মাঙ্।

অর্ণব। তা হ'লে তুমি এখনও তৃপ্তা হও নাই। ধর—দেবি, বক্ষের শোণিত—হৃৎপিণ্ডের মাংস।

[নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাতে উদ্যত]

জরা। আরে—র-র, কি করিস্? হামি খুব খুশী হয়েছে। হামি তুহারে ছেলিয়ার মাফিক্ দেখিয়েছে।

অর্ণব। আমিও তোমায় সপ্ত-মাতৃকার শীর্ষস্থানে বসিয়েছি; হয় সন্তানের মেদ ভক্ষণ কর, নয় বল—মা, জরাসন্ধের মৃত্যু।

জরা। তাই তো, রে ব্যাটা! উ যে বড় শক্ত কাম আছে।

অর্ণব। বল, মা! যতই কঠিন হ'ক্—অগ্নিমুখে, বিষের হ্রদে, বিদ্যুতের তরঙ্গে তর্জ্জনী সঙ্কেত কর্‌লেও আমি ইঙ্গিতমাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব।

জরা। পার্‌বি না, রে বেটা! এক-আধটা নয়, তিন-তিনটা যোগ চাই তাকে মার্‌তে; বল, কৌশল, বিদ্যা। সাধ ক'রে কি বল্‌ছিলুম, 'উ হবার যোটা নেই?' তবে তুই হামায় মা বলিয়েছিস্; হামি তুহারে ঐ তিনটার একটা দিতে পারে—হামি যা জানে।

অর্ণব। কি?

জরা। ঐ কৌশলটা।

অর্ণব। শুনি তাই।

জরা। ওর মরণ তলোয়ার, তীর, বাজ, তির্‌শূল, কিছুতেই নেই, বাচ্ছা! যদি কোন্ মরদ ওর পা দুখানা ধ'রে আমার সেই জোড় খুলে মাঝে মাঝে ফেড়ে দুখানা ক'রে, সেই জন্মকালের মত ক'রে দিতে পারে, তবেই ওর মরণ। বড় শক্ত কাম, বেটা! এমন জোয়ান কোথা আছে, ওরে কায়দা ক'রে মাটীতে পাড়্‌তে পারে?

অর্ণব। সেজন্য চিন্তা করি না, মা! সে বলিষ্ঠ লোক সৃষ্টিতে না থাকে, তাকে ভূতলশায়ী করতে পর্ব্বত-চূড়া-ধ্বংসকারী প্রভঞ্জনের তপস্যা ক'রে স্বয়ং তাঁকে অবতার রূপে জন্ম নেওয়াব।

জরা। তা' না হয় হ'ল, রে বেটা! কিন্তু হামার ঐ জোড়টা খোল্‌বার বিদ্যা?

অর্ণব। তুমি জান না? জোড় দিতে জান, খোল্‌বার প্রণালী জান না?

জরা। না, রে বেটা! তা হ'লে আর ভাব্‌না ছিল কি? আমায় জোড় লাগাবারই মন্তর দিয়েছিল, জোড় খুল্‌বার মন্তর ত দেয় নাই ঋষি-ঠাকুর।

অর্ণব। [সবিস্ময়ে] ঋষি-ঠাকুর!

জরা। জানিস্ না ঋষি-ঠাকুর কে? সেই চণ্ডকৌশিক ঋষি, রে! সে-ই ত ওর জন্মের জন্য ওর বাবাকে একটা আম দিয়েছিল; ওর বাবাটা সেই আমটা আধা-আধি ক'রে দুটা রাণীকে খাইয়েছিল। ঋষি-ঠাকুর সেইটা জান্‌তে পেরে আমায় স্মরণ ক'রে বল্‌লে, "দেখ্ জরা, রাজা এই বেকুবি করিয়েছে, তার দুটা রাণীর পেটে আধা-আধি ছেলিয়া হবে; আমি কখন কুথা থাকি ঠিকানা নাই—তুই হরঘড়ি আঁতুরে নয়—মশানে থাকিস্, যখন এই রকম ছেলিয়া পাবি—এই মন্তরটা লে, দুটোয় জোড় লাগিয়ে রাজার পাশে দিবি।" হামি জোড় লাগাবার মন্তর জানে, বাচ্ছা! জোড় খুল্‌বার মন্তর থাকে ত এক সেই ঋষি-ঠাকুরের কাছেই আছে।

অর্ণব। অবশ্য আছে; সংযোগের ব্যবস্থা যখন আছে, বিয়োগের বিধানও নিশ্চয় আছে। নমস্তে সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে—[প্রণামপূর্ব্বক] আসি তা হ'লে, দেবি!

জরা। কুথা যাবি, রে?

অর্ণব। ঐ মন্ত্র সংগ্রহে—ঐ ঋষি চণ্ডকৌশিকের কাছে।

জরা। তার কাছে মিছে যাবি, রে বাচ্ছা! জরাসন্ধ তার কলিজা, সে তার জনম্ দিয়েছে—তাকে হামার দিয়ে জোড় লাগিয়ে জীয়িয়েছে; তুহারে তার মরণ-মন্তর দেবে?

অর্ণব। আমি নেব; ছলে, বলে, কৌশলে, চৌর্য্যে, প্রতারণায়, ভিক্ষায়, যতগুলো উপায় আছে।

জরা। আচ্ছা, আয় তা হ'লে, হামি আর কি বল্‌বে? তবে একটা কুথা বলিয়ে দিই, তু হামায় মা বলিয়েছিস্—হামি তুহারে লেড়্‌কা দেখিয়েছে; দেখ, এ মন্তর-তন্তর বড়া দুষমুণি কাজ, যদি কোন্ বিপাকে

পড়িস্ সেথা, হামার স্মরণ করিস্, এই জরা-রাক্ষসীরে, সম্‌ঝেছিস্? যা

[প্রস্থান।

অর্ণব। জরাসন্ধ! তোমার মৃত্যুপথের এক-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ। এক-তৃতীয়াংশ—কেন? বলিষ্ঠ ব্যক্তি হাতের কথা—দুই-তৃতীয়াংশ; বাকি একের তিন। উঠ্‌বই—ব্যর্থ হবার নয় এ উদ্যম। আমি শনি, তোমার রন্ধ্রে পূর্ণদৃষ্টিতে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম

শ্রীকৃষ্ণ। আসিতেছে জরাসন্ধ
বিপুল বাহিনীসহ পুনরায়, দেব!

বল-। আনন্দ-সংবাদ, কৃষ্ণ! আনন্দ-সংবাদ!
কোথায় শুনিলে—কার মুখে?
কোন্ চর এনেছে এ সমাচার?
আশাতীত পুরস্কার করেছ ত তারে,
আমার এ আশাতীত আনন্দের তুলনায়?
আসে নি যে ধারণায়,
এত শীঘ্র জরাসন্ধে পুনঃ পাইব সাক্ষাৎ।
কতদূরে? পাপ কোন্ পথে?

সঙ্গে সে ব্রাহ্মণ আছে ?
তারই ব্যবস্থা অগ্রেই এবার।

শ্রীকৃষ্ণ। না—না, দেব! ব্রাহ্মণ নির্দ্দোষ।
সৃষ্টির মায়ায় মুগ্ধ
জগতের প্রত্যেকেই, তুমিও পর্য্যন্ত ;
তবুও সে দ্বিজ যথেষ্ট কর্ত্তব্যবান্।
বাধা দান প্রতি পাদক্ষেপে,
শাসনেও চেষ্টা তার অশেষ প্রকার ;
কিন্তু হায় কি করিতে পারে ?
মানুষের চেষ্টা সে ত ?
স্রোত চলে তার প্রতিকূলে।
কন্যারূপা নিয়তি-ইঙ্গিত,
শনিরূপী শিশুপাল ছায়ায় ছায়ায়।

বল-। সাত্যকী! সাত্যকী!

শ্রীকৃষ্ণ। কেন—দেব, সাত্যকীরে ?

বল-। সাবধান ক'রে দিই তারে,
এবার সে শিশুপাল যদি
পলায়ন করে তার আক্রমণ হ'তে,
তিরস্কৃত হবে—পড়িবে রামের রোষে।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রয়োজন নাই, দেব, তার।
এবার যুদ্ধের বিধি অন্যরূপ হ'ক্—
প্রার্থনা আমার।

বল-। কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণ ? শুনি ?

শ্রীকৃষ্ণ। সৈন্যসজ্জা ক'রে সম্মুখ-সমরে

কেন করি আত্মনাশ,
নিজেদের কুলক্ষয় অকারণ ?
ভূভার-হরণ—দেব, ভূভার-হরণ।
কেন মরে সে বিপ্লবে
নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ
আমাদের মুখাপেক্ষিগণ ?
প্রয়োজন নাই তাদের সাহায্যে।
নামিয়াছি দোঁহে
অব্যর্থ উদ্দেশ্য ল'য়ে অলক্ষ্য হইতে ;
কারো ত আশায় নয় ?
এস, দেব !
নামি কর্ম্মক্ষেত্রে সেই দুজনায়
তোমাতে-আমাতে।
রাম-কৃষ্ণে—চক্রে-হলে।
ক্ষুদ্র অসি-ভল্লে কাজ কি মোদের ?
তুমি কর একমনে পৃথিবী কর্ষণ
ঘুরুক করালগতি মম সুদর্শন।

বল-। আলিঙ্গন দাও, কৃষ্ণ !
কী আনন্দ ! কী আনন্দ !
জরাসন্ধ ! আন্ তোর শৃগালের দল,
কেহ করিবে না আর কোন গোলযোগ ;
রহিনু আমরা মাত্র দুই সিংহ-ব্যাঘ্র—
শান্ত, শিষ্ট, নীরব, খাদক।
জ্বাল্ তোর ও আকাশে যতেক তারকা,

কেউ যাবে না সে জ্যোতিঃ নিবারণে ;
জ্বলিনু আমরা শুদ্ধ চন্দ্র-সূর্য্য দুই।

শ্রীকৃষ্ণ। চল তবে, দেব, অগ্রসর হই।
আসিতে দিব না আর মথুরা নিকটে,
মধ্যপথে ভেটিব তাহারে
প্রবর্ষণা-পর্ব্বত উপরে।

বল-। চল কৃষ্ণ! রাহু-কেতু দুই মিলি
রন্ধ্রে বসি তার।

[গমনোদ্যত]

সাত্যকী উপস্থিত হইল।

সাত্যকী। [নিজেকে দেখাইয়া]
এই রবিরেও সঙ্গে লও, প্রভু!
না হ'লে ত্রিপাপ পূর্ণ হবে বা কেমনে ?

বল। এখনো বিলম্ব আছে ত্রিপাপ-সংযোগে,
সাত্যকী রে! জন্মকুণ্ডলী-চক্রেতে তার।
ত্রিপাপে চ ভবেন্মৃত্যু
সপ্তশূন্যা দিকং যদি। জ্যোতিষ-বচন।
সপ্তশূন্য নাহি হ'লে,
ত্রিপাপ-সংযোগ নহে তত কার্য্যকরী।
অপেক্ষা কর, রে রবি!
প্রবেশি' পতাকী-চক্রে
প্রথমতঃ রাহু-কেতু মোরা দুজনায়
সপ্তস্থান তার শূন্য ক'রে ফেলি,
তার পর ত্রিপাপ-সংযোগ।

তার পর ত্রিমূর্ত্তি বিকাশ,
একদণ্ডে ভীষণ ত্রিশূল।

সাত্যকী। নির্ম্মূল করিলে আশা!
আমি যে সঙ্কল্প ল'য়ে ব'সে আছি, দেব?
শিশুপাল আদি যত রাজোপাধিধারী—
পাপের পোষক পদলেহী দলে
দলি পদে নিজহস্তে পশুবৎ বধি',
অনন্ত-নরকে ফেলি'
তাদের মানব-জন্ম ঘুচাইব চিরতরে;
কিন্তু দেখি এ যে বিপরীত—
ভাগ্যবান্ তারা।
তা না হ'লে,
তোমাদের মোক্ষগ্রহ-পদ্মহস্ত,
কেন হবে প্রসারিত তাদের বিনাশে?
তোমাদের রাহু লোকচক্ষে বিরোধী হলেও
অভ্যন্তরে কে না জানে আলিঙ্গনময়?
যাক্—প্রতিবাদী নয়
সাত্যকী কারও সৌভাগ্যের।
উপস্থিত আমার কার্য্য কি?

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রেষ্ঠ বীর যদুবংশে তুমি, হে ধীমান্!
তব কার্য্য বর্ত্তমান মথুরা-রক্ষণ।
তোমার উপর মোর মথুরার ভার;
সজ্জিত প্রস্তুত থাক যদুগণ ল'য়ে,
যেন কোন গুপ্তশত্রু

না পড়িতে পারে মথুরায়।
আর এক কর্ম্ম,
দাদা! যতদূর দেখা যায়—
জরাসন্ধ-আক্রমণ
এইরূপ হবে বার বার,
মাতুলানী আমাদের
মন্ত্রিণী যখন তার।
মথুরা মোদের—দেব, নহে সুরক্ষিত,
নহে নিরাপদ্ বাসস্থান
জ্ঞাতিগণসহ।
দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় এক
অপার পরিখা-বেড়া, বজ্রদুর্গ পুরী
নির্ম্মাণ করাতে চাই বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা।
এরূপ সহজ-সাধ্য নহে যায় আক্রমণ,
নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে যাহে রহে বন্ধুগণ।
যাও, রে সাত্যকী!
তোমার দ্বিতীয় কর্ম্ম—
প্রেরণ কর গে দূত বিশ্বকর্ম্মা-পাশে
অতল সমুদ্র-গর্ভে
পুরী নির্ম্মাণের বিজ্ঞাপন দিয়ে।
অবিলম্বে আসে যেন,
বড়ই বিব্রত আমি জ্ঞাতিনাশ ভয়ে।
এস, দাদা!

[প্রস্থান।

বল- । পাঠাইবে জয়ে ;
স্পষ্টভাষী সর্ব্বাপেক্ষা সেই ।
শ্রবণমাত্রেই
শত কার্য্য ফেলে যদি না আসে বিশাই,
রক্ষা নাই ;
বিদরিয়া হলে কর্ম্মশালা
ডুবাইব কর্ম্মনাশা-জলে ।
ব'লে দেবে বলিতে জয়েরে
রায়ের অব্যর্থ উক্তি ।

[প্রস্থান ।

সাত্যকী । জয় রাম-কৃষ্ণ !
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ।

[প্রস্থান ।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

প্রবর্ষণা-পর্ব্বত

বৃষ্টিধারাগণ আসিতেছিল।

বৃষ্টিধারাগণ।—

গান।

টুপ্ টুপ্ টুপ্ টপ্ টপ্ টপ্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্।
পড়্‌লো ওলো—পড়্‌লো ওলো—পাহাড় ছেয়ে পড়্।
ডাক্‌ছে মোদের উদাস নেতে হতাশ কৃষকদল,
ডাক্‌ছে চাতক, ও পলাতক, ফটিক-জল—ফটিক-জল,
কেতকী রয় আশায় চেয়ে—
কদম কাঁদে আকুল হ'য়ে—
কামিনী সেও মুখ লুকিয়ে মলিন সব অধর,
পড়্‌লো ওলো, ফুটিয়ে দে লো, জুটিয়ে দেলো বর—
তাদের জুটিয়ে দে লো বর।

[প্রস্থান।

শিশুপালসহ জরাসন্ধ উপস্থিত হইলেন।

জরা-। কে ওঠে পর্ব্বতে ?
দেখ—দেখ, চেদীশ্বর !
পলাতক তস্করের প্রায়
আগু-পাছু চায়,
দ্রুতপদে অন্ধকার পথে ধায়,

অভিপ্রায় আত্মগোপনের।
কে ওরা দুটোয়—
সেই গোপ-শিশুদ্বয় নয় ?

শিশু-। সেইমত বোধ হয় যেন,

জরা-। দেখ—দেখ—ভাল ক'রে দেখ :
আমার চোখেতে আর
দৃশ্যের পার্থক্য নেই,
আমি যেন বিশ্বময় তাদেরই দেখি ;
তুমি দেখ তোমার দৃষ্টিতে,
সেই দুষ্ট দুটো ঠিক বটে কি না।

শিশু-। তারাই ত বটে !
সেই বক্রগতি—
সেই তীব্র কুটিল চাহনি—
সেই চির চোরের স্বভাব !
নিঃসন্দেহ—তারাই নিশ্চয়।

জরা-। তারা এ সময় বিবাদী মথুরা ছেড়ে
এ দুর্গম পর্ব্বত উপরে—কি কারণ ?

শিশু-। মরণ বারণ হেতু।
একবার ভাগ্যক্রমে
হ'য়ে গেছে জয় ;
বোঝে না কি তারা,
আর তা হবার নয় ?
নিশ্চয় জেনেছে
এবারের সৈন্য-সমাবেশ,

বুঝিয়াছে বেশ—
এবার নিস্তার নাই,
যাক্ দেশ, জীবন বাঁচাই ।
তাই এই নিবিড় অরণ্যময়
পথহীন পর্ব্বত উপরে
লুকাবার তরে ; আর কি কারণ ?

জরা- । রাজগণ ! রাজগণ !
পর্ব্বত বেষ্টন কর সৈন্যের প্রাকারে ;
দুষ্ট শঠদ্বয় এই পর্ব্বত উপরে ।
মথুরা যাবার আবশ্যক নাই আর,
পথেই শিকার ।
সবাকার সর্ব্বশক্তি একমুখী কর,
সশস্ত্রে সতর্ক থাক,
যেন সে কৌশলীদ্বয়
এ পর্ব্বত হ'তে
অন্যদিকে আর না পলায় ।
এস, চেদীশ্বর !
দেখি কি উপায়
এ দুর্গম পর্ব্বতে ওঠার ।
এবার নিস্তার নাই সত্য, চেদীশ্বর !
এবার তোমার শান্তি—
এবার আমার—হাঃ—হাঃ—হাঃ !
ওরে ধূর্ত্ত, ভীরু ফেরুদ্বয় !
এসেছিস্ লুকাতে কোথায় ?

সিংহের বিবরে ? কালের কবলে ?
নিয়তির পাস্থশালে ? হাঃ—হাঃ—হাঃ !

[শিশুপালসহ প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উপস্থিত হইলেন ।

শ্রীকৃষ্ণ । হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—প'ড়ে গেছে ফাঁদে ;
পর্ব্বত বেষ্টন করেছে রাজারা ।
দেখ দেব ! নিজ নিজ শক্তিসহ
স্থিরলক্ষ্য সবে মরীচিকা-মোহে ।
উঠে জরাসন্ধ পর্ব্বত উপরে
শিশুপালসহ
আমাদের অন্বেষণে ।
ব্যাধের বাঁশীতে উদ্‌ভ্রান্ত কুরঙ্গ ।

বল- । ঝাঁপ দিই তবে ?

শ্রীকৃষ্ণ । একটু অপেক্ষা কর,
লুকোচুরি খেলা যাক্ কিছুক্ষণ ।
জরাসন্ধ আমাদের মাতুলানী-পিতা,
সম্বন্ধে যে দাদা মহাশয় ;
একটু তামাসা করি ।

বল- । ও দাদার তামাসায়
লুকোচুরি অনুরূপ নয় ;
নাতির প্রকাণ্ড গদা ও দাদার যোগ্য ।

শ্রীকৃষ্ণ । সেটা ত আছেই ; তবু—
ওই জরাসন্ধ আসে ।
এস—দাদা, গুহায় লুকাই ।

[প্রস্থান ।

বল-। চল ; কিন্তু তার চেয়ে
উত্তম তামাসা ছিল রামের গদাই।

[প্রস্থান।

জরাসন্ধ ও শিশুপাল উপস্থিত হইলেন।

জরা-। ওই যায়—ওই যায়, চেদীশ্বর ! ঐ পলায়।

শিশু-। কই ? কোথায়, সম্রাট্ ? ওদিকে ত নাই ?

জরা-। তাই ত—তাই ত ! কোন্ দিকে গেল আবার ? আমার দৃষ্টিভ্রম ? ওই, না—না—না—

শিশু-। সম্রাট ! এ অনিশ্চিত অনুসরণে বিশেষ কোন ফল হবে না দেখ্‌ছি। সুবিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী নিবিড় অরণ্যময়, একদিকে খুঁজ্‌ব, আর একদিকে লুকিয়ে পড়্‌বে। তার ওপর দুরারোহ, ইচ্ছামাত্রে অগ্রসর হবার উপায় নাই ; তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্।

জরা। কি কাজ—কি কাজ, চেদীশ্বর, বল ? তুমি আমার সুহৃদ্, সেনাপতি, মন্ত্রী, একাধারে সব।

শিশু। এই পর্ব্বত বেষ্টন ক'রে চতুর্দ্দিক্ হ'তে এককালে অগ্নি সংযোগ করি, আসুন।

জরা-। সৈন্যগণ ! সৈন্যগণ ! অস্ত্র রাখ, কাষ্ঠ সংগ্রহ কর, আগুন জ্বালাও, পর্ব্বত পোড়াও, রামকৃষ্ণমেধ-যজ্ঞ জরাসন্ধের। চেদীশ্বর ! তুমি এই যজ্ঞের পুরোহিত। কী অকাট্য যুক্তিপূর্ণ যজ্ঞবিধি তোমার, চেদীশ্বর ! তোমার স্মৃতি সর্ব্বশাস্ত্রসার, অমর, অদ্বিতীয় হোক্। ওরে মায়াবী বঞ্চকদ্বয় ! আর রক্ষা নাই ; কার আড়ালে লুকাবি আর ? অগ্নি সর্ব্বভুক্। এস চেদীশ্বর ! আন কাষ্ঠ—জ্বাল অগ্নি—পোড়াও পর্ব্বত—ভস্ম কর জরাসন্ধের বক্ষবিদ্ধ শেল—কণ্ঠলগ্ন কণ্টক।

[শিশুপালসহ প্রস্থান।

মশালহস্তে গীতকণ্ঠে সৈন্যগণ উপস্থিত হইল।

সৈন্যগণ।—

গান।

লাগা ভাই, আগুন লাগা।

মিটে যাক্ দগ্‌দগানি—চুকে যাক্ এ হায়রানি,

ঘুচে যাক্ শুক্‌নো' মুখে, কোঠর চোখে রাত্রিদিন জাগা।

বাঘ-ভালুক দুই মিতেতেই পড়েছে কলে,

আর ত এড়ান নাই রে যাদু কৌশলে ছলে,

দেখ্‌ব এবার জিভের বহর, দাঁতে কত ধার,

আগুনে হও দেখি ধন পার,

দিয়েছ চাঁদ যত জ্বালা, এবার সে সব শোধের পালা,

পড়্‌তে হবেই উপুড় হ'য়ে ধর্‌লে যখন গাছের আগা,

ফুরিয়ে গেল হায় রে ওরে গয়লা-ঘরে ননী মাগা।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। অনল-সংযোগ করেছে পর্ব্বতে
পলাবার পথ রুদ্ধ ক'রে।
পোড়ায়ে মারিবে রাম-কৃষ্ণে মূঢ়গণ।
জানে না এ পর্ব্বতের নাম
প্রবর্ষণা কি কারণ।
ইন্দ্র করে বৃষ্টিধারা নিয়ত বর্ষণ
এর উত্তপ্ত শিখরে,
তাই এর নাম প্রবর্ষণা ;
হুতাশন বিফল হেথায়।

বল। আর সহ্য নাহি যায়।
কৃষ্ণ! এখনো কি চলিবে তামাসা?

শ্রীকৃষ্ণ। আশার সীমাটা দেখ,
আনন্দের হুলাহুলি উঠুক্ আকাশে,
নাচুক্ সে জরাসন্ধ
কার্য্য উদ্ধারের বিপুল পুলকে।
সেই অবসরে, দেব!
সেই আনন্দের অসংযত অবস্থায়
পড়িব পর্ব্বত-চূড়া রাম-কৃষ্ণ ;
আনন্দের বুকে নিরানন্দ—
গর্ব্বের শিয়রে বজ্র।

বল। চল কৃষ্ণ! চল তবে
বসি ওই উচ্চ সানুদেশে
শিকার-উন্মুখ সিংহ
স্ফুরিত কেশর, ঘূর্ণিত নয়ন,
প্রতীক্ষিয়া ঝম্পের সুযোগ।
জরাসন্ধ! মত্তকরি!
ক'রে নে আনন্দ যতখানি আশা তোর,
হেসে নে বিকট মুখে যত হাসি ধরে,
নেচে নে তাণ্ডব-নাচ যতটা পা ওঠে,
জ্বলনের শেষ ক'রে
জ্বলে নে, নির্ব্বাণোন্মুখ!

শ্রীকৃষ্ণ। বড় সুখ—বড় সুখ,
হে স্রোত অনন্তমুখ,

তোমার ঐ তরঙ্গের তালে নেচে।

নমস্কার—নমস্কার—

হে অরোধ্য অনিবার্য্য গতিকে তোমার।

[বলরামসহ প্রস্থান

শিশুপালসহ জরাসন্ধ পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

জরা-। হাঃ—হাঃ—হাঃ—চেদীশ্বর! যজ্ঞ বেশ জমেছে, আগুন ধূ ধূ জ্ব'লে উঠেছে, গোটা পর্ব্বতখানা ধ'রে গেছে। কী সুন্দর—কী সুন্দর অগ্নির সর্ব্বগ্রাসী সংহারী মূর্ত্তি! চেদীশ্বর! দেবতা বল্‌তে যদি থাকে ত এই এক অগ্নি, প্রত্যক্ষ—পূর্ণ

শিশু-। [উদ্দেশে] কাষ্ঠ দাও—কাষ্ঠ দাও—প্রচুর কাষ্ঠ দাও।

জরা-। আমি এই জগৎটাকে অগ্নি-উপাসক ক'রে যাব, চেদীশ্বর! বুঝিয়ে দেব নূতন দর্শন সৃষ্টি ক'রে, আগুন ভিন্ন আগুন নেবাবার উপায় নাই।

শিশু-। ধোঁয়া ওঠে কেন? ধোঁয়া ওঠে কেন ওদিকে আবার? সরস কাষ্ঠ হয়, জতু দাও—এখনি জ্ব'লে উঠ্‌বে।

জরা-। আচ্ছা, চেদীশ্বর! এই সময়ে সেই হতভাগ্য দুটো কি করছে, বল্‌তে পার—এই চতুর্দ্দিকে আগ্নি-আক্রান্ত হ'য়ে—এই আসন্ন মৃত্যুর বেড়াজালে প'ড়ে? দেখি তোমার সিদ্ধান্ত? আমার দর্শন শুনবে? আমি প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি, তারা করছে এ সময় বন্যাবেষ্টিত জীর্ণ ঘরের মুষিকের মত এ গর্ত্ত আর ও গর্ত্ত! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

শিশু-। জ্বলেছে—জ্বলেছে, দাউ—দাউ—দাউ—ধূ ধূ ধূ, আশা পূর্ণ—রাম-কৃষ্ণের শেষ!

জরা-। [তাণ্ডব-নৃত্য সহকারে] আশা পূর্ণ, রাম-কৃষ্ণের শেষ! হো—হো—হো—আশা পূর্ণ, রাম-কৃষ্ণের শেষ! ওরে, কে আছিস্?

একবার মগধ যেতে পার্‌তিস্‌ এক দৌড়ে সেই রাক্ষসী দুটোকে আন্‌তে ? তারাও দেখ্‌ত জ্বল্‌জ্বলে চোখে, আশা পূর্ণ—রাম-কৃষ্ণের শেষ।

প্রাপ্তিসহ অস্তি উপস্থিত হইল।

অস্তি। এসেছি—বাবা, এসেছি আমরা। আর মগধ যেতে হবে না দৌড়ে; আমরাই মগধ হ'তে উড়ে আস্‌ছি। আশা পূর্ণ—রাম-কৃষ্ণের শেষ ?

জরা-। আশা পূর্ণ—রাম-কৃষ্ণের শেষ।

অস্তি। [স্বগত] কানের সুড়ঙ্গের ত প্রাণের প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত চমৎকার সংযোগ! অমৃতধারা কর্ণপথে পড়্‌বামাত্রই একেবারে মর্ম্মস্থল শীতল; তা হ'লে চোখের সঙ্গে ত তার আরও ঘনিষ্ঠতা! শোনা কথাতেই এমন, চোখে দেখ্‌লে না জানি সে আবার কেমন! [প্রকাশ্যে] বাবা, রাম-কৃষ্ণ শেষ—আমি দেখ্‌তে চাই চোখে, দেখাও তাদের শবদেহ।

জরা-। ভস্ম—ভস্ম; শবদেহ আর পাবি কোথায় ? ভস্ম! ঐ আগুন দেখ্‌ছিস্‌ পর্ব্বত জুড়ে ? ভস্ম—মৃত্যু, অন্ত্যেষ্টি দুই-ই একসঙ্গে। তারা লুকোতে এসেছিল, অস্তি, এই পর্ব্বতে। হাঃ—হাঃ—হাঃ—জরাসন্ধের চোখে ধূলো ? পর্ব্বত ঘেরাও করেছি—বেড়া-আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি। ভস্ম, আশা পূর্ণ—রাম-কৃষ্ণের শেষ।

অস্তি। [বিহ্বল আনন্দে প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল]

প্রাপ্তি। [বাধা দিয়া] কোথা যাও—দিদি, ও জ্বলন্ত আগুনের দিকে ?

অস্তি। দেখ্‌ব, প্রাপ্তি! দেখ্‌ব আমি ঐ আগুনে প'ড়ে, ওর দাহিকা ঠিক আছে কি না আর পোড়ার কী জ্বলন।

প্রাপ্তি। কি ক'রে বুঝ্‌বে ? তোমাকে পোড়াবার মত হয় ত ওর দাহিকা থাক্‌তে পারে; তা হ'লেই যে রাম-কৃষ্ণও তাতে পুড়্‌বে, তার এমন কি নিশ্চয়তা ?

অস্তি। প্রাপ্তি, আবার ?

প্রাপ্তি। এ ধারণা আমার যাবার নয়, দিদি! বিষ খেয়ে যাদের শেষ হয় নি—জল-প্লাবনে যারা গোবর্দ্ধন-ধারী, তোমার আগুনও ত সেই মত একটা ? তার জল হ'তে কতক্ষণ ?

বৃষ্টিধারাগণ পূর্ব্বোক্ত গীতকণ্ঠে আসিল ও চলিয়া গে]

সৈন্যগণ। [নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে] আগুন নিব্‌ল—আগুন নিব্‌ল—অশ্রান্ত জলধারা।

শিশু-। আশ্চর্য্য ! সম্রাট্ ! অকস্মাৎ জলধারা !

জরা-। জলধারা !

প্রাপ্তি। জলধারা নয়, বিষজীর্ণকারী রাম-কৃষ্ণের অগ্নি-নির্ব্বাপক অলৌকিক শক্তিধারা।

অস্তি। চুপ্—চুপ্।

সৈন্যগণ। [নেপথ্যে আর্ত্তনাদে] রক্ষা কর—রক্ষা কর—প্রাণ যায়—পর্ব্বত-পতন।

শিশু-। সম্রাট্ !

জরা-। পর্ব্বত-পতন !

প্রাপ্তি। পর্ব্বত-পতন নয়, পর্ব্বত-পতনে নিস্তার ছিল ; এ তা হ'তেও ভীষণ ! রাম-কৃষ্ণের ঝাঁপ্ পর্ব্বত হ'তে।

অস্তি। [প্রাপ্তির মুখ চাপিয়া ধরিয়া] চুপ্।

সৈন্যগণ। [নেপথ্যে আর্ত্তস্বরে] শেষ—শেষ। পাপ-সহচর পশু জীবনের শেষ আমাদের।

শিশু-। হত্যাকাণ্ড—সম্রাট্, হত্যাকাণ্ড ! সব গেল !

জরা-। তাই ত—তাই ত !' কিন্তু করি কি ? কা'কেও ত দেখা যাচ্ছে না ; কেবল হলের গর্জ্জন আর চক্রের ঘূর্ণন !

প্রাপ্তি। ঐ রাম-কৃষ্ণ।

অস্তি। [প্রাপ্তির গলা টিপিয়া ধরিতে উদ্যত]

বলরাম উপস্থিত হইলেন।

বল-। কই জরাসন্ধ? আনন্দের কতদূর? হাসির আর বাকী আছে? নাচায় আর পা ওঠে? হাস্—হাস্, নাচ্—নাচ্, বল্—শুনি, আশা পূর্ণ—রাম-কৃষ্ণের শেষ।

শিশু-। সম্রাট্!

শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। শিশুপাল! তুমি জান, শত অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রতিশ্রুত আমি তোমার মাতৃ-সন্নিধানে; সে শতও উত্তীর্ণ হ'তে বোধ হয় আর অল্পই বাকী। এখনও সংযত হও, দেখ্ছ ত আমরা আগুনেরও অদাহ্য?

শিশু-। সম্রাট্! দেখ্ছেন কি? ভাব্ছেন কি? মৃত্যুও শ্রেয়ঃ অন্ত্যজ নীচ-মুখের এ বাক্যবাণ হ'তে।

জরা-। মৃত্যু কোথায়, চেদীশ্বর? ওরা আগুনের অদাহ্য, আমিও মৃত্যুঞ্জয় রুদ্রের সেবক—মৃত্যুর বিভীষিকা। [আক্রমণোদ্যত]

সহসা চণ্ডকৌশিক উপস্থিত হইয়া বাধা দিলেন।

চণ্ড-। থাম।

জরা-। স'রে যাও, ঋষি! আমার বিপুল সৈন্যবাহিনী দস্যুর মত অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে মন্ত্রশক্তির মত সব নিঃশেষ করেছে; আজ আর আমি ওদের রাখ্ব না।

চণ্ড-। পারবে না, থাম; সে শক্তি তোমাতে দেওয়া নাই।

বল-। আমার কিন্তু আজ আর ক্ষমা নাই—ব্রাহ্মণ, যতই শান্ত কর তোমার জরাসন্ধকে।

চণ্ড-। তুমিও থাম, রাম ! তুমিও তা পার্‌বে না—তোমারও তা ক্ষমতাতীত।

বল-। কি ব্রাহ্মণ ! জরাসন্ধ তোমার সৃষ্ট ; সেই গর্ব্বে রামের শক্তি—রামের হলে উপেক্ষা কর ?

চণ্ড-। মার—মার তবে জরাসন্ধকে। এই আমি তোমার হলের সম্মুখে ধর্‌ছি তাকে ; মার—কি প্রকারে পার। দেখি তোমার শক্তি—দেখি তোমার হল—দেখি তুমি ভূভারহারী বলরাম।

বল-। মহাশক্তি ! মহাশক্তি !
আবির্ভূতা হও বাহুযুগে মম—
সেই নগ্না, মুক্ত-আবরণা,
শোণিত-পিপাসাতুরা, বিলোল-রসনা,
সেই অট্টহাস্যময়ী, ভয়ঙ্করী বেশে ;
দেখিবে তোমার মূর্ত্তি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
ওরে হল ! জ্বল্ তুই প্রলয়-জ্বলনে
উন্মত্ত, বধির, অন্ধ,
ভবিষ্যৎ-চিন্তাশূন্য হ'য়ে ;
দেখিবে রে তোর তেজ দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ।
রাম ! রাম ! বাজাও ধ্বংসের শিঙ্গা
কুলিশ কঠোর রাগে—
জগতের বিসংবাদী হাহাকার সহ
সমস্বর, সমতাল, সমান হুঙ্কারে ;
তোমার অবতারত্ব করিবে পরীক্ষা
হীনমতি মায়ান্ধ ব্রাহ্মণ।

শ্রীকৃষ্ণ। [ধরিয়া] রক্ষা কর—রক্ষা কর, দেব সঙ্কর্ষণ !

বল- : ছেড়ে দাও—কে ধরেছ ?
রামের হলের শক্তি দেখিবে ব্রাহ্মণ।

শ্রীকৃষ্ণ- । প্রয়োজন নাই, দেব !
তোমার হলের শক্তি
সহিতে নারিবে বসুন্ধরা ;
সৃষ্টি যাবে রসাতলে।

বল- । যাক্ সৃষ্টি—যাক্ স্রষ্টা,
কোন বাধা মানিব না ;
ব্রাহ্মণের দর্পচূর্ণ—
কার্য্য মম এ অবতারের।

শ্রীকৃষ্ণ · ব্রাহ্মণের দর্প, প্রভু,
তোমারই প্রদত্ত যে পৃথিবী-শাসনে ?
তোমারই সে দেওয়া দর্পবলে
দর্পিত ব্রাহ্মণ তোমায় শাসন করে ;
নহে সে ত ক্রোধের কারণ ?
গৌরবের কথা, দেব !
তুমি যদি ক্রোধ-পরবশে
ব্রাহ্মণ শাসন কর—
কেড়ে নাও প্রদত্ত প্রভুত্ব,
বিশ্বের শৃঙ্খলা যাবে—
মানিবে না তারে কেউ আর ;
ভূভার হরিতে এসে,
নব-গুরুভারে
ভারাক্রান্ত ক'রে যাবে

ব্যথিতা ধরারে।

শান্ত হও, প্রভু!

[বলরাম নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে স্থির রহিলেন]

বল-। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!

যাও তব জরাসন্ধে ল'য়ে

যত শীঘ্র পার, আমার সম্মুখ হ'তে।

চণ্ড-। সন্ধি কর—সন্ধি কর, শ্রীকৃষ্ণ! সন্ধি কর তোমরা জরাসন্ধের সঙ্গে; আমি মাঝখানে থাক্‌ছি।

শ্রীকৃষ্ণ। সন্ধি কর্‌বার ত আমাদের কিছুই আপত্তি নাই, ব্রাহ্মণ! আমরা ত তোমার জরাসন্ধের কোন অনিষ্ট কর্‌তে যাই নি, সে-ই অন্যায় ভাবে আমাদের নির্যাতন কর্‌ছে।

চণ্ড-। সে অন্যায়ের যদি সংশোধন হয়?

শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের কোন কথা নাই।

চণ্ড-। কি ভাবে সে অন্যায়ের সংশোধন চাও তোমরা?

শ্রীকৃষ্ণ। বন্দী রাজগণের মুক্তি আর স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে বাস; আর কিছু না।

চণ্ড-। জরাসন্ধ! স্বীকার কর।

জরা-। কখনও না।

চণ্ড-। স্বীকার কর, শান্তি হ'ক্।

জরা-। অশান্তিতে ছেয়ে যাক্। বন্দীদের মুক্তি? কখনও না—কিছুতে না।

চণ্ড-। কর্‌তেই হবে তোমায় স্বীকার, তুমি না কর্‌লেও আমি কর্‌ব; মগধ-রাজ্য আজ আমার।

জরা-। মগধ-রাজ্য তোমার?

সহসা সহদেব উপস্থিত হইল।

সহ-। হাঁ, পিতা! মগধ-রাজ্য বর্ত্তমানে মহাত্মা চণ্ডকৌশিকের। মহারাজ বৃহদ্রথের বংশরক্ষা—আমার পূজনীয় পিতা মহারাজ জরাসন্ধের জন্ম-বিধানের পুরস্কারে আমি আমার বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মণ-চরণে দান ক'রে দিয়েছি।

জরা-। উত্তম। ব্রাহ্মণ! দান গ্রহণ করেছ; দক্ষিণা পেয়েছ? দানের যোগ্য? পাও নাই? আমি দিচ্ছি—নাও। মগধ-রাজ্য দান; তার যোগ্য দক্ষিণা আর কি হ'তে পারে? সেই দান-বীর পুত্রকেই সে দানের দক্ষিণা দিলাম—নিয়ে যাও। জরাসন্ধকে শাসন করতে এসো না—ব্রাহ্মণ, রাজ্য দেখিয়ে। সন্ধি হবে না—হবার নয়, জামাতা-নিধনকারী রাম-কৃষ্ণের নিঃশ্বাস-প্রবাহ থাকতে। আয়, অস্তি! আয়, প্রাপ্তি! এস, চেদীশ্বর! মগধের মাটির গুণে জরাসন্ধ নয়, জরাসন্ধের বাহুবলে মগধ; যেখানে জরাসন্ধ—সেইখানেই মগধ!

[সদম্ভে শিশুপালসহ প্রস্থান।

অস্তি। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! জরাসন্ধ দেখ্‌ছ? জরাসন্ধ রাজ্য ঐশ্বর্য্য দুহাতে একসঙ্গে বিলিয়ে দেয়। এই জরাসন্ধের স্রষ্টা তুমি। সাবধান! সন্ধির কথা মুখে এনো না। প্রাপ্তি! প্রাপ্তি! চ'লে আয়, বোন্! এই জরাসন্ধের কন্যা আমরা, শত দুর্ভাগ্যেও মহা ভাগ্যবতী।

[প্রাপ্তি সহ প্রস্থান।

চণ্ড-। নিয়তি—নিয়তি। সংসার-চক্রের প্রতি আবর্ত্তনে নিয়তির নির্লজ্জ নগ্ন-নৃত্য! মানব-চেষ্টার প্রতি ব্যর্থতায় নিয়তির বত্রিশ দন্তের বিকট হাস্য! ঈশ্বরের অমর-সভা পর্য্যন্ত নিয়তির সমান সম্মানের ডাক্! বৃথা—বৃথা—বৃথা। বিশ্ব-বিজয়িনী নিয়তি।

[প্রস্থান।

সহ-। যদুপতি! সে যুদ্ধ এখনও আমার অবিশ্রান্ত; সেই তোমার প্রহ্লাদের নীতি আর আমার 'পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতায়।' এখনও তোমার প্রহ্লাদের নীতি সহদেবের নীতিকে হঠাতে পারে নাই, দুই-ই সমান চল্‌ছে; দেখ্‌ব, তোমার প্রহ্লাদের নীতি কত দৃঢ়—কেমন সত্য!

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। চল—দেব, বিশ্রাম কারণ,
চরণ সেবিবে দাস।

বল-। ধর বসুন্ধরা, কৃষ্ণ!
বহ, রুদ্ধশ্বাস!

[শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনে পৃথিবীকে ধারণ করিলেন ও বলরাম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।]

[নিক্রান্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যবন-রাজসভা

বাঁদী ও বাইজীগণ।

বাঁদী। এই, সব ঠিক ?

বাইজীগণ। সব ঠিক।

বাঁদী। জিনিষ-পত্তর ?

বাইজীগণ। ঠিক।

বাঁদী। নেশা ?

বাইজীগণ। মস্‌গুল।

বাঁদী। আমোদ ?

বাইজীগণ। ভরপূর।

বাঁদী। দেখ, আমি যতদূর জানি, হুজুর আগেই এখানে হাজির হবেন। অনেক দিন পর দেশে ফিরেছেন; যে আজ ভাল নাচ্‌তে গাইতে পার্‌বি, অর্থাৎ প্রথম মোহাড়াতেই যে নজরে লাগ্‌তে পার্‌বি, ইনাম ত আছেই, নসিব্ খোলে ত রংমহলে পর্য্যন্ত উঠে যেতে পার্‌বি, বুঝেছিস্? নে—আর এক পেয়ালা ক'রে চড়িয়ে নে। [সরাব পান] আদব্-কায়দা যেমন যেমন শিখিয়েছি, সব মনে আছে ত? সেই গানখানা প্রথমেই—এই যে হুজুর আস্‌ছেন।

প্ররোচনসহ কালযবন উপস্থিত হইল।

বাইজীগণ।—

গান

নেহি মিলা কুচ্ পাতাকে আঁখির
জনাব কা দিল্ খারাব কেঁও হ্যায়।
খাতা হুই কেয়া বাতাইয়ে তো
ইয়ে রঞ্জ্ কেঁও হ্যায়, আতাব কেঁও হ্যায়।
লাগায়ি হাতো মে কিস্‌নে মেহেদি,
লাগায়া সান্দন জবি পা কিস্‌নে,
ইস্‌মে ওয়ালা হুই খেলাকী
নেহি তো সাহেব হেজাব কেঁও হ্যায়।
কাঁহা থা কিস্‌নে কৌন্ হি জানে,
কে সুরত দেখায় গে কাল,
নেহি যে আওয়ে নেহি থি বাতে
মগর ইয়ে শুকা জবাব কেঁও হ্যায়।

[বাঁদি উভয়কে সরাব ঢালিয়া দিল]

কাল-। বেশ! বেশ! তোফা! তোদের সবাইকে আমি ইনাম দেব ; বোস্—একটু জিরো।

প্ররো-। হাঁ—হাঁ—একটু হাঁফ্ ছেড়ে নে ; অনেক ঝড়্-ঝাপটা চল্‌বে, আর একটু তাজা হ'য়ে নে। আমরাও ততক্ষণ রং চড়িয়ে নি। [কালযবনসহ মদ্যপান]

কাল-। বাঁদি! তুই একখানা গান কর্। অনেক দিন তোর গান শুনি নি।

প্ররো-। হাঁ হাঁ, অনেক দিন বৈ কি, মনেই পড়ে না। গা বাঁদি! হুজুর শুন্‌বেন—অনেক দিন পর!

বাঁদী।—

গান।

দেখাথা আজ হাম্‌নে যোল তো শিঙ্গারওয়ালা।
বাঁকা হ্যায় আউর তির্‌ছা লুংকো বাহারওয়ালা।
মালুম্ ইয়ে নেহি কেঁও,
মুজ্‌সে বিগড়্ গেঁও উও,
থা নগদ্ দিল মেরা ভি লাখোঁ হাজারওয়ালা।
চাহো মুজ্‌খিন ইহো,
লেকিন্ লাগিথি এ্যায়সি,
হাতো মে উন্‌কো মেহেদি চাহে পিয়ারওয়ালা।
যব হামসে আউর উন্‌সে
দু-চার আঁখি হোলি
দেখেতা হাম্‌নে দেখা মতলব কা ইসারওয়ালা।

কাল-। হাঃ—হাঃ—হাঃ—কেয়া চঙ্গিলা এই বাঁদী, প্ররোচন!

প্ররো-। তোফা--তোফা! এ সাত রাজার দৌলৎ, হুজুর! দেখ্ বাঁদি, তোর ইনাম হবে, তোর ঐ খসম্-পাগলা দেশে সাদি দেওয়া যাবে একসঙ্গে পাঁচটা; দু' একটা আপচো-লোকসান, ঝড়্‌তি-পড়্‌তি গেলেও বিশেষ গোলযোগে পড়্‌তে হবে না।

কাল-। আচ্ছা, প্ররোচন! সম্রাটের ছেলেটার কাণ্ডটা কি বুঝ্‌লে, বল দেখি? আমার মনে হয়, সে ঐ ঋষিটার সঙ্গে সড়্ করেছে, সম্রাটকে ফাঁকে ফেলে মগধের গদি নিজে নেবে।

প্ররো-। নিক্ গে, হুজুর! তা'তে আপনারই বা কি—আমারই বা কি? তারা বাপ-বেটায় বুঝুক্ গে।

কাল-। না প্ররোচন! আমাদের ছেড়ে দিয়ে আসা ভাল হয়

নি ! এঃ, তখন এতটা খেয়াল করতে পারি নি। যাক্—আর উপায় কি ? এই, তোরা গা এইবার।

প্ররো-। গা—গা সব। গায়ের ঘাম মরেছে ত ? ব্যস—গা—গা।

বাইজীগণ।—

গান।

মজেসে উল্‌ফৎ কি ইয়ে লড়াই-ই
ইধার ভি দেখো—উধার ভি দেখো।
(হ্যায়) কিস্ তরফ্ কি ক্যয়সি সাফাই
ইধার ভি দেখো—উধার ভি দেখো।
শুনা হুঁ ম্যয় দেখ্‌তে হো এ্যায়সা,
কে কোই উস্‌কো না ফির্‌সে দেখে,
জরিসি সাহাব ইয়ে বেহায়াই ;
ইধার ভি দেখো—উধার ভি দেখো।
শিকৎ করু কেয়া ম্যয় দেখ্‌নে কি,
নজর ভরাত বাস আঁখি আই-ই,
কিসিকো দিল্‌কো দুখাওগে তো,
তোমারা দিল্ ভি দুখেগা সাহাব,
ক'রো না এ্যায়সি কভি ঢিঠাই—
ইধার ভি দেখো—উধার ভি দেখো।

কাল-। কারা আসছে—প্ররোচন, দেখ—রথ হ'তে নেমে এই দিকে ? সম্রাটের মত লাগ্‌ছে, না ?

প্ররো-। তাই ত—তাই ত, জনাব ! সেই রকমই ঠেক্‌ছে যে ?

কাল-। হয়েছে ! যা ভেবেছি তাই ; মগধ হারিয়েছেন [বাইজীদের প্রতি] এই, তোরা যা সব এখন।

প্রহো-। পালা--পালা সব। দেখ্ছিস্ কি? হুজুরের হুজুর আস্ছেন।

[বাইজীগণসহ বাঁদি চলিয়া গেল।

শিশুপালসহ জরাসন্ধ উপস্থিত হইলেন।

জরা-। যবনরাজ!

কাল-। আসুন—আসুন; দুনিয়ার মালিক মহাবল জরাসন্ধের পাদস্পর্শে যবন-রাজ্য ধন্য। বস্তে আজ্ঞা হয়, সম্রাট্! আমি আপনার পূজা-অর্ঘ্যের আয়োজন করি।

জরা-। আমি আজ আর তোমার নিকট হ'তে পূজা চাই না, কাল! পুরস্কার চাই। আমি তোমার এক সু-সংবাদ বহন ক'রে আস্ছি। স্বীকার কর, আমায় পুরস্কৃত কর্বে? আশানুরূপ?

কাল-। একি অপ্রাসঙ্গিক উপহাস, সম্রাট্! এ রাজ-প্রাসাদ আপনার—এ রাজ্য আপনার, আমরা আপনার আশ্রিত, ইঙ্গিত-চালিত —প্রসাদভোজী প্রজা; আপনাকে পুরস্কার!

জরা-। হাঁ, স্বীকার কর; দৈবচক্রের বিপরীত আবর্ত্তনে পূজাকে আমায় পুরস্কার ব'লেই নিতে হবে।

কাল-। না সম্রাট্! দৈবচক্র যতই বিপরীত আবর্ত্তনে ঘুরুক, আপনি সেই সম্রাট্; আপনাকে পূজা চাইতে হবে না জীবনে। আপনি বীরকুলের চিরপূজার্হ।

জরা-। আমার মগধ নাই, কাল!

কাল-। আপনার মগধ দেখে ত আমরা আপনার বশ্যতা স্বীকার করি নি, সম্রাট্? আপনার সম্রাটোচিত সদ্গুণেই আমরা আপনাতে অনুরাগী। আমরা যবনজাতি, গুণের আদর করি।

জরা-। [উদ্দেশে] ঋষি চণ্ডকৌশিক! মগধ কেড়ে নিয়ে তুমি

আমার গতিরোধ করবে ? মগধের পরিধি কতটুকু—দেখ ! সু-সংবাদ —সু-সংবাদ এনেছি, কাল ! তুমি তোমার জন্মের কারণ জান ?

কাল- । জন্মের কারণ ? আমি ভূতপূর্ব্ব যবন-রাজের পুত্র।

জরা- । না, তুমি ভূতপূর্ব্ব যবন-রাজের পালিতপুত্র। তুমি মহর্ষি গার্গ্যের ঔরস-জাত ; গোপালী নাম্নী গোপরূপধারিণী অপ্সরার গর্ভজ।

কাল- । সম্রাট্ !

জরা- । শোন, কোন সময়ে মহাত্মা গার্গ্য যাদব-সভায় ঐ যদুবংশ-জাত নিজের শ্যালক দ্বারা অপদস্থ হন্। ব্রহ্মচারী ঋষি ব্রহ্মচর্য্য প্রতি-পালনে তাঁর যাদবী স্ত্রীতে উপগত না হওয়ায়, সে পাপিষ্ঠ ঐ পুণ্যাত্মাকে নপুংসক আখ্যায় বিদ্রূপ করে ভর্ৎসনা করে ; সেই অভিমানে মহর্ষি গার্গ্য দ্বাদশবর্ষ লৌহচূর্ণ ভক্ষণ ক'রে যাদব-বংশের অজেয়-পুত্র কামনায় মহেশ্বর শঙ্করের আরাধনায় নিযুক্ত হন্। তুমি জাতিতে যবন নও, কাল ! তুমি যবন-গৃহে প্রতিপালিত। তুমি সেই শ্রীভগবান্ শঙ্কর বরদত্ত লৌহচূর্ণ-প্রাশী মহর্ষি গার্গ্যের বীর্য্যজাত যাদব-অজেয় অদ্ভুত সৃষ্টি ! আমায় পুরস্কার দাও।

কাল- । কোথায় শুন্‌লেন, সম্রাট্ ? কার কাছে শুন্‌লেন এ গুপ্ত-রহস্য ?

জরা- । দেবর্ষি নারদের কাছে ! আমি নিরুপায় হ'য়ে পুরস্কারের আশায় জগতের প্রসন্নতা খুঁজ্‌ছিলাম, অকস্মাৎ দেবর্ষি নারদ নিজগুণে আবির্ভূত হ'য়ে এই রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে গেলেন ; তুমি যাদব-বংশের অজেয়—তুমিই বর্ত্তমানে আমার আশা-ভরসা ; আমায় পুরস্কার দাও।

কাল- । আবার সেই পুরস্কার ? সম্রাট্ ! এর পূজা যে আবার ষোড়শোপচার বিধানের অতীত। এ সংবাদ ত দেব-দূতেরও নয়—এ সংবাদ যে দীক্ষা-মন্ত্রদাতা ইষ্টদেবের। আমি যাদব-বংশের অজেয়।

বলুন, সম্রাট্ ! এ রবিকর সম্পাতে হৃদয়-দল বিকাশ করায় কি পূজা চান্ আপনি ?

জরা-। দেবে ?

কাল-। শেষ নিঃশ্বাসটী পর্য্যন্ত।

জরা-। পূজা দাও, যাদব-অজেয় ! ঐ যাদব-বংশের ধ্বংস যাদব পরিচালক রাম-কৃষ্ণের মুণ্ড।

কাল-। এই কথা ?

জরা-। তোমার পক্ষে তাই ; কিন্তু সত্য বল্‌তে কি—আমার অপমানের অবধি নাই। দুর্ব্বৃত্তগণ কি জানি কোন্ দৈবশক্তিবলে আমায় বার বার অপদস্থ, পরাজিত করেছে—আমার সংখ্যাতীত সৈন্য-বাহিনী মুহূর্ত্তে মল্লের মত উড়িয়ে দিয়েছে। পূজা দাও, কাল ! আমার সেই অপমানের প্রতিশোধ—যাদব-বংশের ধ্বংস—রাম-কৃষ্ণের মুণ্ড। আমি তোমার শরণাপন্ন—বৃত্রাসুর সংহারে দেবরাজ ইন্দ্রের মত দধীচির পর্ণকুটীরে।

কাল-। দধীচিও বক্ষ-অস্থি উৎপাটনে প্রস্তুত, ত্রিদশনাথ !

জরা-। প্রস্তুত ?

কাল-। সর্ব্বতোভাবে—এই মুহূর্ত্তে।

জরা-। চেদীশ্বর ! এইবার ? এর আর প্রতিকার আছে ? এই লৌহচূর্ণ-প্রাশী শ্রীভগবান্ শঙ্কর-প্রসাদ উপেক্ষার ?

শিশু-। আবার ? বার বার দুষ্টগণ দৈবশক্তি প্রভাবে আমাদের ক্ষাত্র-শক্তি বিমুখ করেছে, এবার দৈবশক্তির বিরুদ্ধে দৈবশক্তি—সর্ব্ব-সংহারী শঙ্করের ; মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট তাদের এইখানে—এতদিনে।

জরা-। আমি শঙ্কর-পূজা কর্‌ব একবার, চেদীশ্বর, এই অভিযানের মুখে। অস্থি—এঃ, পিছিয়ে পড়েছে ! আয়োজন ক'রে দেয় কে ?

আমার রুদ্রপূজার সন্ধিক্ষণ ব'য়ে যায় যে? যবনরাজ! তোমার এখানে বিল্ববৃক্ষ আছে? শ্বেত-চন্দন মেলে? গঙ্গাজল? আচ্ছা থাক্—মথুরা আক্রমণের মুখেই করা যাবে; মথুরায় যমুনা পাব। কংসের অশ্রুধারায় পরিপুষ্টা সে পুণ্যসলিলা, তার পূতনীরে অবগাহন ক'রে প্রলয়ীর আরাধনায় চিত্তটার যোগ হবে ভাল। উপস্থিত তাঁর সর্ব্ববিঘ্নহর শঙ্কর নামেই জয় দিয়ে চল। বল, কাল! বল, শঙ্করপ্রসাদ! জয়—শ্রীভগবান্ শঙ্করের জয়।

কাল-। জয়—শ্রীভগবান্ শঙ্করের জয়।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

চিন্তা-মন্দির

শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি! সাত্যকি!
কোথা রে সাত্যকি সমর-সুহৃদ্—
যাদবের বুদ্ধিবল কৌশল ভরসা?

সাত্যকি উপস্থিত হইল।

সাত্যকি। উপস্থিত সেবক সাত্যকী
চরণের আকর্ষণে।
কহ—দেব, কি হেতু এ সাগ্রহ-স্মরণ?

শ্রীকৃষ্ণ। সংবাদ পাও নি কিছু?

সাত্যকি। আসিতেছে জরাসন্ধ

যবন-বাহিনী ল'য়ে এইবার ;
এই ত সংবাদ ?

শ্রীকৃষ্ণ। কি কর তা হ'লে এখন' এখানে ?

সাত্যকি। সাত্যকি নিশ্চিন্ত নাই,
যথাযোগ্য করিতেছে রণ-আয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ। পলাও—পলাও, বীর !
রণ-আয়োজনে নাহি প্রয়োজন।
পলাও মথুরা হ'তে যদুগণে ল'য়ে
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত দ্বারকা-নগরে।
রাখ রে যাদব-বংশ ; পলাও—পলাও।

সাত্যকি। প্রাণ লও—বধ কর
প্রত্যেক যাদবে নিজহস্তে ;
বংশের মঙ্গলকামী এত যদি তুমি,
দিয়ো না এ হীন উপদেশ।
পলাতে নারিবে তারা
জীবন থাকিতে যবনের ভয়ে।

শ্রীকৃষ্ণ। যাদবের অজেয় সে দুর্ম্মদ-যবন।
জান না, অবোধ ?

সাত্যকি। জানি ;
কিন্তু মানি না সে ভিত্তিহীন উপকথা।
যে পবিত্র বংশে পূর্ণব্রহ্ম ইচ্ছাময়
রাম-কৃষ্ণ হয়েছে উদ্ভব
ভূভার-হরণ তরে,
আকাশ যাদের করে যোগায় আয়ুধ

শূন্যদেহ মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে,
তাদের অজেয় ইন্দ্র, চন্দ্র, বিধি, বিষ্ণু,
কারেও দেখি না আমি ;
যবন ? সামান্য সে ত।

শ্রীকৃষ্ণ। হ'তে পারে ;
কিন্তু, সাত্যকি রে !
মহর্ষি গার্গ্যের তেজ—
তদুপরি ভগবান্ শঙ্করের বর ;
বিফলিতে ক'রো না প্রয়াস।
করুক্—যে করে উপহাস,
অপযশ ঘোষুক্ ত্রিলোক
পলাইত যাদবের ;
মহতের থাকুক্ সম্মান।
যাও, রে ধীমান্ !
যদুগণে ল'য়ে এই বেলা
যবনের দল না আসিতে হেথা ;
অবসর হবে না রে অতঃপর আর।
নির্ম্মাণ করেছি আমি
নিরাপদ দ্বারাবতী এই সে কারণ।
একি, নি॰ চরণ এখনো কি হেতু ?

সাত্যকি। ক্ষণেক অপেক্ষা কর, প্রভু !
জিজ্ঞাসিয়ে আসি বলদেবে
তাঁর অভিমত কিবা ?

[গমনোদ্যত

শ্রীকৃষ্ণ। রও—রও, কি কর, উন্মাদ !
যেয়ো না রামের পাশে,
তুলিয়ো না এ প্রসঙ্গ কর্ণমূলে তাঁর ;
ছারখার ক'রে দেবে ধরা।
একে ত উন্মত্ত তিনি
কৌশিক ব্রাহ্মণদর্পে ;
আমি যে শ্রীকৃষ্ণ,
তাই কোন মতে শান্ত ক'রে
রেখেছি সে তেজ ;
অরুণের পক্ষপুটে আবরিত হ'য়ে
মার্ত্তণ্ডের রুদ্ররশ্মি
ধরণীর সহনীয় যথা।
তদুপরি এই গার্গ্যের আক্রোশ
যাদব-বংশের প্রতি।
যাস্ না, রে শিশুমতি !
ঘৃতাহুতি পড়িবে রে আবৃত অনলে ;
মানিবে না শঙ্করের বর—
মানিবে না শ্রীকৃষ্ণের কৃতাঞ্জলি কর,
মড়্ মড়্ শব্দে ভেঙে করিবে দুখান
অখণ্ড সৃষ্টির মূল
ব্রাহ্মণের দর্পসহ দেব হলধর।
কাদম্বরী পানে তিনি
আছেন প্রমত্ত এবে ;
থাকুন ঐ ভাবে,

যতক্ষণ না করিতে পারি
এর যথা-যোগ্য প্রতিকার।
যবন-বিনাশ নিয়ে কথা ত তোদের ?
যা—যা, হ'স্ না অবাধ্য।

সাত্যকি কহ আগে, হে আরাধ্য !
কি কৌশলে করিবে সাধন
যাদব-অজেয় সেই
কাল-যবন নিধন,
গার্গ্য তেজ শঙ্করের বর রক্ষা ক'রে ?

শ্রীকৃষ্ণ। স'রে যা রে—স'রে যা রে তবে,
কক্ষান্তরে যা, রে প্রিয়তম !
চিন্তা ক'রে দেখি,
অবশ্যই আছে এর যোগ্য প্রতিকার।
যে স্রোত এনেছে টেনে
এতদূর—এই দীর্ঘ পথ—
বিজয় দুন্দুভি তালে নাচায়ে নাচায়ে,
সে কি এত হীনগতি অকাল-বিলোপী,
এইখানে—এই মধ্যভাগে—
এই ভাবে আমারে ডুবায়ে
অকস্মাৎ যাবে রে মিলায়ে ?
কভু না—কভু না; সে স্রোত অনন্ত,
তার সে তরঙ্গ মধ্যে আমিও অশেষ !
স'রে যা, সাত্যকি !
অবশ্যই আছে প্রতিকার।

সাত্যকি   নমস্কার!

চিন্তার মন্দিরে তব রহিনু প্রহরী।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ।   বহ—স্রোত! বহ—মহাস্রোত!

ধীরে—মৃদুল মন্থরে চিন্তাস্রোত রূপে।

হিল্লোলে ভাসায়ে

ল'য়ে যাও দিক্‌হারা আত্মসমর্পণে;

যবনের সমাধি দেখাও—

উপনীত ক'রে দাও সে গন্ধমাদনে,

সঞ্জীবনী-লতা যথা যাদব বংশের।

সুন্দর—সুন্দর—

উঠিয়াছে আগমনী-গীত,

তাল—ঢিমা, রাগিণী—বেহাগ;

এস—এস, এসে ত পড়েছ আর?

চিন্তা আবির্ভূতা হইলেন।

চিন্তা।   আসিয়াছি মূর্তিমতী চিন্তাধারা আমি,

চিন্তামণি!

শ্রীকৃষ্ণ   কহ, লো অন্তর্যামিনি!

যাদবের পরিত্রাণ,

যবন-বধের পন্থা,

গার্গ্যের তপস্যা—

শঙ্করের বাক্য রক্ষা ক'রে!

চিন্তা।   বিস্মৃত কি হেতু, হরি?

রয়েছে ত তার পরম উপায়।

শ্রীকৃষ্ণ। বল—বল, দেবি ! অমৃতভাষিণি !
ধরি করে, ধরি রাঙা পায়।

চিন্তা। পুরায় বাধিল রণ দেবাসুরে যবে,
মুচকুন্দ নামে এক মর্ত্তের ভূপতি
প্রাণপণে করেছিল দেবের সাহায্য ;
জয়ী হ'য়ে দেবগণ
বরদানে অগ্রসর হ'লে,
যুদ্ধ-শ্রান্ত ছিল রাজা,
নিদ্রাবর লইল মাগিয়া হেন—
যদি কেহ কোনকালে কোনরূপে
সুখনিদ্রা ভঙ্গ করে তার,
নেত্রানলে তদ্দণ্ডেই হবে ছারখার।
নিদ্রিত সে পৃথ্বিপাল
অদ্রিরাজ পর্ব্বত-গহ্বরে।
ল'য়ে যাও যবনেরে
যে কোন কৌশলে তথা,
নিদ্রাভঙ্গ করাও রাজার
যবন-বংশের দ্বারা ;
গার্গ্যের তপস্যা, শিববাক্য, যদুকুল,
সব রক্ষা পাবে।
ভস্ম হবে যবন সবংশে
দেবতার বরদত্ত
নিদ্রাভঙ্গ-নেত্রানলে পুড়ে।

[অন্তর্দ্ধান

শ্রীকৃষ্ণ । 　কোথা, রে সাত্যকি ?

আয়—আয়—হয়েছে উপায় ।

সাত্যকি পুনরায় উপস্থিত হইল ।

যেমন পাপিষ্ঠ বংশ,

পেয়েছি রে সেইমত ধ্বংসের বিধান ।

যুদ্ধে মৃত্যু স্বর্গের সোপান ;

তা কি কভু হয় রে তাদের ?

করিয়াছে রমণীর অপমান ;

অবসান সে পাপ-বংশের অগ্নিদাহে—

মুচকুন্দ নৃপতির নিদ্রাভঙ্গ-ক্রোধে ।

যাও—রে সাত্যকি, তুমি

যাদব-যাদবীগণে রাখি দ্বারকায়,

সসৈন্যে যবনপুরী লুণ্ঠিয়া অবাধে

করগে উদ্ধার ক্ষত্রিয়-বালার

লুণ্ঠিত সে রত্ন-অলঙ্কার যত ;

আদেশ আমার ।

[সাত্যকি অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন ।

আয়, রে যবন !

আয়, ওরে যাদব-অজেয় !

কালের অজেয় তোরে

করেছে কি গার্গ্যতেজ, শিববর ?

মর্—মর্—জ্ব’লে পুড়ে মর্ ।

কপিলের নেত্রানলে ঠিক এইরূপ

পুড়েছিল সগরের বংশ একদিন ।

ছিল ভগীরথ,
করেছিল কত কষ্টে
কতকালে সে পাপ উদ্ধার ;
তোদের সদ্গতি আর কোন বেদে নাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অদ্রিরাজ—পার্ব্বত্য পথ

গীতকণ্ঠে যবন-সৈন্যগণ যাইতেছিল।

যবন-সৈন্যগণ।—

গান।

আমরা যবন যাদব-জিন।
যাবো কি আর কর্‌ব ফতে
যা দেরী এই গণ্‌তে তিন।
এক—দুই—তিন।
লুঠ্‌ব তাদের দৌলৎখানা,
আন্‌ব কত সোণা-দানা,
দেখ্‌ব জানির বদনখানা খুসীতে রঙ্গিন;
শুন্‌ব মিহি সরু গলায় এস্‌রাজ সেতার বীণ।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। বাজ্, রে ব্যাধের বাঁশী!
সম্মোহন স্বরে,
বিশ্বজুড়ে বিস্তারিত হ' রে
মায়ার বিতংস মোর;
আয়, রে আনন্দে মোহান্ধ কুরঙ্গ দল।
কোথা যাস্?
ও কি—কোন্ পথে যাস্?
এই যে রে আমি—এখানে রে আমি
তোদের ঝম্পের লক্ষ্য—
তোদের কেন্দ্রের রাহু—
তোদের ধ্বংসের ধ্বজা।

[প্রস্থান।

প্ররোচন ও কালযবন উপস্থিত হইল।

কাল-। মজা দেখ—মজা দেখ, প্ররোচন! আমার সাড়া পেতে-না-পেতেই শেয়ালটা দলবল ছেড়ে কি রকম লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে—দেখ একবার! সম্রাট্ তাদের এই শক্তিতে এত কাতর—হাসির কথা যে! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

প্ররো-। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! আমার পেটে খিল ধ'রে গেল, জনাব! চলুন—চলুন, হুজুর! শেয়ালটার পিছু ছাড়া হবে না; এখনই কোন গর্ত্তে ঢুকে পড়্বে।

কাল-। পাতালে ঢুক্লেও পরিত্রাণ নাই; আমার চোখে ধূলো চল্বে না, প্ররোচন! আমি গার্গ্যের তেজঃ, শঙ্করের বর, যাদবের যম; তুমি কি আমায় যা-তা মনে কর?

প্ররো-। আরে, থুড়ি—থুড়ি, হুজুরকে আমি যা-তা মনে করতে পারি? হুজুর আসলি সাঁচ্চা। হুজুরের মেহেরবানি বর্ষার পোলাও—শরতের চাঁদনি, হুজুরের নেক্‌নজর জ্যৈষ্ঠের সর্দ্দিগর্ম্মী—ভাদ্রের পচান; হুজুর মুলুকের মালিক—আমরা হুজুরের তাঁবেদার।

কাল-। [সন্তুষ্ট হইয়া] আচ্ছা—প্ররোচন, তুমি যে এতদিন আমার সঙ্গে ফির্‌ছ, এত লুঠ্‌-পাট্‌ হ'য়ে গেল, কিছু পেয়েছ?

প্ররো-। কিছু না—কিছু না, হুজুর! একটা কানা-কড়ি না। হুজুরের কসম, হুজুরের ফৌজদারই ভুঁড়ি মোটা করেছে; আমায় রম্ভাটি ঠেকিয়েছে।

কাল-। আচ্ছা, আমি পরোয়ানা কর্‌ছি—এই মথুরা লুঠ্‌ ক'রে যা মিল্‌বে, আমরা কেউ এক কপর্দ্দকও ছোঁব না— সব তোমার।

প্ররো-। হুজুর দুনিয়ার বার, হুজুরের মেজাজ দরিয়া; হুজুর কে আসমান ছেড়ে কি জন্য এখানে— হুজুরই জানেন। চলুন—চলুন, হুজুর! শেয়ালটা পাহাড়ে উঠেছে।

কাল-। ফৌজদার ঠিক আস্‌ছে ফৌজ নিয়ে?

প্ররো-। ঠিক আস্‌ছে, হুজুর! ঐ পিল্‌ পিল্‌ ক'রে পিঁপ্‌ড়ের সারের মত।

কাল-। ওরে ধূর্ত্ত পলায়িত ফেরু! পর্ব্বতে উঠে আত্মরক্ষা কর্‌বি কি—আকাশও তোকে আজ আশ্রয় দিতে পার্‌বে না। এ আর অন্য কেউ নয়—কালযবন, গার্গ্যের তেজ, শঙ্করের বর, যাদবের যম।

প্ররো-। চিরদিনটা ফেরু মশাই কাঁকড়ার গর্ত্তে লেজ ভ'রে আস্‌ছ, চাঁদ! আজ আর কাঁকড়া নয়—কাঁকড়াবিছে; দেখ যাদু, কামড়ের বহর।

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। কোথায় নিদ্রিত তুমি,
মুচকুন্দ নরপতি ?
কোথা তব নিশ্চিন্ত শয়ান ?
আসিয়াছে পুনঃ
জাগরণ কাল যে তোমার।
করেছিলে স্বর্গোদ্ধার
বিনাশি' দানবদলে ভুজবলে :
দেখ—বীর, মর্ত্তের দুর্দ্দশা এবে।
সেই সে দানব-বংশ তোমারি তাড়িত
বসুন্ধরা বুকে পুনঃ যবনের বেশে
শোষিতেছে অবিরত মরু-পিপাসায়
শীর্ণ ক্ষীণ শিরার শোণিত তার।
তোমারই ভরসা, বীর !
তব জাগরণ বিনা না দেখি নিস্তার।
রণ-শ্রান্ত তুমি ;
অনুরোধ করিব না
আয়ুধ ধরিতে আর।
নেত্রানল—শুদ্ধ তব নেত্রানল
জগতের প্রার্থনা এবার।
কই তুমি ? কোথা সে নিভৃত গুহা ?
[ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া]
ওই যে সম্মুখে পত্রাবৃত অদ্ভুত সুড়ঙ্গ,
ওই সেই শান্তিকুঞ্জ অনুমান হয়।

স্রোত—স্রোত ! নাচ তুমি,

নাচাও আমায়

অগ্নিময় তরঙ্গ-হিল্লোলে

ধ্বংসের বীভৎস তালে তাথৈ—তাথৈ ।

[প্রস্থান ।

প্ররোচনসহ কালযবন উপস্থিত হইল ।

প্ররো- । গহ্বরের মধ্যে ঘুরেছে—হুজুর, ঐ গহ্বরের মধ্যে ।

কাল- । ফৌজ সব ঠিক আস্‌ছে ?

প্ররো- । ঠিক আস্‌ছে, হুজুর !

কাল- । [উদ্দেশে] এইদিকে—এইদিকে এস সব, এই গুহার মধ্যে । চল, প্ররোচন ! আমরা গুহায় প্রবেশ করি ।

প্ররো- । [মস্তক কণ্ডূয়ন সহ] চলুন—হুজুর, চলুন । তা যেতে হবে বৈকি, তা না গেলেই বা হবে কেন ? তা হুজু একটু আগেই চলুন, আমি ওদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি—আব থ ভুল হ'য়ে যাবে ।

কাল- । তোমার ভয় হচ্ছে নাকি ?

প্ররো- । ভয় ? কি বলেন, হুজুর ! হুজুরের পিছু পিছু আমি জহন্নামে যেতে ডর করি না ; চলুন—চলুন ।

কাল- । মূর্খ ! গুহার মধ্যে ঢুক্‌লি শেষে ? ওখান হ'তে যে আর পালাবার পথ নাই ? এই বুদ্ধি নিয়ে মহারাজ জরাসন্ধকে ব্যতিব্যস্ত করেছিস্‌ ? কর্‌লি কি ? নিজের কারাগার নিজে বেছে নিলি যে ?

প্ররো- । নেয়—নেয়, হুজুর ! অনেক বর্ব্বর পোকা আছে, নিজের লালায় নিজে বদ্ধ হয় ।

[কালযবন সহ প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। [নেপথ্য নির্দ্দেশে]
ওই যে শায়িত বীর বিচিত্র খট্বায়
কী বিভোর সুখনিদ্রা!
কী সুঠাম এলায়িত তনু!
কী তেজ বিদ্যুৎপ্রভ,
অবসন্ন প্রতি অঙ্গে হতেছে স্ফুরিত;
দৈত্য-সংগ্রামের সেই ভ্রূকুটিটী
এখনও রহিয়াছে সেইমত যেন
জীবন্ত নিশ্চল।
কালানল জ্বালিবার
হয়েছে সময়, বীর!
ক্ষণেক ঘুমাও আর—
আরও গভীরে—আরও নির্লিপ্ত ভাবে
এই মম উত্তরীয় দ্বারা
আপাদমস্তক তব করিয়া আবৃত,
রহিনু হে খট্বাতলে আমি
ব্রাহ্মস্পর্শ পড়িবার অপেক্ষায়।
আয়—আয়—আয়, রে যবনদল!
জলভ্রমে মরীচিকাময় মরুভূমে;
বড়ই পিপাসা—বড়ই পিপাসা—
মিটিবে রে আশা,
আয়—আয়—আয়।

[প্রস্থান।

প্ররোচন সহ কালযবন উপস্থিত হইল।

কাল-। [নেপথ্যে আচ্ছাদিত মুচকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া] হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—কাণ্ডটা দেখ্‌লে একবার, প্ররোচন! কাণ্ডটা দেখ্‌লে মূর্খের? চাদর-মুড়ি দিয়ে সটান্ শুয়ে পড়েছে। হাঃ—হাঃ—হাঃ—আবার নাক ডাকৃছে—শুন্‌ছ, প্ররোচন? নিদ্রাও এরই মধ্যে। মরি মরি! কী নিরাপদ আরামের জায়গাতেই ঢুকেছেন আর কি!

প্ররো-। বড় ভুল হ'য়ে গেছে, হুজুর! বড় ভুল হ'য়ে গেছে একটা; একটু খাঁটী সরষের তেল সঙ্গে আন্‌লে বেটার নাকে দিয়ে দেওয়া যেতো—ঘুমটা বেশ গাঢ় রকমেরই হ'ত।

কাল-। এ 'গাঢ়' কি—একবারে প্রগাঢ়! এত গোলমাল, কোলাহল, ফৌজদের দাপাদাপি, কিছুতেই ঘুম ভাঙে না; কি করা যায় বল দেখি? ওর এ ঘুম ভাঙাবার উপযুক্ত উপায় কি? নিদ্রিতকে হত্যা করা—

প্ররো-। আহা-হা! কাঁচা-ঘুম, বাছার—কাঁচা-ঘুম।

কাল-। আরে কাচা-পাকার কথা হচ্ছে না—নিদ্রিতকে হত্যা করা চলে না—বীর-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ।

প্ররো-। তাতো বটেই হুজুর, শত্রু যদি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ম'রে গেল, তাতে আর শত্রুতা হ'ল কি? আর তাতে বীরত্বই বা কী এমন! জাগন্তে তলোয়ারের চোটের বহরটা দেখ্‌বে—ছটফট্ করবে, ম'রে যাচ্ছি ভেবে ভয়ে আকুল হবে—এ সব যে বেবাক্ ফাঁক্ যায়, হুজুর।

কাল-। তবে পদাঘাত বুকের উপর একযোগে সবাই মিলে—কেমন? যেমন উৎকট ঘুম, তেম্‌নি তার ভাঙাবার বিকট প্রণালী—পদাঘাত।

প্ররো-। আমার পা সুড়্ সুড়্ করছে, জনাব! আমি আর রুখ্‌তে পারছি না; চলুন—চলুন।

কাল-। [উদ্দেশে] চ'লে এস, সৈন্যগণ! চ'লে এস, একত্র হই সবাই। আজ আর রাজা-প্রজা ভেদ নাই, সবাই সমান; এ শাস্তি আমি রাজা হ'লেও আগে ভোগ ক'রে তৃপ্তি পাব না। পদাঘাত বুকের ওপর—একযোগে—সবাই মিলে।

[প্ররোচনসহ প্রস্থান।

সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] মার লাথি—মর্ সয়তান!

মুচকুন্দ। [নেপথ্যে] কে রে! কে তোরা আমার নিদ্রাভঙ্গ কর্লি? জানিস্ না, মূর্খগণ! দেবতার বরদত্ত আমার এই সুখনিদ্রা যে ভঙ্গ কর্বে তার ধ্বংস? দগ্ধ হ'—দগ্ধ হ'—সবংশে দগ্ধ হ'।

সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] ওহো—জ্ব'লে মলাম—জ্ব'লে মলাম—জ্ব'লে মলাম।

জ্বলিতে-পুড়িতে প্ররোচনসহ কালযবন উপস্থিত হইল।

কাল-। কোন্ হ্যায়—ই কোন্ হ্যায়, প্ররোচন! এত্তা আগ্ আঁখ্‌মে, কোন্ হ্যায়?

প্ররো-। কেয়া জানে, হুজুর! দেও না দানা; কেবল আগুন—নাকে, মুখে, চোখে কেবল আগুনের হল্‌কা।

কাল-। জ্ব'লে মলাম—জ্ব'লে মলাম; ধর—ধর, প্ররোচন! পা পুড়ে গেল—আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না!

প্ররো-। আপনাকে ধর্‌ব কি, জনাব! আমারও পা পুড়ে গিয়ে আগুন পেটের ভেতর ঘুষেছে; আমায় ধরে কে?

কাল-। সর্ব্বনাশ করেছি, প্ররোচন! নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করেছি। বুঝ্‌তে পেরেছি, এ যে-সে আগুন নয়। উঃ—মলাম—জ্ব'লে মলাম।

[প্রস্থান।

প্রবো-। ওরে, আমার দেশে খপর দেয় কে? আমি যে জবর লুঠের মতলবে মথুরায় এসেছিলাম। তা বেটার দেশের মাদ্দি-মদ্দার নাকে মুখে চোখে আগুন আছে, তা কোন্ ব্যাটা জানে? জ্ব'লে মলাম। ও বাবা! আমায় জান্ নিয়ে ফিরতে দে; আমি আর ভিক্ চাইনে— তোদের কুত্তা সামাল্।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে যবন-সৈন্যগণ উপস্থিত হইল।

গান।

ওহো-হো গেলাম গেলাম।
আগুন জ্বলে টিকির ওপর উহু-হু-হু জ্ব'লে মলাম।
করেছি সব ইনাম খেয়ে জবর জবর পাপ,
লেলিয়েছে তার সাজায় ওরে হাজার মুখো সাপ,
আজ্‌কে যদি থাকে জান্,
এ পথে আর কোন্ বেইমান,
নাকে খৎ আর মুয়ে কবুল—
পরের জিনিষ সেলাম সেলাম।

[প্রস্থান

মুচকুন্দসহ শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি
বিশ্বতলে তুমি, নরাধিপ!
করিলে পাপের ধ্বংস,
বাড়ালে সতীর মান,
পরিত্রাণ পাইল জগৎ
দানবের অত্যাচারে তব দয়াগুণে;
তোমার মঙ্গল হোক্।

মুচ-। কে তুমি—হে অপূর্ব্ব-মূরতি,
জ্যোতির্ম্ময় পুরুষপ্রবর
নিদ্রাঘোরে মনোহর স্বপন দেখাও?
খুলে দাও রুদ্ধ আঁখি,
পাই দিব্যজ্ঞান
অবসান করিতে আমার
বাসনা-বন্ধন-দশা;
দেখি যেন প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল
আবির্ভূত মুক্তিময় তুমি মূর্ত্তিমান্।
সত্য কি হে তাই?
সত্য পরিচয় দাও,
কে তুমি, হে অপরূপ?

শ্রীকৃষ্ণ। অপরূপ সত্যই—রাজন্, আমি।
অরূপও বটে;
নাই জন্ম—নাই জরা—নাই মৃত্যুভয়—
নাই শোক—নাই হর্ষ—
নাই সে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র চিত্ত কি হৃদয়।
স্রোতের তরঙ্গ আমি,
এই লয়—আবার উদয়;
অনুমান সত্য তব,
অরূপ হ'য়েও অপরূপ আমি।
বর্ত্তমানে যদুবংশ মহান্ অর্ণবে
উঠিয়াছি জল বুদ্‌বুদ্,
ধরিয়াছি যুগ-অনুসারে কৃষ্ণ নাম।

মুচ। চরণে প্রণাম।
আমি কে —আমি কে, দেব ?
কতদিন এখানে নিদ্রিত ?
কি মায়ায়, কোথা মুক্তি,
কতদূরে অবসান তার ?

শ্রীকৃষ্ণ। মুচকুন্দ নাম তব, নরেশ্বর!
দানব-সমর-শ্রান্ত,
ত্রেতাযুগ হ'তে আছ হে নিদ্রিত হেথা।
এবে দ্বাপর-মধ্যাহ্ন ;
যাও রাজা! যশঃ মান
খ্যাতি মায়াসক্ত,
সমর-পিপাসু বীর্য্য-উপাসক,
উদ্ধত এ ক্ষত্রদেহ যোগবলে ত্যজি
শাস্ত-শিষ্ট পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে
জনম লভিয়া জয়দেব নাম ধরি
হরিগুণ-গানে মাতাও জগৎ ;
মুক্তি পাবে—মিশাবে অনন্তে।
ওই শোন, রাজা! ভবিষ্য জন্মের তব
সুমধুর গীতিগাথা
শূন্যমার্গে বাণীকণ্ঠে হতেছে ধ্বনিত।

(নেপথ্যে বাণী গাহিতেছিল।)

গান।

নিন্দতি চন্দনবিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্।

শ্রীকৃষ্ণ। অনন্ত মানসে ওই মহা সুরধ্বনি শুনিতে শুনিতে
কর—রাজা, দেহত্যাগ-জন্মের সমাধি ;
রহিবে পাথরে আঁকা,
বিস্মৃত হবে না কভু শত বিবর্ত্তনে।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে বাণীর আবির্ভাব।

বাণী — [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

সা বিরহে তব দীনা, মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়াত্বয়ি লীনা।
অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্ ॥
স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্ ॥
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্ ॥
ত্বয়ি বিমুখেময়ি সদপি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্ ॥

[মুচকুন্দের হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত-গুহা

বারণ ও অর্ণব।

বারণ। তোমার মঙ্গল হ'ক, তরুণ! এই বান্ধবহীন নির্জ্জনতায় এই আতুরের শুশ্রূষা করলে, অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজের জীবন উপেক্ষা ক'রে!

অর্ণব। তরুণ আপনার শুশ্রূষা করে নাই, আতুর; সে ঋষি চণ্ডকৌশিকের সেবা করেছে— আপনার শুশ্রূষার প্রকারে।

বারণ। ঋষি চণ্ডকৌশিকের নিয়োজিত হ'লেও তুমি ঠিক নিয়োজিতের মত নও। তোমার এই শুশ্রূষাগুণেই আমি জীবন পেয়েছি, তোমার কাছে আমি ঋণী।

অর্ণব। বিপরীত বলছেন,মহারাজ : বরং আমিই ঋণী আপনার কাছে। আপনি আমার কাছে কি রূপ জানেন? মৃন্ময় বিগ্রহ। আপনার পূজা করতে পেয়ে আমি আমার ব্রহ্মময়ী মহাবিদ্যালাভের সুযোগ পেয়েছি; আপনাকে এ অবস্থায় না পেলে আমার সে মহাবিদ্যা-প্রাপ্তি অনেক পশ্চাতে পড়ত; হ'ত কি না, তাই বা কে জানে?

বারণ। তুমি কে? ভিক্ষুক ব'লে প্রত্যহ পরিচয় দাও, তুমি ত সামান্য ভিক্ষুক নও। কে তুমি?

অর্ণব। আজ সত্য পরিচয় দেব; তবে আমার সে পরিচয় পরিচয়ের মতই নয়। যে পরিচয় আপনি দিয়েছেন জগতে—ক্ষত্রিয়-গৌরব-রক্ষায়, কারাগার—হাস্যমুখে মরণ-বরণ, তা হ'তে পরিচিত হবার

কিছুই নাই ; তবে যে কোন প্রসঙ্গেই হ'ক—আপনার সঙ্গে কথোপ-কথন সৌভাগ্যের, তাই আমার এ মূল্যহীন বাক্যাড়ম্বর। শুনুন, আমি জরাসন্ধ-বিতাড়িত অযোধ্যা-অধীশ্বর মহারাজ দেবানীকের পুত্র। জন্মভূমি-উদ্ধারে জরাসন্ধের মৃত্যু-কামনায় শিশু-শ্মশানে তার শৈশব কালের জীবন-দাত্রী জরা রাক্ষসীর সাধনা করি। বহু প্রকারে সন্তুষ্ট ক'রে তার কাছে আমি জরাসন্ধের মৃত্যুর কৌশল পাই। তাকে বাহুবলে ভূপাতিত ক'রে শৈশবকালের মত তার দেহ দ্বিধা বিভক্ত ক'রে দিতে পারলেই তদ্দণ্ডে মৃত্যু। সে বলিষ্ঠ লোক পরে দেখা যাবে ; কিন্তু সেই জরা রাক্ষসীর বিদ্যা-সন্ধিত দেহ বিভক্ত করবার মন্ত্র একমাত্র ঋষি—এই চণ্ডকৌশিকের কাছে। আমি ভিক্ষুকের বেশে উধাও হ'য়ে ছুটে আসি, এক নীরব নিভৃত শ্মশানে তাঁর দেখা পাই। তখন তিনি আপনারই শবদেহের জীবনদান প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত ; আমি একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে সব দেখতে থাকি। দৈবক্রমে আপনার রক্তহীন দেহে শক্তি সঞ্চারের জন্য ঋষির নর-রক্তের প্রয়োজন হয়। ঋষি নিজের অঙ্গ বিদীর্ণ করতে উদ্যত—আমারও মাহেন্দ্রক্ষণ ; আমি অমনি ছুটে গিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে নিজের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে রক্তের উৎস ছুটিয়ে দিই। উদার ঋষি আহ্লাদে আত্মহারা হ'য়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে, আর আমায় সামান্য ভিক্ষুক দেখে, আমায় আশানুরূপ পুরস্কার দেবার ভরসায় আপনার পরিচর্য্যায় এই পর্ব্বতগুহায় রেখে গেছেন। আজ আপনি সুস্থ সবল ; আজ আমার সেই পুরস্কার প্রার্থনার দিন। এই আমার পরিচয়।

বারণ। তোমায় আর একটা পুরস্কার করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তরুণ! এ শুশ্রূষার নয়—এই পরিচয়ের, এর যোগ্য পুরস্কার আমার আছে।

অর্ণব। তাও আমার নেওয়া হ'য়ে গেছে—মহারাজ, আপনার

অসাক্ষাতেই ; কিন্তু সে পুরস্কার এত উর্দ্ধের আর আমি এত খর্ব্ব, কোন মতে মাথা তুল্‌তে পারি নি তার নাগাল্‌ পেতে।

বারণ। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি, পুত্রাধিক! বিন্ধ্যের মত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে তুমি আমার উচ্চতা ভেদ ক'রে শত যোজন মাথা তুলে ওঠ।

অর্ণব। আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হবে আপনার। যা-ই করি আমি, আপনার সম আসনে দাঁড়াবার অধিকারী হ'তে পারব না। আমার জীবনের চরম উচ্চতা ত এই মহামন্ত্র-সংগ্রহ ; কিন্তু এখানেও সেই আপনি—এবং উপায় আপনারই ঐ মঙ্গলময় মৃত্যু। আপনার জীবন ত পবিত্র, আদর্শময় স্বর্গের কাহিনী, আপনার মরণ আবার তার ওপর—জগতের মহামুক্তির প্রশস্ত সোপান। আপনার উচ্চতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন—ঋষি আস্‌ছেন।

চণ্ডকৌশিক উপস্থিত হইলেন

চণ্ড। এই যে—বারণ, তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ ; বাঁচ্‌লাম। আমার সত্য রক্ষা হ'ল ; আমি এক সতীর কাছে প্রতিশ্রুত তোমার জীবন সম্বন্ধে যাক্‌—এইবার তুমি কি করছ ? এর পর তোমার কর্ম্ম কি ?

বারণ। ঠিক হচ্ছে না, মহর্ষি! খুঁজ্‌ছি, কিন্তু পাচ্ছি না আমার এর পরের কর্ম্ম।

চণ্ড। না পাবারই কথা, এর উপর আর কি করবে ? যা-ই কর দাগা-বুলানো হবে মাত্র। এ লোকে আর তোমার কর্ম্মই নাই, বারণ! তোমার ইহলোকের কাজ শেষ ; কর্ম্মের দেহ পর্য্যন্ত শ্মশানস্থ সবাই জানে। তুমি বর্ত্তমানে লোকান্তরে, ইহলোকের অজ্ঞাত শান্তিময় পরলোকে।

বারণ। স্বীকার করি ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—মহাভাগ, পরলোক কি কর্ম্মশূন্য ?

চণ্ড-। না, কর্ম্মশূন্য স্থান কোথাও আছে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না ; কর্ম্মের পার্থক্য প্রত্যেক বিভিন্ন স্থানে এইমাত্র

বারণ। বলুন, ঋষি—তাহ'লে আমার লোকান্তরিত জীবনের কথা। সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি এখানকার ; এ লোকে আমার এই নূতন আগমন ঋষিরই আনীত। আমি ঋষিরই পথ-প্রদর্শক তর্জ্জনী-নির্দ্দেশ চাই।

চণ্ড-। নেবে ঋষির সঙ্কেত ?

বারণ। ঋষির পরিচালনা নেব না, এ অন্ধ ভাষা উচ্চারণ কর্‌বার রসনা আজও জগতে সৃষ্টি হয় নি আমার ধারণা।

চণ্ড-। হয়েছে—হয়েছে—বারণ, একটা হয়েছে ; আমিই করেছি নিজের হাতে—নিজের রসে মাটি ভিজিয়ে, সেটায় আমি উৎপাটনও করতে পার্‌ছি না, রাখ্‌তেও ইচ্ছা নাই। যাক্—আমি তোমায় কর্ম্ম দেব—বারণ, ঠিক এই লোকের যোগ্য যাও—তুমি অর্দ্ধ-অঙ্গ পূর্ণ হ'য়ে এস।

বারণ। [বিস্মিত হইলেন

চণ্ড। বুঝ্‌তে পার নাই ? তোমার মহাসতী অর্দ্ধাঙ্গিনীকেও এই লোকে নিয়ে এস।

বারণ। কোথায় তার দেখা পাব, ঋষি ?

চণ্ড-। একটু এগিয়ে যাও, পথেই সাক্ষাৎ পাবে। তারও ইহ-লোকের কাজ শেষ সেও এই পরলোকের পথেই।

বারণ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

[প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।

চণ্ড-। অপূর্ব্ব জ্ঞানজ্যোতির বিকাশে তোমার পূর্ব্ব-মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হ'ক।

অর্ণব। তা হ'লে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, ঋষি! আমারও এখানকার কাজ শেষ।

চণ্ড-। হাঁ, তুমি কি চাও—বল দেখি, ভিক্ষুক? তুমি আমার সত্য রক্ষায় প্রাণপাত সাহায্য করেছ; আমি আপনা হতেই প্রতিশ্রুত আছি তোমার দৈন্য দূর করতে। বল, তুমি কি চাও?

অর্ণব। দেবেন ত, ঋষি?

চণ্ড-। যা চাইবে। তুমি সামান্য ভিক্ষুক; কতদূর দুরাশা তোমার প্রাণে জাগতে পারে? আমি ঋষি, ইন্দ্রের অমরাবতী পর্য্যন্ত আমার আয়ত্ত।

অর্ণব। অমরাবতী আমি চাই না, ঋষি; ইন্দ্রের অমরাবতী আমার কামনার অনেক নীচে। আমি চাই চহর্ষি পাশে একটী বিদ্যা।

চণ্ড-। সে কি! বিদ্যায় তোমার দৈন্য দূর হবে?

অর্ণব। হবে।

চণ্ড-। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] যাক্—কি বিদ্যা চাও? যোগবিদ্যা?

অর্ণব। আজ্ঞে না, বিয়োগ-বিদ্যা।

চণ্ড-। [উত্তেজিত হইয়া] কে তুই? কে তুই?

অর্ণব। আমি ভিক্ষুক—আমি ভিক্ষুক।

চণ্ড-। মিথ্যাকথা, তুই কখনও ভিক্ষুক ন'স্, তুই দস্যু—তুই ছদ্মবেশী; তুই ভিক্ষা করতে আসিস্ নি, তুই লুণ্ঠন করতে এসেছিস্ আমার মর্ম্মের সামগ্রী।

অর্ণব। তাই; ঋষির আর রক্ষা করবার উপায় নাই।

চণ্ড-। [স্বগত] পালাই—পালাই, দাঁড়ান হবে না এখানে আর। স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জন। [গমনোদ্যত]

অর্ণব। কোথা যাবে, ঋষি? সত্যে আবদ্ধ তুমি।

চণ্ড। [স্তম্ভিতভাবে] এ আমায় আট্‌কেছে—ভারী আট্‌কেছে, হাত চাপা দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ অট্‌কানর মত ; কে এ ? এ কোন্ গ্রহ ? জরাসন্ধ ! তোমার গুপ্তরন্ধ্রে শনির দৃষ্টি পড়েছে, আর বুঝি তোমায় রক্ষা কর্‌তে পারি না। ভিক্ষুক—ভিক্ষুক ! তুই আর কিছু নে, অর্থ, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, যা তোর ইচ্ছা ; ঐটী ছাড়া—কেবল ঐটী ছাড়া—

অর্ণব। ঋষির অনুগ্রহ মত পুরস্কার দেবার কথা ত ছিল না? আমার অভীষ্ট মত বর দিতে প্রতিশ্রুত।

চণ্ড। এ শনি যে নীলকান্ত মণি গ্রাহ্য করে না ! মহিষ, কৃষ্ণতিল, কুলথ, কিছুতেই সন্তুষ্ট নয় ; এ কী ভীষণ শনি ! কি উপায় এ শনি-শান্তির ? [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] সাবধান—সাবধান, পাপগ্রহ। পূজা নিয়ে রন্ধ্র পরিত্যাগ কর, তা না হ'লে আমি যে-সে গ্রহাচার্য্য নই, ভস্ম কর্‌ব—গ্রহের নাম লোপ কর্‌ব।

অর্ণব। সে ভয়ে ভীত আমি নই, ঋষি ! ভস্ম হব, বাতাসের সঙ্গে মিশে থাক্‌ব ; অবিরাম প্রবাহে জগতে ঘোষণা কর্‌ব, ঋষি চণ্ডকৌশিক সত্য-অপলাপী।

চণ্ড। আর উপায় নাই ; কালের দামামায় কড়া ঘা পড়েছে—নিয়তির মন্দিরে কাঁসর-ঝাঁঝর বেজে উঠেছে—প্রকৃতির পূজাগৃহ হ'তে ধূপের ধোঁয়া নির্গত হ'য়ে মার্ত্তণ্ডের রুদ্ররশ্মি অন্ধকারাচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে ; উপায় নাই, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আমি আর কি কর্‌ব ? পল্‌তে ফুরিয়ে গেলে শুধু আগুনে কি আর দীপ জ্বালিয়ে রাখা যায় ? যা, রে মহাগ্রহ ! তোর অভীষ্ট পূর্ণ ; নিকটস্থ সরোবরে স্নান ক'রে আয়। আমি আমার লুণ্ঠনের সামগ্রী সব গুছিয়ে রাখি।

অর্ণব। এই ত ঋষিমূর্ত্তি !

[প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।

চণ্ড। [পুঁথি বাহির করিয়া] আবার সেই বীণার তারে তর্জ্জনী সঞ্চালন? আবার—আবার তুই সর্ব্বনাশি? স'রে যা—স'রে যা, যাদু-করি! যতই সরস তান তোল্, আর কোন ফল নাই; আজ আমার শ্রবণ রুদ্ধ—আজ আমি সত্যে আবদ্ধ।

গীতকণ্ঠে মায়ার আবির্ভাব।

মায়া।—

গান।

ছিন্ন কর এ সত্যপাশ।

আত্মার সম সত্য নাই, সেই আত্মজ-নাশ॥

চণ্ড। কি বলিস্? কি বলিস্, কুহকিনি? সত্যভঙ্গ করব? কখনও না—কিছুতেই না, জরাসন্ধের জন্য আমি সব করতে পারি; নিজস্ব হারাতে পারি না। আমি ঋষি।

মায়া।— [পূর্ব্বগীতাংশ

ঋষি তুমি কেন হ'লে না উদাসী, কেন হাত দিলে সৃষ্টিতে,
ছত্র সত্ত্বে ভিজে যেতে হবে বৈশাখী ঝড় বৃষ্টিতে
ভেসেছ তুফানে, চলে টানে টানে, এ যে দখিনে জোর বাতাস।

চণ্ড। স'রে যা—স'রে যা, রাক্ষসি! বৃথা চেষ্টা, আর কিছুতেই আমায় আট্‌কাতে পারবি না। ঋষিবাক্য—ঋষিবাক্য, এর ওপর একটা কথা কইবি কি তোর বাঁশী কেড়ে চূরমার করব।

মায়া।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

মদন ভস্ম হ'য়ে গেছে তার ফুলশর মরে নি,
বাঁশী যাবে ওগো শূন্যে বাজিবে সা রে গা মা পা ধা নি,
বৃথা প্রলাপ ব'কো না—আশাটী ছেড়ো না, এখনো আছে শ্বাস।

[অন্তর্দ্ধান।

চণ্ড-। ওরে ভিক্ষুক! স্নান হ'ল? কি করছিস্ এখনও? শীঘ্র আয়—শীঘ্র আয়, তাল যায়; আমি রাক্ষসীর গ্রাসে, এখনও চৈতন্য আছে, এই সময়ে আসতে পারিস্ ত—

অর্ণব পুনরায় উপস্থিত হইল।

অর্ণব। এসেছি—ঋষি, গঙ্গাস্নানের মত পবিত্র হ'য়ে।

চণ্ড-। বিয়োগ-বিস্তা?

অর্ণব। শুদ্ধ বিয়োগ-বিস্তা, আর কিছু না।

চণ্ড-। পড়তে জানিস্?

অর্ণব। জানি।

চণ্ড-। [পুঁথি ধরিয়া বিভিন্নমুখে] দেখ তবে; দেখতে পাচ্ছিস্?

অর্ণব। পাচ্ছি।

চণ্ড-। ভাল ক'রে দেখে নে, আর পাবি না; একবার—তু'বার—তিনবার, হয়েছে?

অর্ণব। হয়েছে।

চণ্ড-। হয়েছে?

অর্ণব। হয়েছে।

চণ্ড-। হয়েছে?

অর্ণব। হয়েছে।

চণ্ড-। [শিথিলভাবে পুঁথি ফেলিয়া উদ্দেশে] জরাসন্ধ—জরাসন্ধ! [অর্ণবের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাতে] ওরে ভিক্ষুক! পালা, ওরে দস্যু! পালা—পালা—লুণ্ঠন হ'য়ে গেছে, আর দাঁড়াস্ নি এখানে; পালা এক লাফে।

শ্রীকৃষ্ণ। কার সাধ্য? কে করে সৃষ্টির নাশ?

চণ্ড-। গৌতম-আত্মজ চণ্ডকৌশিক ব্রাহ্মণ।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, ভুলেছে না-কি,
এই সৃষ্টি-রক্ষা হেতু
মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ আদি
যুগে যুগে ঈশ্বরের কত অবতার ?

চণ্ড। ব্রাহ্মণ ভুলে নাই, তুমিই ভুল করছ; সে সৃষ্টি রক্ষা গো-ব্রাহ্মণ হিতার্থে—ব্রাহ্মণের অপমানে নয়। ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী এ সৃষ্টি, ঈশ্বরের সাধ্য নাই এ পাপ রক্ষার; এ সৃষ্টি ধ্বংস হোক—এ সৃষ্টি ধ্বংস হোক—এ সৃষ্টি——

নিয়তি আবির্ভূতা হইলেন।

নিয়তি। ধ্বংস কর আমারে, ব্রাহ্মণ!
কার অপরাধে কাদেরে দণ্ডিত কর ?
পরিহর রোষ এ সবার প্রতি;
যত অনর্থের মূল আমিই নিয়তি।

চণ্ড। তুমি সব অনর্থের মূল ?

নিয়তি। আমি সব অনর্থের মূল;
এরা কেউ কিছু নয়,
আমার সুড়ঙ্গ-পথে চলে এইমাত্র।
জরাসন্ধ-বধের উপায়
আমি ক'রে রেখেছি গোড়ায়;
আগায় বর্ষণে আর কি ফল, ব্রাহ্মণ!
মূল পানে দেখ,
মূল কেটে রেখেছি যে আমি!

চণ্ড। মূল কেটে রেখেছ—নিয়তি, তুমি ?

নিয়তি। আম্রফল দিলে যবে বৃহদ্রথ করে,
দেখিনু নিয়তি আমি রঙ্গমঞ্চ হ'তে.
জনমিবে এই ব্রহ্মতেজে—
অজর-অমর পুত্র বিশ্বের অবধ্য।
সহিতে নারিনু, সৃষ্টিতে অমর নাই ;
নামিনু নিয়তি আমি ছিদ্র অন্বেষণে,
উঠিনু নিয়তি আমি বৃহদ্রথ হৃদে
অন্ধ স্নেহরূপে ;
করানু খণ্ডিত সেই ব্রহ্মদত্ত ফল
দুই সমভাগে,
খাওয়াইনু দুই মহিষীরে ;
রাখিনু অলক্ষ্যে ছিদ্র
আমিই নিয়তি,
এদের কি দোষ ?
হরণ করেছে যুবা
তোমার বিয়োগ-বিস্থা,
জরা করে তারে বিপদে উদ্ধার,
সৃষ্টি আসে রাখিবারে জরার জীবন ;
কারো দোষ নাই. কেউ কিছু নয় ;
আমারি সে কাটা মূলে কীটের সঞ্চার।
আমিই রেখেছি খেয়ে জরাসন্ধ-মাথা
জন্মকালে তার।
হে দ্বিজ ! আমারে সংহার কর,
পার—আগে জোড়' কাটা-মূল।

চণ্ড। ভুল—ভুল, কী ভুল করেছি আমি! কোথায় এসেছি, পরমার্থ পথগামী মুক্ত ঋষি আমি? মায়া! মহামায়া তুমি! চিনেছি তো মায়, নিত্যা অজেয়া অবাঙ্মনোগোচরীভূতা ইচ্ছাময়ী মহাশক্তি তুমি। ত্যাগ কর রাক্ষসী মূর্ত্তি, মা! সন্তানে মুক্তি দাও; আমি গলদশ্রু নেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার শরণাপন্ন, আমি শক্তিহীন, পরাজিত, পতিত চরণে।

গীতকণ্ঠে মায়ার আবির্ভাব।

মায়া।—

গান

তুমি মুক্ত—তুমি মুক্ত—তুমি মুক্ত।
অবসান রণ শরণে তোমার এ পতন জয়যুক্ত।
মরেছে মায়া ত্রিশূলে নয়,
না রবে তার মূর্চ্ছা লয়,
কোন অধিকার কৌশল বিনা কে করে মায়া জয়;
আমি জগতহন্ত্রী জগদ্ধাত্রী দুই-ই সমভাবে উক্ত।

[চণ্ডকৌশিককে লইয়া অন্তর্দ্ধান।

নিয়তি। লও—হরি, মহাবিদ্যা বালকের স্থান;
অতঃপর যেমত বিধান,
জান তুমি সব।
আয়, জরা! এস, সৃষ্টিরাশি!

[জরা ও সৃষ্টিসহ প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। দাও—যুবা, মহাবিদ্যা
জরাসন্ধ দেহ বিদারের।

অর্ণব। কত বল ধর তুমি ?
জরাসন্ধে ভূমিতলে পারিবে পাড়িতে ?
পবনের বেগ চাই।

শ্রীকৃষ্ণ। পবন জন্মেছে—যুবা,
অংশরূপে অবতার হ'য়ে ;
মন্ত্র আমি ল'য়ে যাব ব'য়ে তার তরে।

অর্ণব। [পুঁথি দেখাইয়া] দেখে নাও তবে।

শ্রীকৃষ্ণ। [দেখিয়া] যুবক ! দীর্ঘায়ুঃ হও।
তুমিই করিলে ত্রাণ ব্যথিত ভারতে।
জরাসন্ধ-বধের অধ্যায়ে,
রহিল প্রথম স্থান তোমার, যুবক !

[প্রস্থান।

দেবানীক ছুটিয়া আসিল।

দেবা। আরে, বাহবা—রে বেটা ! আমার ষেঠের বাছা—ষষ্ঠীর ধন, আমার যৌবন তরুর কাঁঠাল ফল আমার বাৰ্দ্ধক্যের দুধ-বৰ্ত্তমান, আমার অন্তিমের তিল-তুলসী, আমার সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্, এতটা কারসাজি তোর ! আমার বুকখানা যে সাততলা উঁচু ক'রে দিলি ! মরতে বাচ্ছিলি না সেদিন যুদ্ধ ক'রে জরাসন্ধ সঙ্গে ? কি হ'ত রে, তা হ'লে ? কোথায় পেতিস্ এ আনন্দ ? বেঁচে থাকতে হবে—রে ব্যাটা, বেঁচে থাকতে হবে, সব দুঃখ বুকে নিয়ে সময়ের প্রতীক্ষায় ; সে কাপুরুষ নয়, তাকেই বলি আসল বীর। হো—হো—কাজ শেষ—কাজ ফর্সা। জরাসন্ধ ! নৃত্য করেছিলে না তুমি আমার বুকের ওপর ? এইবার তার পাল্টা জবাব ; আমার নৃত্য দেখ। ওমা দিগম্বরি নাচ গো শ্যামা রণমাঝে। বন্ধু ! বন্ধু ! পাঁঠা কেটে নাচে সবাই ; এস আমরা উৎসর্গ হতেই চালাই।

গীতকণ্ঠে পাগলের প্রবেশ।

পাগল।—

গান

ওগো পড়েছে সিঁদুর পাঁঠার শিঙে
মেরেছি মেরেছি মেরেছি ছিঙে।
আর যায় কোথা তোর ভাই খাঁড়া,
জন্মভূমি তুই জিভ মেলে দাঁড়া,
নাই আর ভয় দাও পরিচয়
বাজ পাখী, নয় এ আজ ফিঙে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বিদর্ভ নগর

প্রজাপতি দম্পতি

গান

উঠেছে বিয়ের বাতাস সরস সুবাস ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্
উড়েছে অমনি যোটক ঘটকী ঘটক ফুর্ ফুর্ ফুর্।
কোথায় তোরা তরুণবালা হতাশ আইবুড়ো,
এই পাখার হাওয়া লাগিয়ে গায়ে জন্মটা জুড়ো,
এয়োরা ছাড়্ দরাজগলা
হলুদ মেখে রংটী ফলা
আলপোনা দে, বাসর সাজা, বর-কনের শাশুড়ী-শ্বশুর।
বাজা রে ভাই বাজনদেরে ঝাম্ কুড়্ কুড়্ ঝাম্ কুড়্ কুড়্,
ঝাঁ গুড়্ গুড়্—ঝাঁ গুড়্ গুড়্।

[প্রস্থান।

বরযাত্রিগণসহ বরবেশে শিশুপাল উপস্থিত হইল।

বরযাত্রিগণ।—

গান

আমরা সব বরযাত্রী।
এমন দরাজ মেজাজ আজ আমাদের
দুনিয়া যেন কৃপাপাত্রী।
আমাদের কপালে হয় লুচি ছক্কা,
নয় ত মোলাম গলা-ধাক্কা,
হয় অনন্ত চতুর্দ্দশী—নয় হাহাকার শিবরাত্রি।
হোক না রে ভাই হিজ্‌রে ক'নে, হোক না খোজা বর,
আমাদের লক্ষ্য ভাঁড়ার ঘর ;
নরম গরম পড়্‌লে পেটে, বিধির কলম উল্টে কেটে
রটাব মিলন কী সুন্দর ;—
বরকে দেব হরের স্থানে, ক'নে ত নয়—জগদ্ধাত্রী।

[গমনোদ্যত]

জলন্ধররাজ উপস্থিত হইলেন।

জল-। ওহে—দাঁড়াও হে, একটু দাঁড়াও, আমি লোকটা কে, দেখ।

শিশু-। [ফিরিয়া দেখিলেন, আপন মনে বলিলেন] মূর্খ, আবার এখানে যে! চল—চল, দাঁড়িয়ো না।

জল-। বলি, কেন হে, অত গরবটা কিসের? বিবাহ ব'লে না-কি? বিবাহ আমাদেরও হয়েছিল, হে!

শিশু-। আরে যাও—যাও, কেষ্টদাস কোথাকার! আবার এখানে কেন?

জল-। দুটো মিষ্টান্ন খেতে—ভায়া, তোমার ঐ বরযাত্রীর সামিলে, স্বয়ম্বরের ভাগিদার হ'তে নয়—ভয় নাই।

শিশু-। তাতো নাই ; তোমার কেষ্ট কি হ'ল ? তুমি যে তোমার কেষ্টকে ছেড়ে আমার বিবাহে ?

জল-। কি বল, হে ভায়া ? আমার বন্ধুর বিয়ে আমি আনন্দ করব না ? অন্য স্থলে যাই-ই কার না, বিবাহ ব'লে কথা ! এখানে আমি বন্ধুর আতরের শিশি, বন্ধুর ক'নের আল্‌তার তুলি, আপনা হ'তে শুভাগমন, তুমি ডাক আর না ডাক, আমল দাও—চাই না দাও।

শিশু-। আরে, এস—এস, বিবাহে বন্ধুর সমবেত, তা চাই বই কি ; অন্যত্রে যা-ই হোক না। এই ত বন্ধুর কাজ। [স্বগত] কৃষ্ণের সঙ্গে পটে নাই আর কি, বোঝা গেছে।

জল-। বাজাও বাদ্য, নাচ ভাই সব ! আমার বন্ধুর বিবাহ। ঢাকে-ঢোলে, শাঁখে-উলুতে, মাজা-দোলায়, চোখ-ঠারায়, ছড়া-টপ্পায়, তর্কে-গণ্ডগোলে, মারামারি-লাঠালাঠি, কাটাকাটি-রক্তারক্তি। ভায়া ! তুমি যে কেষ্টর পক্ষে চল' নাই, মহারাজ জরাসন্ধকে ছেড়ে, ভালই করেছ। মহারাজ জরাসন্ধকে তোমার আচ্ছা বাপনার বল্‌তে হবে ; তাঁর এ দুর্যোগে—আহার-নিদ্রা-পরিত্যাগের সময়েও তোমার সুখ-নিদ্রার ব্যবস্থা, করছেন—বিবাহ লাগাচ্ছেন।

শিশু-। তা আর বল্‌তে ? তবে তাঁর আর দিন-কতক অপেক্ষার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু কি করেন, বিদর্ভরাজ যে নাছোড়, হাতে-ধরা পায়ে-পড়া। তাঁর কন্যা নাকি অরক্ষণীয়া, আর রাখা যায় না। কথাটাও তাঁর মিথ্যে নয়—রুক্মিণীও আমায় পত্র লিখে-লিখে সারা।

জল-। বল কি, ভায়া ? রুক্মিণী তোমায় পত্র লিখেছিল নিজের হাতে ? তা হ'লে সে পত্র ত প্রেমপত্র বল্‌তে হবে ? কি রকম লিখে-

ছিল, ভায়া? বন্ধু আমি—একটু আব ছা-আব ছা শুনি। পত্রখানার ওপরেই এ কথাটা ছিল নিশ্চয়—

"যাও পাখী ব'লো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে।"

শিশু-। তা আর থাক্‌বে না?

জল-। তার পর পত্রখানা খুলেই তার প্রথম আরম্ভতেই—

প্রাণেশ্বর প্রাণকান্ত প্রাণপ্রিয়তম,
প্রাণনাথ প্রাণধন প্রাণাধিক মম।

এই রকম একশ আট প্রাণ-গলানো সম্বোধন, কেমন?

শিশু-। ঠিক।

জল-। তার পর—

আমি হে মাধবীলতা তুমি সহকার,
তুমি হে আমার বঁধু আমি হে তোমার।

এই রকম একটান, আমি হে তোমার—তুমি হে আমার, একদম পাতা-দুচার।

শিশু-। দু'চার পাতা? দশ-বিশ পাতা।

জল-। তার পর এই রকম আক্ষেপ বোধ হয়—

কী লিখিব পত্রযোগে প্রাণের বেদন,
অশেষ অনন্ত তব বিরহ দাহন;
আকাশ কাগজ যদি হতো ওহে গুণনিধি
মসী হতো সাগরের জল।
মৈনাক লেখনী হতো তবে নাথ লেখা যেতো
তোমার বিরহ অবিকল॥

শিশু বন্ধু! বন্ধু! তুমি কি জ্যোতিষ জান?

জল-। জ্যোতিষ কি, হে ভায়া! আমরাও যে ভুক্তভোগী। আজ না হয় এমন হয়েছি! তার পর—

এস নাথ, কাটে না যে বিনিদ্র যামিনী,
আশাপথ চেয়ে আছে তোমার রুক্মিণী।

এই মধুর করুণের মাখামাখিতে পালা ইতি, কি বল?

শিশু-। ওঃ—সে কী মর্ম্মভেদী বিয়োগান্ত যবনিকা!

জল-। পত্রগুলো সঙ্গে ক'রে এনেছ ত, ভায়া? দেখো—জুগিয়ে রেখো; পত্র নয়, ও তোমার পাকা দলিল।

শিশু-। বন্ধু! দেখ—দেখ, কারা আস্‌ছে এদিকে; পূজাপাত্র হস্তে, গীতকণ্ঠে তরুণীর দল—মধ্যে এক অনিন্দ্যসুন্দরী বালা

জল-। কি জ্বালা, চিন্‌তে পার নি? কী রকম প্রেম হয়েছে তা হ'লে তোমাদের? রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপনেও দেখা-শুনা হয় নি, ভায়া? ইন্দ্রাণী পূজা ক'রে ফির্‌ছে সখীদের নিয়ে, ঐ তোমার সেই ক'নে।

শিশু-। এ্যা—ঐ মাঝখানে?

জল-। ঠিক ঐ মাঝখানে।

শিশু-। বন্ধু! বন্ধু! সাধ ক'রে কি আমি মহারাজ জরাসন্ধের এত অনুরাগী? তিনি আমায় মথুরা দেবেন বলেছিলেন, নিক্ গে কৃষ্ণ শুক্‌নো মথুরা। তিনি আমায় তা হ'তেও সরস সম্পদ দান কর্‌ছেন, দেখ্‌ছো?

জল-। সরস ব'লে সরস! একেবারে ঘন আওটানো দুধ, মিছরীর পানা, গাছপাকা ডালিম।

শিশু-। বন্ধু! তোমার কবিত্ব আছে, রূপ-বর্ণনা করতে পার ঐ পূজা-প্রত্যাগতা সখী-পরিবেষ্টিতা মরাল-গামিনীর? আমি চোখে দেখি, কানে শুনি, প্রাণে প্রাণে অনুভব করি; আমার এক ডুবে ত্রিবেণী স্নান হ'ক।

জল-। এই কথা? শোন।

শিশু-। আচ্ছা—এখন থাক্, এসে পড়েছে সব; পথ দাও—এক পাশে দাঁড়াও।

সখীগণসহ রুক্মিণী উপস্থিত হইল।

সখীগণ।—

গান

ছুটেছে উধাও নদী কোথা রে সাগর।
ফুটেছে ইন্দ্রধনু এই বেলা ধর।
আয় রে কে পিপাসিত মুক্ত রসকূপ,
কার প্রয়োজন আত্মা-পূজার যোজন-গন্ধ ধূপ,
বসন্ত ব্যাকুলিত সাড়া দে রে কোকিল,
ক্ষীরের ডেলা খোলা হাতে, কোন্ গাছে তুই চিল,
বিলিয়ে যায় সুধার কলস বাড়িয়ে দে রে কর,
কই রে তুই কৃষ্ণ ভ্রমর ডাক্‌ছে শ্বেত টগর।

শিশু-। বন্ধু! বন্ধু! অসহ্য—অসহ্য! [রুক্মিণীকে ধারণোদ্যত]

জল-। [বাধা দিয়া] কর কি—হে! কোথা যাও—হে! গেছে কোথা, ও ত তোমার আছেই।

শিশু-। না, ছেড়ে দাও, বন্ধু! আমার আর সে ছাঁদনাতলা পর্যান্ত ধৈর্য্য নাই, আমি এইখানেই—[ধারণোদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। সাবধান, শিশুপাল!
কেশরীর লক্ষিতারে করিয়ো না লোভ;
ক্ষোভ পাবে শুধু।
হবে না সে জম্বুকের ক্রীড়ার সঙ্গিনী।

রুক্মিণি! এসেছি আমি
যথাকালে যথাস্থানে প্রতিশ্রুতি মত।

রুক্মিণী। এস, নাথ! ধর বরমালা,
পূর্ণ কর আজন্মের সাধনা দাসীর।

[কৃষ্ণের গলে মাল্যদান]

শ্রীকৃষ্ণ। ভিখারী আমিও—ধনি, এ সুধা হাসির।

[রুক্মিণীর গলে মাল্যদান]

সখীগণ। [উলুধ্বনিসহ শঙ্খধ্বনি করিল]

শিশু-। [অবাক্ হইয়া] এ কিরূপ হ'ল?

জল-। আরে—আরে, তুমি দলিল বের কর; তোমার পাকা প্রমাণ, নালিশ চল্‌বে।

শিশু-। কোথায় বীরগণ! কোথায় রুক্ম শাল্য দন্তবক্র ক্ষত্রিয় যোদ্ধাগণ! কোথায় মহারাজ জরাসন্ধ! সজ্জিত হোন—অস্ত্র ধরুন—দুর্বৃত্ত তস্কর গোপনন্দন রুক্মিণী হরণ ক'রে পলায়।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃথা চীৎকার কর্‌ছ, শিশুপাল! কেউ আর আস্‌তে পার্‌বে না রুক্মিণী উদ্ধারে। ঐ দেখ তোমার রুক্ম শাল্য দন্তবক্রের সম্মুখে শমনরূপে আমার সাত্যকী, ত্রিবিক্রম, কৃতবর্ম্মা, কুঞ্জর। ঐ দেখ তোমার ষড়যন্ত্রী অভিভাবক বরকর্ত্তা জরাসন্ধ বলদেবের গদার আঘাতে রক্ত বমনে লাল বক্ষ। ব'লো তোমার জরাসন্ধকে, শিশুপাল! কালযবনের ভরসায় বাজ পড়্‌তেই ভীষ্মক-নন্দিনীর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে নবকুটুম্বসূত্রে পুনরায় সমুদয় রাজশক্তি একত্র ক'রে আর একবার কৃষ্ণ বলরামকে দেখ্‌বেন মতলব এঁটেছিলেন; সে আশাতেও ছাই; এখনও সাবধান। জলন্ধররাজ! হস্তিনাপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে ব্রতী হবেন, পরামর্শের জন্য আমাদের আহ্বান ক'রে পাঠিয়েছেন; আমি

দ্বারকা হ'তে আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে হস্তিনায় চল্‌লাম, আপনি এই যুদ্ধ অবসানে যদুগণের মুখপাত্র হ'য়ে পশ্চাতে আসুন। এস, রুক্মিণি! এস, সখীগণ!

[রুক্মিণী ও সখীগণ সহ প্রস্থান।

শিশু-। কোথা যাবি—কোথা যাবি—পরস্ত্রীকাতর চোর, সর্পের মস্তক হ'তে মণি হরণ ক'রে? তার উদ্যত ফণায় আত্মরক্ষা কর্।

জল-। [বাধা দিয়া] এগিয়ো না, দাদা! ফণা নোয়াও, জড়ি আছে এখানে। [অস্ত্রধারণ]

শিশু-। প্রবঞ্চক!

জল-। আমি প্রবঞ্চক না হ'লে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে কেন, দাদা? শঠে শঠে দৃঢ় প্রীতি। আমিও প্রবঞ্চক, তুমিও মিথ্যাবাদী। তোমার দলিল বের কর, রুক্মিণী দেবী তোমায় পত্র দিয়েছেন; কন্যা-কুলের ত আর মরণের জায়গা নাই?

শিশু-। প্রতারক, তোর দণ্ডই আগে। [অস্ত্রাঘাত করিলেন]

জল-। [ব্যর্থ করিয়া] তা হবে বৈ কি! ক্ষীরের ডেলা কাকে নিয়ে গেল তো গাইএর পিঠে পাঁচন। এস সে শুধু লেজ নাড়ে না, তারও শিং আছে। [উভয়ের যুদ্ধ, শিশুপালের পরাজয়] কি ভায়া, হ'ল ত! তোমার মথুরাও গেল, রুক্মিণীও গেল; এইবার জরাসন্ধের গলা ধ'রে ব'সে ব'সে হাপু গাও গে।

[প্রস্থান।

বরযাত্রিগণ। চল—চল, আমাদেরই বা আর কেন? আমরা যার বিয়ে, তারই বরযাত্রী।

[সকলের প্রস্থান।

জরাসন্ধ উপস্থিত হইল।

জরা-। [গুরু অভিমানে] শিশুপাল! আর আশা কর? আর উপায় আছে? একবার নয়, দুবার নয়, ক্রমান্বয়ে অষ্টাদশবার এই পরাজয়—এই অপমান! না, এর উপায় আর তোমার বুদ্ধিতে নাই, এর উপায় আমি স্থির ক'রে আস্‌ছি। এর উপায় একমাত্র মৃত্যু—এই নির্জ্জন পথে, জগতের অসাক্ষাতে। আত্মহত্যা ক'রে আর অপমৃত্যুর ভাগীটা হই কেন? এস—আমরা যুদ্ধ ক'রে মরি। তোমায়-আমায়, দন্তে-জিহ্বায়, কপালে-করাঘাতে, শোকে-অভিমানে; অস্ত্র ধর, মিত্র! তোমায় আক্রমণ করলাম।

শিশু-। মহারাজ—

জরা-। স্তব্ধ হও, ও ললিত আলাপ আর শুনব না, কান ঝালা-পালা। আশার খেয়াল আর গেয়ো না, শিশুপাল! ও ক্ষীণকণ্ঠে, ওর তাল ভঙ্গ প্রতি তানে। মৃত্যুর ধ্রুপদ ধরেছে জরাসন্ধ জলদ গম্ভীরে দীপক রাগে। শোন, যুদ্ধে প্রস্তুত হও—না হও আমায় আত্মহত্যাই করতে হবে তোমায় হত্যা ক'রে। যুদ্ধে মৃত্যু হ'লে স্বর্গ হ'ত, এতে না হয় নরক হবে; স'রে তো যাবো রামকৃষ্ণ-গত জগতের হেয় দৃষ্টি হতে? সেই পরম লাভ আমার। [গদাঘাতে উদ্যত]

চণ্ডকৌশিক উপস্থিত হইলেন।

চণ্ড-। [বাধা দিয়া] এ ভাবে মৃত্যু তোমার নয়।

জরা-। কি ভাবে আমার মৃত্যু, ঋষি? এ হ'তে দুঃসহ অপমান আরও আছে নাকি? এর চেয়ে কুগ্রহের সমাবেশ জন্মের পত্রিকায়, জ্যোতিষের বিচারে, গ্রহাচার্য্যের গণনায় আর হ'তে পারে? আপনি আমার কোষ্ঠী এনেছেন? আমার জন্ম-কোষ্ঠী? দেখি—দেখি?

চণ্ড-। নিজের কোষ্ঠী নিজের দেখা হয় না, জরাসন্ধ! আর হ'লেও

তা দেখ্‌বার উপায় নাই। সে সব আমি ফেলে দিয়েছি ক দিন হ'ল; তবে আমি যতদূর দেখেছি, শোন—এ নতমুখে চোরের মত নির্ব্বাণ তোমার নয়, ফানুসে এখনো ধূম আছে; তোমায় আর এক স্তর উঠ্‌তে হবে, তুমি মগধ যাও।

জরা-। মগধ যাব?

চণ্ড-। মগধ যাও—আমায় মুক্তি দাও। তোমাদের দান আমি প্রত্যর্পণ কর্‌ছি।

জরা-। ঋষি! মগধ যাব। মগধ ঠিক আছে?

চণ্ড-। ঠিক আছে।

জরা-। কারাগার?

চণ্ড-। সব ঠিক আছে; কেবলমাত্র বারণকে আর পাবে না, তার লোকান্তর হয়েছে।

জরা-। যাক্—আমার মধ্যে এখনও ধূম আছে, ঋষি! সত্য। আমি আর এক স্তর উঠ্‌ব, শেষ ওঠা; যান্—মগধ নিলাম।

চণ্ড-। আমি মুক্ত?

জরা-। মুক্ত।

চণ্ড-। আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না।

[ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

জরা-। প্রয়োজনও নাই। আমার প্রণামেরও এই শেষ। [উদ্দেশে প্রণাম] শিশুপাল! মৃত্যুর ধ্রুপদ ধরা হ'ল না উপস্থিত জরাসন্ধের; নিজের তালে নিজে গেয়ে মজা হবে না বেশ; মৃদঙ্গী চাই একজন পাকা। আমি আর একটা ডাক্ দেব তার জন্য এই মগধে গিয়ে, আমার রুদ্র-পূজায় কারারুদ্ধ রাজাদের বলি দিয়ে; চ'লে এস।

[শিশুপালসহ প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মগধ সম্মুখ

ব্রাহ্মণবেশে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন।

শ্রীকৃষ্ণ। ত্রিপাপ-সংযোগ এতদিনে
জরাজন্ধ জন্ম-পত্রিকায়।
কৃষ্ণ সহ ভীমার্জ্জুন
স্নাতক ব্রাহ্মণ-বেশে, চমৎকার!
কার এ যোজনা—অপূর্ব্ব অচিন্ত্য!
কে এ মিলন-মূলে?
স্রোত—স্রোত, সেই মহাস্রোত;
যার তালে নৃত্যশীল ত্বরিত চরণে
ছুটেছে শ্রীকৃষ্ণ,
সেই সে কারণার্ণবে ভাসমান হ'য়ে
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির
ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে রাজসূয় পথে;
তারই তরঙ্গাঘাতে
সম্মিলিত কৃষ্ণসাথে ভীম ধনঞ্জয়
দিগ্বিজয় আশায় মগধে।
বহু স্রোত, বহু অশরীরি,

বহ হে অনন্ত,
অনুরোধ আপত্তি-বিহীন
স্বেচ্ছাগতি-পথে।
ল'য়ে চল অনির্দ্দিষ্টে
যেথা হোক তোমার অভীষ্ট স্থানে।
বৃকোদর, ধনঞ্জয়!
সম্মুখেই গিরিব্রজ মগধ নগরী.
জরাসন্ধ নৃপতির দৃপ্ত রাজধানী।
বলিয়াছি বহুবার হস্তিনা-সভায়
ধর্ম্মরাজ বিদ্যমানে,
বলি পুনরায়
রাজসূয়-যজ্ঞ কভু নহে সম্পূরণ
লক্ষ রাজা সমবেত বিনা।
অধিকাংশ তার আবদ্ধ মগধ-গৃহে,
তাদের উদ্ধার বিনা হবে না সে ক্রতু;
আর তাদের উদ্ধার
জরাসন্ধ সংহার ব্যতীত নয়।
তোমাদের রাজসূয় যজ্ঞের উপায়—
প্রথমতঃ এই জরাসন্ধ বধ;
মনে রেখো, আসিয়াছ হেথা
ভীমার্জ্জুন দুজনায় তাই।

ভীম। আসি নাই—আসি নাই—কৃষ্ণ,
রাজসূয়-যজ্ঞের মানসে হেথা;
আসিয়াছি জরাসন্ধ বধের কারণ।

জ্ঞাতিগণ আছে বদ্ধ তার কারাগারে
অনাহারে অনিদ্রায়, প্রাণ ফেটে যায়!
রাজস্থূয় ভীমের মাথায় থাক্ ;
নাহি চাই ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব,
নাহি চাই স্বর্গের সম্পদ ;
জ্ঞাতির উদ্ধার কল্পে চলিয়াছে ভীম,
বিশ্বের রোদন রোলে জাগিয়াছে ভীম,
পশুবলে পদাঘাতে জন্মিয়াছে ভীম।

শ্রীকৃষ্ণ। হে অসীম, হে অনাদি মহাস্রোত!
নমস্কার যুগ-যোগ্য গতিকে তোমার।
বহুবার বলদেব তুলেছিল গদা
এই জরাসন্ধ বধে ;
ঘটিতে দাও নি,
বিধির নিষেধ ছিল।
আজ তুমি মুক্তগণ্ডী, উগ্র ক্ষিপ্র গতি,
তুলিয়া তরঙ্গ ভীম
চলিয়াছ উন্মত্ত কল্লোলে ;
নমস্কার—নমস্কার আবর্ত্তে তোমার।
চল, ভীম! চল, বল-অবতার!
জ্ঞাতির উদ্ধার-কল্পে যদি তুমি, ভীম,
চল ভীম-প্রভঞ্জনবেগে,
মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'লে
হবে না সে সঙ্কল্পসাধন।
যজ্ঞ আয়োজন করে জরাসন্ধ,

পূজিবে সে রুদ্র ত্রিলোচনে
এই সব বন্দীরাজগণে
পশুসম বলি দিয়ে।

ভীম। দেব—দেব মহাদেব ত্রিলোচন!
তুমিও কি অন্ধ স্বার্থবশে ?
তোমার উদ্দেশে মূঢ়
বলি দেবে তোমারি সন্তানগণে,
লবে সে শোণিত-পূজা ?
তুষ্ট হবে আশুতোষ তায় ?
তপস্বীর ছদ্মবেশী এ ক্রূর জল্লাদে,
মহাদেব! করিবে করুণা ?
কভু না—কভু না,
এই যে তোমার শান্ত দিব্য শিবমূর্ত্তি
উদিত হৃদয়ে মম,
এই যে আদেশ তব আকাশ-বাণীতে—
"যাও ভীম, রুদ্রের আশিস্ ল'য়ে
ঝঞ্ঝাবেগে উত্তর-মগধ,
লণ্ড ভণ্ড কর জল্লাদের হত্যার উৎসব;
শিক্ষা দাও শিবপূজা ভূমণ্ডলে।"
নির্ভয়—নির্ভয়, বন্দীগণ!
সাবধান—জরাসন্ধ!
চল, কৃষ্ণ! চল, বাসুদেব!

শ্রীকৃষ্ণ। আছে ত স্মরণ সকলের
জরাসন্ধ বধের প্রক্রিয়া ?

ভীম। রক্তাক্ষরে লেখা আছে স্মৃতির ফলকে।
চল, রে রুক্মিণী-প্রিয়!
বিলম্ব না সহে আর;
বায়ুগামী ভীম আজি জ্ঞাতির উদ্ধারে।

শ্রীকৃষ্ণ। স্থির হও, মধ্যম পাণ্ডব!
মগধ প্রবেশে আছে তিন অন্তরায়,
বায়ুগতি প্রতিহত তথা।
প্রথমতঃ—দ্বারে রয় দুই কাল নাগ
মহাক্রূর মহাবল ভীষণ চতুর,
কি সাধ্য শত্রুর
ছলে বলে ছদ্মবেশে
অতিক্রমে তাদের দোঁহার!
দ্বিতীয়তঃ—আছে তিন ভেরী,
অরি-পদশব্দমাত্রে
আপনি বাজিয়া উঠে,
জাগায় মাগধগণে, সাজায় সমরে।
তৃতীয়-পর্ব্বত পঞ্চ সর্ব্ব-পরিজ্ঞাত,
প্রসারিত হয় আপনা আপনি,
শূন্যমার্গে শির তুলি
রোধ করে শত্রুর প্রবেশ-পথ;
এ তিনের প্রতিকার বিনা
মগধ-প্রবেশ অসাধ্য—দুষ্কর।
নিবারিতে পারি আমি প্রথম বাধায়
ওই দুই কালনাগে গরুড় স্মরণে।

অর্জ্জুন। রহিল দ্বিতীয় স্থানে গাণ্ডীবী অর্জ্জুন ;
ভেরী-শব্দ নিবারিবে শব্দভেদী বাণে।

ভীম। তৃতীয় আমার ভাগে থাকুক তা'হ'লে ;
পর্ব্বতের প্রসারণ—শূন্যে শির তোলা
মুষ্ট্যাঘাতে ঘুচাইবে ভীম !

শ্রীকৃষ্ণ। স্রোতের যোজনা ! তরঙ্গের রঙ্গলীলা !
কী সুন্দর সার্থকতা !
কী আনন্দ আত্মহারা !
এস, পার্থ ! এস, বৃকোদর !

[গমনোদ্যত]

নাগদ্বয় উপস্থিত হইল।

নাগদ্বয়। নাগের নিঃশ্বাসে আগে আত্মরক্ষা কর্।

শ্রীকৃষ্ণ। গরুড় ! গরুড় !

গরুড় উপস্থিত হইল।

গরুড়। কে রে তোরা—কোন্ নাগ ?
[দুইজনের ঘাড় ধরিয়া]
আয়—দেখ্, গরুড়ের বদন-বিবর।

শ্রীকৃষ্ণ। বধিয়ো না প্রাণে বিনতা-নন্দন !
ল'য়ে যাও নাগদ্বয়ে আঁধার পাতালে।

গরুড়। অবনত কর শির বিষ্ণুপদতলে।

[শ্রীকৃষ্ণ চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করাইয়া নাগদ্বয়কে লইয়া প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। ভেরী-শব্দ—ভেরী-শব্দ ওঠে, পার্থ !

অর্জ্জুন। গুরু দ্রোণাচার্য্য! প্রণাম চরণে।
করিব ও ভেরীচ্ছেদ শব্দভেদী বাণে।

[বেগে প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। পর্ব্বত উঠিছে রোষে হের, বৃকোদর!
প্রসারিত বিপুল শরীর,
শূন্যে তোলে শির,
সত্বর সংযত কর।

ভীম। মুষ্টি 'পরে এস তবে ভীমের সামর্থ্য,
সম্মুখে আবার ঐ ব
দুরন্ত হিড়িম্ব বক পর্ব্বত আকারে;
পড় তার পঞ্চচূড়ে অন্ধ বজ্রাঘাত,
সমতল সমভূমি শূন্য ক'রে দাও,
পর্ব্বতের চিহ্ন যেন থাকে না কোথাও!

[বেগে প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। জরাসন্ধ! এখনও তাণ্ডব থামাও।
সৈন্যসজ্জা ক'রে
অসম্ভব তোমার সংহার।
মনে কি ভেবেছ তাই,
মৃত্যু নাই রাবণ-জন্মের?
আত্মরক্ষা কর, অন্ধ!
কুসুমের আবরণে,
আশীর্ব্বাদ অভ্যন্তরে
তব বক্ষ লক্ষ্য ক'রে
ধায় কালের ত্রিশূল।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যজ্ঞভূমি

চারিদিকে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান সুসজ্জিত।

জরাসন্ধ ও শিশুপাল।

জরা-। রুদ্রপূজা জরাসন্ধ ক্ষিপ্ত সাধকের।
শোণিতের সভক্তি অঞ্জলি,
নেত্র—গোমুখীর তপ্ত স্নানজল,
ঘণ্টারব—অকৃতজ্ঞ জগতের হাহাকার,
রুদ্রপূজা মগধপা তার।
আকাশ! বাজাও বাদ্য পূজা-আরম্ভের,
বিদ্যুৎ! প্রদীপ জ্বাল,
নৃত্য কর ভূত প্রেত পিশাচ প্রমথ
রুদ্রের কিঙ্কর যত!
ঊর্দ্ধমুখী হও—জরাসন্ধ,
ফাল্গুনের শেষ স্তর।
শিশুপাল, বিলম্ব অসহ্য ;
আসিবেন কখন ঋত্বিগ্‌গণ ?

শিশু-। সু-সময় শুভলগ্ন দেখে
আসিবেন তাঁরা সর্ব্ব-অনুষ্ঠানসহ।

জরা-। কারাগারে দিয়েছ সংবাদ
প্রস্তুত রাখিতে বলি?

শিশু-। বহুপূর্ব্বে রাখিয়াছে
কারারক্ষী বন্দীরাজগণে
স্নানান্তে নূতন বস্ত্র,
নবমাল্যে সুসজ্জিত করি।

জরা-। শিশুপাল,
সহযাত্রী তুমি মোর এই পূজা-পথে
বোধন আরম্ভ হ'তে।
দিয়াছ মন্ত্রণা বহু,
দেখায়েছ কৃতজ্ঞতা যথেষ্ট, ধীমান্!
করেছ জীবন তুচ্ছ অষ্টাদশ বার;
আজ এক গুরুভার দিব হে তোমায়,
তুমিই পারিবে,
তুমি ভিন্ন সে ভারের যোগ্য
কারেও দেখি না আর।

শিশু-। অবনত মাথে বহিব সে ভার।
বলুন, সম্রাট্!
কি আদেশ চির-আজ্ঞাবহ প্রতি?

জরা-। প্রহরী; প্রহরী থাক সজাগ সশস্ত্র,
যজ্ঞভূমে নয়—আমার হৃদয়-দ্বারে।
রুদ্রপূজা—শিশুপাল, রাজবলি দিয়ে,
বহু বাধা—বহু বিঘ্ন;
কঠোর প্রহরী থাক,
যেন কোন করুণ বিলাপ,
যেন কোন কাকুতি-মিনতি,

মায়া মোহ—কোন শিথিলতা
না পশিতে পারে কোন ক্রমে হেথা।

সহদেব ব্যাকুলভাবে আসিলেন।

সহ-। পিতা! পিতা—

জরা-। প্রহরি! প্রহরি!

সহ-। রক্ষা করুন, পুত্রের সাহায্য করুন; আমি অবসন্ন রণশ্রান্ত অস্ত্রহীন, আমার সম্মুখে বিজয়-নৃত্যশীল বজ্রপাণি প্রহ্লাদ-নীতি, আমায় রক্ষা করুন।

শিশু-। ব্রহ্মাস্ত্র ধর—ব্রহ্মাস্ত্র ধর, সহদেব! "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ—"

সহ-। খুঁজে পাচ্ছি না—চেদীশ্বর, খুঁজে পাচ্ছি না; রুদ্র-পূজার যজ্ঞধূমে আমি আমার অস্ত্রের তুণ পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি।

শিশু-। মন্ত্র উচ্চারণ কর—মন্ত্র উচ্চারণ কর, সহদেব! "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" হারাণ-তূণ আপনি এসে হাতে ঠেক্‌বে।

সহ-। কণ্ঠরোধ হ'য়ে গেছে—চেদীশ্বর! কণ্ঠরোধ হ'য়ে গেছে নির্দ্দোষ বন্দীদের বলিসজ্জা দেখে—তাদের চিত্রার্পিত নিশ্চল মূর্ত্তিতে। মন্ত্র উচ্চারণের উপায় নাই, রসনা খেল্‌লে কি হবে? কণ্ঠ রুদ্ধ।

শিশু-। সহদেব—

সহ-। বধির সহদেব জগতের হাহাকারে, রাক্ষসী-উৎসবের অশ্রাব্য কোলাহলে। কোন নীতি, কোন যুক্তি তার কর্ণপটহ স্পর্শ করাতে পারবে না। রুদ্রপূজা রোধ কর, দোহাই—চেদীশ্বর! তা ভিন্ন সহদেবের সহদেবত্ব রক্ষার কোন উপায় নাই; তা না হ'লে পিতৃমন্ত্র-উপাসক সহদেব পরাশু রূপান্তরিত হ'য়ে বুঝি পিতৃ-অবাধ্য প্রহ্লাদ হয়। রুদ্রপূজা রোধ কর।

শিশু- । রুদ্রপূজা রোধ হবে না—সহদেব, কিছুতেই ; এই রুদ্রপূজাই মহারাজ জরাসন্ধের আত্মমর্য্যাদা রক্ষার শেষ পন্থা। এই পূজার প্রসাদ লাভ করতে পারলেই তিনি বিশ্বের অজেয়। এ পূজা রোধ? হবে না—হবে না, সহদেব! হও তুমি পিতৃ-অবাধ্য প্রহ্লাদ, মহারাজ জরাসন্ধও আজ পুত্রস্নেহহীন হিরণ্যকশিপু।

জরা- । হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! প্রহরি, চমৎকার! সাধে কি আমি বেছে বেছে তোমায় নিযুক্ত করেছি এই ক্ষণবদ্ধ ক্ষণমুক্ত চির-চঞ্চল হৃদয়-দ্বারে? কী সুন্দর তোমার দ্বার-রক্ষার কঠোর প্রণালী! "মহারাজ জরাসন্ধও পুত্রস্নেহহীন হিরণ্যকশিপু!" কী অপূর্ব্ব তোমার বিশ্বরোধী অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র! স'রে যা রে প্রহ্লাদ, স'রে যা; এ দুর্গে প্রবেশাধিকার পাবি না; দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী, মহারাজ জরাসন্ধ পুত্রস্নেহহীন হিরণ্যকশিপু।

ঋত্বিগ্‌গণ উপস্থিত হইলেন।

ঋত্বিগ্‌গণ। জয় হোক্ মহারাজ জরাসন্ধের।

জরা- । আসুন—আসুন, আপনাদের আশিস্-উত্থিত হস্তের নিম্নে আমার মস্তক চির-অবনত। আসন প্রস্তুত, উপবেশন করুন।

ঋত্বিগ্‌গণ। জয় ব্রহ্মণ্যদেব! [আসন গ্রহণ]

সহ- । পিতা—পিতা!

জরা- । পালা—প্রহ্লাদ, হিরণ্যকশিপুর সম্মুখ হ'তে; এখনই হস্তিপদতল, শিলা-বন্ধন, বিষ-প্রদান—সেই সব যা-তা আদেশ দিয়ে ফেলব।

সহ- । পিতা! সেইরূপ এক উৎকট আদেশেরই প্রার্থী আমি; অনুগ্রহ করুন, আগে আমার হত্যার আদেশ দিন, তার পর যজ্ঞে ব্রতী হবেন। আমি প্রহ্লাদের মত প্রতি বিপদে জীবন-রক্ষা চাই না, আমি মৃত্যুর গলা ধ'রে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ক'রে চ'লে যাই।

জরা-। কয়াধু! কয়াধু! কোথায় তুই? স্বর্গে না কোথায়? যেথায় থাক্, হাত বাড়িয়ে দে, তোর বিষরক্তের বৈষম্য সৃষ্টি সরিয়ে নে এখান হ'তে। দূর হ', পিতৃ-অবাধ্য প্রহ্লাদ! [পদাঘাত] যজ্ঞ আরম্ভ করুন, ঋত্বিগ্‌গণ!

সহ-। ওঃ! পিতা—

[যজ্ঞ আরম্ভ]

ঋত্বিগ্‌গণ। ওঁ—[আচমনোদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণত্রয়।

জরা-। [কিয়ৎক্ষণ নিবিষ্টভাবে তিনজনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আপন মনে] ব্রাহ্মণত্রয়! গলে পুষ্পমাল্য, সর্ব্ব অবয়বে অস্ত্র চিহ্ন, এ যে ক্ষত্রিয়ের আকৃতি! ব্রাহ্মণত্রয়! [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] যেই হোক্—বেশ ব্রাহ্মণের, আমি ব্রাহ্মণের করুণা-সৃষ্ট চির ব্রাহ্মণভক্ত। [প্রকাশ্যে] কি উদ্দেশ্যে আগমন ব্রাহ্মণত্রয়?

শ্রীকৃষ্ণ। ভিক্ষা।

জরা-। [ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া আপন মনে বলিলেন] শত্রু; ব্রাহ্মণের গতিবিধি অবাধ—আমার অন্তঃপুর পর্য্যন্ত, তাই এই বেশে উপস্থিত; কিন্তু মগধ-প্রবেশ কর্‌লে কি ক'রে? আমার ভেরী কি হ'ল? নাগদ্বয় কোথায় গেল? পঞ্চ পর্ব্বত বাধা দিলে না? প্রতারিত করেছে, তাদের চোখে ধূলো দিয়েছে; এরা ঐন্দ্রজালিক ছদ্মবেশী। [অনেক ভাবিয়া] কিন্তু ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ! এই হীন বেশের জীর্ণ উত্তরীয়-প্রান্তবদ্ধ এক ক্ষুদ্র আম্রফলে আমার মত জরাসন্ধের উৎপত্তি। না, আমি এ বেশের অমর্য্যাদা কর্‌তে পারি না [প্রকাশ্যে] কি ভিক্ষা চান্, ব্রাহ্মণত্রয়?

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ জরাসন্ধ সত্যবাদী; আমাদের প্রার্থনা মত ভিক্ষা দেবেন— অগ্রে তিনি প্রতিশ্রুত হোন্।

শিশু-। শত্রু—সম্রাট্, শত্রু।

জরা-। স্থির হও, প্রহরি! এ দ্বারে তোমায় অধিকার দিই নি। হোক্ শত্রু; কি পর্য্যন্ত প্রার্থনা কর্‌তে পারে এরা? জীবন? তার বেশী ত না? জরাসন্ধ জীবন দেবে, তবু ব্রাহ্মণ-প্রত্যাখ্যান কর্‌বে না। ব্রাহ্মণত্রয়—

প্রাপ্তি ছুটিয়া আসিল।

প্রাপ্তি। বাবা! কর্‌ছ কি? প্রতিশ্রুত হ'য়ো না

অস্তি ছুটিয়া আসিল।

অস্তি। কেন প্রতিশ্রুত হবে না? এ ভিক্ষুকের প্রার্থনা। বাবা! অসঙ্কোচে প্রতিশ্রুত হও।

প্রাপ্তি। হ'য়ো না—বাবা, প্রতিশ্রুত; এ ভিক্ষুককে চিন্‌তে পার্‌ছ না?

অস্তি। কোন প্রয়োজন নেই; যেই হোক্—যেথাকারই হোক্— যত বড়ই হোক্, ভিক্ষুক মহারাজ জরাসন্ধের পাশে দীন-হস্ত-প্রসারিত ক'রে। বাবা! প্রতিশ্রুত হও।

প্রাপ্তি। হ'য়ো না—বাবা, প্রতিশ্রুত। এ ভিক্ষুক সামান্য নয়, এখনই সেই ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা ক'রে বস্‌বে; দিতে পার্‌বে না।

অস্তি। না পারে পাতালে যাবে হস্তপদ-বদ্ধ হ'য়ে; তবু বামনের ছলনায় নিজস্ব হারিয়ে দানবেন্দ্র বলি তার দান-যজ্ঞ থামাবে না।

[প্রস্থান।

জরা-। সাবাস্ কন্যা! বলি পাতাল-প্রবিষ্ট হবে, তবু বামনের ছলনায় নিজস্ব হারাবে না।

প্রাপ্তি। নিয়তি—নিয়তি—নিয়তি—

[প্রস্থান।

জরা-। কি চাও—বামন, বলির দ্বারে? কি প্রার্থনা কর—ভিক্ষুক, জরাসন্ধ-পাশে?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রতিশ্রুত মহারাজ জরাসন্ধ ?

জরা-। প্রতিশ্রুত।

শ্রীকৃষ্ণ। অকুণ্ঠিতভাবে ?

জরা-। অকুণ্ঠিতভাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য ?

জরা-। অতি সত্য।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রার্থনা অন্য কিছু নয়, দান-বীর বলি! হয় বন্দী রাজাদের নির্ব্বিবাদে মুক্তি, নয় আমাদের এই তিনজনের মধ্যে যার সঙ্গে ইচ্ছা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ; এই দুইয়ের একটা—যা মহারাজের অভিরুচি।

জরা-। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! নির্ব্বোধ বামন, কর্‌লি কি? চন্দ্রের কাছে সুধা প্রার্থনা কর্‌তে ব'সে আবার তার নাগাল নিতে হাত বাড়ালি? কর্‌লি কি? বন্দী রাজাদের মুক্তি, শুদ্ধ এই প্রার্থনা কর্‌লেই ত বামনত্ব ঠিক থাক্‌ত তোর; তার সঙ্গে আবার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ—রক্তচক্ষুঃ! এ আবার কিরূপ বামন?

শ্রীকৃষ্ণ। যেমন এ বলি, তেম্‌নি এ বামন। সে বলি ছিল মাত্র দান-অভিমানী, কাজেই সে বামনও ছিল শুদ্ধ এক ত্রিপাদভূমিপ্রার্থী। এ বলি দানের সঙ্গে বীরত্ব অভিমানী, এখানকার বামনও তাই প্রার্থনার সঙ্গে রক্তচক্ষুঃ। এখন কি অভিরুচি? বন্দীদের মুক্তি না দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ?

জরা-। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ। ধৃত শিকার কেশরীর সম্মুখে বক্রগ্রীবায় দাঁড়ালে সে কি দেয়? দ্বন্দ্বযুদ্ধ। জরাসন্ধ সে দানে বলি হ'তেও মুক্তহস্ত।

শ্রীকৃষ্ণ। দাও ; এ তিনজনের কার সঙ্গে অভিমত ?

জরা-। তোমরা সত্য পরিচয় দাও, আত্মপ্রকাশ কর—কে তোমরা ? আমি বিচার ক'রে দেখি, কে আমার দান গ্রহণে যোগ্যপাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ। এঁরা দুইজন পাণ্ডু-কুমার। ইনি বক-হিড়িম্ব-সংহারী তোমার পঞ্চপর্ব্বত-শাসক মধ্যমপাণ্ডব শ্রীভীম বৃকোদর। ইনি দ্রোণাচার্য্য-শিষ্য তোমার সাঙ্কেতিক ভেরীচ্ছেদী শ্রীঅর্জ্জুন ধনঞ্জয়। আর আমি তোমার চিরশত্রু জামাতা-হন্তা নাগ-দমন শ্রীকৃষ্ণ।

জরা-। শিশুপাল ! একটা পরামর্শ দিতে পার ? একটা যুক্তি ? না, তোমার যুক্তি-পরামর্শ রাজনীতিমূলক। ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা ধর্ম্মনীতির প্রবর্ত্তক, আপনারাই আমার ভরসা ; একটা বিধান দিতে পারেন, জরাসন্ধকে সত্যের গণ্ডী হ'তে সরিয়ে নেবার ? অষ্টাদশ লম্ফের লক্ষ্যভ্রষ্ট শিকার আজ সম্মুখে স্ব-বিবরে ; আমি আর একটা লাফ দিই। ওরে জামাতা-হন্তা বহুরূপী চোর ! শেষ এই নীতি অবলম্বন করলি ? সীতা উদ্ধারে সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য ?

শ্রীকৃষ্ণ। শুধু তাই নয়, তোমার বিভীষণও পদাহত, যুদ্ধ দাও।

জরা-। কার সঙ্গে ? তোর সঙ্গে ? নির্লজ্জ ! জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা ছেড়ে দ্বারকা পালিয়েছিস্ ; সেই জরাসন্ধ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বরণ করবে তোকে ? যা—যা, তোর শক্তি-সামর্থ্য যা কূট-কৌশলে ; বাহুবলের কি ধার ধারিস্ তুই ? দূর হ, পলায়িত ভীরু ! জরাসন্ধ তোর সঙ্গে যুদ্ধ করবে না।

অর্জ্জুন। আমার সঙ্গে ?

জরা-। বালক—বালক তুই, অর্জ্জুন ! যতই তুই কুবের-বিজয়ী, পশুপতি-অনুগৃহীত হ', তোর প্রসঙ্গে আমার রক্ত উষ্ণ হওয়া দূরে থাক্,

স্নেহ-মমতায় সমস্ত শিরা নিশ্চল ক'রে দিচ্ছে। দুরাশা ত্যাগ কর্, অর্জুন; ও কোমল মাতৃ-অঙ্কসেবিত সুকুমার দেহে এ দুর্দ্ধর্ষ জরাসন্ধের বেগ সহ্য কর্‌তে পার্‌বি না তুই।

ভীম। আমি?

জরা-। কাজেই; কি কর্‌ছি আর, উপায় ত নাই? ভিক্ষাদানে প্রতিশ্রুত হয়েছি যখন, দিতে ত হবে একজনকে? তোকে আর প্রত্যাখ্যান করি কি ক'রে অযোগ্য হ'লেও?

ভীম। জরাসন্ধ! বন্দী রাজাদের ত্যাগ কর।

জরা-। বর্ব্বর! আবার বিপরীত প্রার্থনা কেন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ স্থির ক'রে?

ভীম। তোরই মঙ্গলের জন্য; দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে তোর মৃত্যু।

জরা-। বক, হিড়িম্ব বধ করেছিস্ ব'লে?

ভীম। না—না, বক-হিড়িম্ব-বধের সে সামর্থ্য নিয়ে ভীম আজ আর আসে নি; আজ সে এসেছে জরাসন্ধ-বধের নব-শক্তিতে সঞ্জীবিত হ'য়ে।

জরা-। জরাসন্ধ-বধের নবশক্তি! হাঃ—হাঃ—হাঃ! শুনি, কি সে শক্তি?

ভীম। জাতির উদ্ধার, রাজাদের কারামোচন, জগতের হাহাকার নিবারণ। তুই যত বড়ই জরাসন্ধ হ', আমার আজকার এ মর্ম্মজ্বালা-মহাশক্তির মুখে তৃণাদপি তুচ্ছ।

জরা-। পশু—[আক্রমণোদ্যত] না—এখানে নয়, এ আমার রুদ্র-পূজার পবিত্র যজ্ঞভূমি। ঋত্বিগ্‌গণ! প্রস্তুত থাকুন—যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলনের মন্ত্র জিহ্বাগ্রে ল'য়ে, আমি অবিলম্বেই আস্‌ছি। আয়—রে প্রলাপভাষী মুমূর্ষু, মল্লভূমে আয়। এ জরাসন্ধের আহ্বান নয়, কালের আহ্বান।

দেখি আয়—তোর জাতি-উদ্ধারের স্বপ্ন কত দীর্ঘ। শিশুপাল! তুই সমভার গদা।

[প্রস্থান।

শিশু-। বিচলিত হ'য়ো না, ঋত্বিগ্‌গণ! প্রস্তুত থাক।

[প্রস্থান।

ভীম। জাতির উদ্ধার, রাজাদের কারামোচন, জগতের হাহাকার নিবারণ। মাতঃ দুর্গে, মহাশক্তি! এই একটা দিনের জন্য তুমি কামোন্মত্ত রাবণকে কোল হ'তে ঠেলে রামচন্দ্রের অকাল-বোধনে আবির্ভূতা হও; এই একটা দিনের জন্য অলক্ষ্যে ভীমের বাহুতে সেই শুম্ভঘাতিনী মূর্ত্তি ধর। তার পর—তার পর ভীমের বাহু চিরদিনের জন্য অবসন্ন হোক্, ভীম নাম পৃথিবী হ'তে বিলুপ্ত হ'ক—ক্ষতি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। স্রোত! স্রোত! আর একটী উচ্ছ্বাস—একটী ঘূর্ণিপাক—একটী করাল ব্যাদন। এস, পার্থ!

[অর্জ্জুনসহ প্রস্থান।

সহ-। ব্রাহ্মণগণ! দেখ্‌ছেন কি! গৃহে যান আর যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে না। বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, এ যজ্ঞের প্রারম্ভেই পূর্ণাহুতি!

ঋত্বিগ্‌গণ। ব্রহ্মণ্যদেব! তোমার ইচ্ছা!

[সহদেব সহ সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মল্লভূমি

ছদ্মবেশে ইন্দ্র-পবনাদি দেবগণ গাহিতেছিলেন।

গান

ভূভার হরণ—ভূভার হরণ।
আজ মৃত্যুবাণের মুখে মত্ত রাবণ।
আজি বিশ্বকেন্দ্র হ'তে স'রে যায় পাপগ্রহ,
নিরমল পুনরপি বিষময় কালিদহ,
আয় কে দেখিবি ওরে কার জ্বালা দুঃসহ
মহামতিময় কালিয়-দমন।

জরাসন্ধ উপস্থিত হইলেন।

জরা-। কই? কোথায়, রে জরাসন্ধ-যুদ্ধপ্রার্থী
উন্মাদ-ভিক্ষুক?
কতদূরে বন্দীর উদ্ধারকামী,
জ্ঞাতিপ্রিয় বিপন্ন-বৎসল,
মৃত্যুর লক্ষিত দুরাশার দাস?

কৃষ্ণার্জ্জুনসহ ভীম সম্মুখীন হইলেন।

ভীম। সম্মুখেই কাল।

জরা-। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ।
তোর মত কত কাল তল হ'য়ে গেছে
এই মগধের মল্লভূমে

জরাসন্ধ মুষ্ট্যাঘাতে।
পণ আছে,
এখনও ফিরে যা, রে
মরীচিকা-প্রতারিত মূঢ় ভ্রান্ত নর!

ভীম। এখনও পরিত্যাগ কর্
কারারুদ্ধ ভ্রাতৃবৃন্দে আমাদের—
এখনও রুদ্রপূজা কর্ রূপান্তর
শান্তির সংহিতা পাঠে।

জরা-। শিশুপাল!

শিশুপাল দুই গদা লইয়া উপস্থিত হইল।

বেছে নে তুই-ই আগে,
কোন্ গদা মনোনীত তোর।

ভীম। যেটা হোক্ দে—রে, আমায়।
নহেক গদার জোরে বৃকোদর,
গদা নাচে ভীমের তুরীতে;

জরা- [নিজে এক গদা লইয়া ভীমকে এক গদা দিয়া]
ধর্—আক্রমণ কর্।

ভীম। তুই কর্ মোরে আক্রমণ।
আমি প্রার্থী, তুই দাতা।

জরা-। পাত্—রে, অঞ্জলি তবে
সতেজ বিস্তৃত হস্তে;
নহে—রে, সামান্য জরাসন্ধ-দান।

[ভীম সহ গদা-যুদ্ধ]

দেবগণ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

আজ বেজেছে বিশ্ব-মঞ্চে ধর্ম্মের রণভেরী,
ধর্ষিতা ধরণীর কম্পিত তনু হেরি,
শুষ্ক মলিন মুখ সীতার যতেক চেড়ী
মূর্চ্ছিত শোকাকুল অশোক-কানন।

[জরাসন্ধের গদাচ্যুতি

ভীম। এও নহে সামান্ত অঞ্জলি।
জগতের সমবেত বিক্রম ঐশ্বর্য্য
তণ্ডুলের কণাসম হেথা।
কই—জরাসন্ধ, তোর অসামান্ত দানে
ভীমের সঙ্কোচ মুষ্টি ভরিল রে কই?
আর কিছু আছে কি দেবার?

জরা- আছে—আছে;
রত্নাকরে নেমেছিস্, মূঢ়!
এক ডুবে করিবি কি পরিমাণ তার?
মৃত্যু-সাধ পূর্ণ তোর এইবার।

দেবগণ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

উড়িল উড়িল বাণ নিয়তির লক্ষ্যে,
পড়িল পড়িল ঐ গর্ব্বের বক্ষে,
জ্বলিল জ্বলিল দীপ কক্ষে কক্ষে,
মোক্ষ এতক্ষণে সূর্য্যগ্রহণ।

ভীম। [জরাসন্ধকে ভূতলশায়ী করিয়া]
রত্নাকর! আর রত্ন আছে?
আরো ডুব দিলে মিলিবে কি কিছু!
হো—হো—হো—হো—

মিটিল কি দান-আশা, দ্বাপরের বলি ?
বৃকোদর নহে রে বিদুর,
তণ্ডুলের কণা ল'য়ে তুষ্ট হ'য়ে যাবে ;
করিবে সে ভাণ্ডার লুণ্ঠন।
দুরাত্মন্ !
এখনও ত্যাগ কর্ বন্দী ভ্রাতৃগণে,
দিতেছি জীবন ভিক্ষা।

জরা-। ভিক্ষুকের দত্ত ভিক্ষা
জরাসন্ধ করে না গ্রহণ।
বন্দীগণে দিব না কিছুতে ;
পারিস্—গ্রহণ কর্
আমার জীবন-দান,
কতখানি সুপ্রশস্ত হস্ত তোর দেখি।

ভীম-। এই দেখ্—মূঢ়, তবে
ভীমের বিরাট হস্ত।

[প্রহার]

শ্রীকৃষ্ণ। ভুলিয়াছে—ভুলিয়াছে বৃকোদর
জরাসন্ধ-বধের কৌশল।
কেবল বল প্রয়োগে বিনাশিতে চায় !
কি করি উপায় ?
এই হেতু আমি
বলদেবে করি নি নিয়োগ
জরাসন্ধ-বধে।
অবতার তিনি, মানিবে না কোন গণ্ডী ;

ভীমও যে হ'ল তাই,
কিরূপে জানাই !

[চিন্তা]

হয়েছে—হয়েছে !
এই বেনাপাত দ্বিধা ক'রে
ভীমেরে দেখাই,
আসিবে স্মরণে
বিস্মৃত কৌশল-বিদ্যা।
[বেনাপত্র লইয়া]
কি কর—কি কর, বৃকোদর ?
হিড়িম্ব-বিনাশী তুমি,
জরাসন্ধ-বধে এতেক বিলম্ব ?
বিস্মৃত হয়েছে সব ?

[বেনাপাতা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দেখাইলেন।]

ভীম। অহো—হয়েছে স্মরণ।
দুরাত্মন্ !

[একপদে জরাসন্ধের একপদ চাপিয়া
ধরিয়া হস্তে অন্য পদ ধরিলেন।]

শিশু। [শশব্যস্তে] অন্যায় রণ—অন্যায় রণ—

অর্জ্জুন। [বাধা দিয়া] সাবধান, শিশুপাল !
করিও না ফেরুর চীৎকার।
তোমারি কারণ অর্জ্জুনের আগমন

ভীম। হের—দেবগণ, অন্তরীক্ষে থাকি
সজাগ সাগ্রহ নেত্রে

চির সুপ্তি চণ্ড বিক্রমের।

নেহার'—রে স্তব্ধ বিশ্ব, অশ্রুধারা মুছি

পুলকিত বিহ্বল আনন্দে

তোমার বক্ষের পাষাণ উদ্ধার।

রুদ্রদেব! দয়ার আধার!

ক্ষমা-অবতার!

ধরিয়ো না ত্রুটী,

ল'য়ো না হে অপরাধ;

পূজা সাঙ্গ করিনু তোমার

পূজকে অঞ্জলি দিয়ে।

[জরাসন্ধকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন।

দেবগণ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

পুষ্পবৃষ্টি করি তব শিরে বৃকোদর,

প্রাণের উচ্ছ্বাসে প্রসারি বরদ কর,

জগতের বুক থেকে তুলে দিলে যে [illegible]পর,

অমর হউক সে বীর-বিবরণ।

প্রাপ্তি ছুটিয়া আসিল।

প্রাপ্তি। বাবা! বাবা! কোথা যাও—কোথা যাও?

অস্তি ছুটিয়া আসিয়া ধরিল।

অস্তি। পাতালে—পাতালে। তুই কোথা যাস্, প্রাপ্তি? বলি দান দিতে পারে নাই, তাই পাতালবাসী; ব্যাকুলতা কিসের?

প্রাপ্তি। দিদি! আশা মিট্‌ল?

অস্তি। হাঁ—প্রাপ্তি, মিটেছে আশা। ভিক্ষা করিয়েছি বামন সাজিয়ে; আবার আশা মেট্‌বার বাকী থাকে? কই, কোথায় বামন?

শ্রীকৃষ্ণ। মাতুলানি! প্রণাম করি।

অস্তি। থাম—থাম, কর কি? এ অভিনয়ের উপসংহার ও প্রণামে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ। কি চান্ তবে আপনি, মাতুলানি? আপনার পূজার্থে, আপনার তুষ্টিবিধানে আমি সর্ব্ব প্রকার আত্ম-বলিদানে প্রস্তুত! বলুন, এ অভিনয়ের উপসংহার কি? বলুন, কি চান্ আপনি?

অস্তি। প্রহরী। যুগে যুগে যে উপসংহার হ'য়ে আস্‌ছে তাই, নূতন কিছু বলি নাই; পাতালে আবদ্ধ বলির দ্বারে হ'য়ে গেছে যা, তা-ই; প্রহরী।

শ্রীকৃষ্ণ। রইলাম—মাতুলানি, মথুরেশ কংস, মহাবল জরাসন্ধের দিগ্বিজয়ী নামের পার্শ্বে চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ আমি চির-প্রহরী। যতদিন কৃষ্ণনাম জগতে থাক্‌বে, কংস-জরাসন্ধের স্মৃতির সিংহাসন অক্ষয়; রইলাম—মাতুলানি, আমি তোমার অন্ধকার হৃদয়-রসাতলে চির-আবদ্ধ।

অস্তি। প্রাপ্তি! কি পেয়েছিস্ তুই? অস্তিতেও সেই অস্তিত্ব আছে কি না মিলিয়ে দেখ্।

রাজগণসহ সহদেব উপস্থিত হইল।

সহ-। প্রহ্লাদ তোমায় কি ছন্দে স্তব করেছিল—নরসিংহ, হিরণ্য-কশিপু-সংহারের পর? আমি পরাজিত, আমার দর্প চূর্ণ, আমার অজ্ঞান-অন্ধকার অপসৃত; আমায় সেই মন্ত্র পড়াও, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় প্রণাম করি। [কৃষ্ণের পদপ্রান্তে পতন]

শ্রীকৃষ্ণ। [তুলিয়া] এস, সহদেব! এস, দ্বাপরের প্রহ্লাদ! আমিও এই মুক্তরাজাগণের সমক্ষে আমার দরবিগলিত আনন্দাশ্রু ধারায় তোমায় এই মগধ-সিংহাসনে অভিষেক করি। রাজগণ! বড়ই দুঃখ পেয়েছ, না? বিস্মৃত হও; তোমাদের বেদনাই এই স্বর্গ-শান্তির সোপান।

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রতী ; সকলের সাদর আহ্বান। চল, সকলে সমস্বরে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করবে।

রাজগণ। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

[প্রণাম।

গীতকণ্ঠে পরিব্রাজিকাগণ উপস্থিত হইল।

পরিব্রাজিকাগণ।—

গান

নমো মাধব—নমো মাধব—নমো মাধব।

নব-যাদব-কুল-পাবন নমো নমো নিখিল-বান্ধব।

নমো নমো নরকান্তকারী

নমো নমস্তে ভূভারহারী

নমো মানস-কুঞ্জচারী, নমো প্রেম-রাধিকা-ধব।

[যবনিকা

"বসুমতী" পত্রিকার সুবিজ্ঞ সম্পাদক
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের
"বাসুকি" নাটক সম্বন্ধে অভিমত

মিনার্ভা থিয়েটারের নূতন নাটক 'বাসুকির' অভিনয় দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। নাট্যকার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী ইতিপূর্ব্বে যাত্রার আসরে অভিনীত বহু নাটক লিখিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। থিয়েটারে অভিনয় উপযোগী নাটকপ্রণয়নে 'বাসুকি' তাঁহার প্রথম উদ্যম; কিন্তু প্রথম উদ্যম হইলেও নাটকখানি উচ্চ প্রশংসার যোগ্য—সাহিত্যরসে পূর্ণ—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নাট্যকারের লিখিবার ভাষা আছে—বলিবার ভঙ্গি চমৎকার—চরিত্র-বিকাশ-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়—পৌরাণিক ঘটনার সমাবেশ সুকৌশলময়। নাটকখানি তাঁহার অভিজ্ঞতার পূর্ণ ভাণ্ডার, সর্ব্বোপরি ভাষার উচ্ছ্বাসে—শব্দ-ঝঙ্কারের উদ্দীপনায় প্রাণময় এরূপ সাহিত্য-রস-লীলায়িত ভাব-প্রবাহ তরঙ্গায়িত পৌরাণিক নাটক বহুদিন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই।

জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞের পৌরাণিক উপাখ্যানকে রসভাব-মাধুর্য্যে সমাহিত করিয়া নাট্যকলানিপুণ প্রবীণ নাট্যকার নাট্যামোদী সুধীজন-সমাজের চিত্ত বিনোদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। উপাখ্যানকে সর্ব্বজন-প্রমোদন অভিনয়োপযোগী নাটকে পরিণত করিবার জন্য তিনি পৌরাণিক কাহিনী স্থানে স্থানে সুকৌশলে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন—নূতন ভাব চিন্তা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু কোন স্থানেই মহাভারতের মহান্ ভাবের বিপর্য্যয় করেন নাই—গৌরব-মর্য্যাদার অবমাননা করেন নাই। এ পরিবর্ত্তনের অধিকার যে নাট্যকারের আছে, তাহা আমরা রসরাজ অমৃত

লালের 'যাজ্ঞসেনীর' সমালোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছি—পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

কলিযুগের আগমনে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ কি কারণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, সুপণ্ডিত নাট্যকার তাহা সুকৌশলে প্রকটিত করিয়াছেন উৎকট ভাষার সাহচর্য্যে বর্ত্তমানযুগসুলভ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গ্লানিপ্রসারে প্রবৃত্ত না হইয়া, তিনি যে নাটকের রস-মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ব্রাহ্মণ-শক্তির প্রভাব-হ্রাসের কারণনির্ণয়ে—নির্দ্দেশে যত্নবান্ হইয়াছেন, তাহা বহু অংশে সাফল্যলাভ করিয়াছে। এজন্য তাঁহার উদ্যম—সাধনা সার্থক। * * * বর্ত্তমান যুগের নাট্যসাহিত্য তাঁহার সাধনায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

দৈনিক বসুমতী, ২রা মাঘ, সন ১৩৩৮ সাল।

কাব্যশাস্ত্রীর অভিনব নাটকাবলী

গণেশ অপেরায় অভিনীত

জগদ্ধাত্রী

চণ্ডীর মেরুদণ্ডে, বেদান্তের অস্থি-কঙ্কালে
নাটকীয় উপাদানের চর্ম্মাবরণে
ইহার পবিত্র রচনা
ইহা একধারে নাটক, কর্ত্তব্য-সংহিতা,
জ্ঞান-ভক্তির মীমাংসাবাদ ;
নিত্য অবগাহনের ত্রিবেণী।
জবা, প্রতিমা, অঞ্জলি—
অভূতপূর্ব্ব ইহার চরিত্র-সৃষ্টি ;
ইহাতে
বিষাণের বিষাণ-নিনাদ
ভ্রমরের ভ্রমর-গুঞ্জন।

মূল্য ১॥০ মাত্র।

নাটক অভিনয়ের যুগ-পুরোহিত
গণেশ অপেরার গায়ত্রী-বীজ

কৈকেয়ী

রামায়ণ-কাব্য-কাননের রজনী-গন্ধা,
মন্থরা-মলয়ে দোলা, উর্ম্মিলা-শিশিরে ধোয়া,
ভরত, শত্রুঘ্ন, সৈন্ধব, কন্দুক
নব নব কিশলয়ে ঘেরা।
রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, বিভীষণ, কেকয়,
গুহক প্রভৃতি ত আছেই,
তা ছাড়াও আছে—
নব রসের নব সংস্কার,
সংসার-চিত্রের সূচিপত্র চিত্র।

মূল্য ১॥০

প্রাপ্তিস্থান—
পালব্রাদার্স এণ্ড কোং
৫।১ বিবেকানন্দ রোড,
বাণী-পীঠ, কলিকাতা

যজ্ঞাহুতি

বৈদিক নাটক

গণেশ অপেরার যশের অভিনয়

চ্যবন ঋষির চমৎকার চরিত্রোৎকর্ষ্য
বেদমন্ত্রের মহাশক্তি মহা প্রভাব,
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তেজস্বিতা,
বীরমাতা সংজ্ঞার প্রতিবিধিৎসা !
মহাতেজস্বিনী বামা সুকন্যার
সতীত্ব-বলে অন্ধ-বৃদ্ধস্বামীর
দৃষ্টি ও নবযৌবন লাভ !
নাটকের আদ্যোপান্ত বিরাট ঘটনা
অথচ সহজে, অল্প পোষাকে, লোকে
অপেরা বা থিয়েটারের যোগ্য অভিনয়।

মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

অজাতশত্রু

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

ইহা নাট্যকারের নাট্যকলার
চরমোৎকর্ষ—অভিনব সৃষ্টি !
অভিনয়ে বা পাঠে আদ্যোপান্ত
মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিবে।
ঘটনার পর ঘটনার তরঙ্গ
তার পর কি—তার পর কি—একি—
অবশেষে অভাবনীয় সমাধান !
সেই উদয়, অভ্রনীল, প্রসেনজিৎ,
সিঞ্জন, আজীবক—এবং—
নারী-চরিত্রে বেণুদেবী, উষাদেবী
উল্কা—বিচিত্র চরিত্র-সৃষ্টি

আর ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে হইবে না—

সহস্র সহস্র গ্রাহকের সাগ্রহ ব্যগ্রতায়

নিত্য অজস্র পত্র প্রেরণের ফলে

এতদিন পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত,

যাঁহার নাট্য-প্রতিভায় সারা বঙ্গদেশ উদ্ভাসিত,

বিজ্ঞজনমণ্ডলী বিস্মিত, বিমুগ্ধ, রসভাবে পুলকিত,

যাঁহার নাটকাবলী নাট্য-সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে,

নাট্যামোদীদের হৃদয়ক্ষেত্রে আনন্দ-প্রবাহ বহাইয়াছে,

সেই কাব্যশাস্ত্রী মহাশয়ের এই এক মহাদান

সেই তেজস্বী বীরত্ব-বিধায়ক

সেই অভিনয়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী

বজ্রসৃষ্টি

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

গণেশ অপেরা-পার্টিতে অভিনীত

পত্রে পত্রে ঘটনার বিরাট ঘাত—প্রতিঘাত

ছত্রে ছত্রে অস্ত্রে অস্ত্রে মহা সংঘাত

সেই বৃত্র, সেই রুদ্র, জয়ন্ত, ত্বষ্টা,

সেই শচী, ঐন্দ্রিলা, ইন্দু, দেবসেনা!

পূর্ব্বে আমাদিগের যে অসংখ্য গ্রাহক এই নাটকের জন্য

বারংবার আগ্রহপূর্ণ পত্র দিয়াছেন,

তাঁহাদিগকে প্রথম সুযোগেই জানান যাইতেছে,

কারণ—প্রত্যহ অজস্র বিক্রয়, শীঘ্রই ফুরাইবার সম্ভাবনা,

অদ্যই সংগ্রহ করুন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন—

মূল্য ১॥০ মাত্র।